উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 November 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 191

আবাস নিয়ে রাজ্যকে সাহায্যের বার্তা শুভেন্দুর

তিনের পাতায়

শিল্পা শেঠির বাড়িতে ফের হানা ইডি'র

সাতের পাতায়

ভাইকে হারালেন দাদা

বাংলার খেলার সর্বোচ্চ সংস্থা বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে হেরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। জিতলেন তাঁর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী চন্দন রায়চৌধুরী। হেরে দাদার উদ্দেশে তোপ দাগলেন স্বপন। বলেন, 'আমাকে হারানোয় দাদার হাত থাকতে পারে।'

বিস্তারিত চোদ্দোর পাতায়

শিন্ডে-বিজেপি স্নায়ুযুদ্ধ

মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে একনাথ শিন্ডের সঙ্গে বিজেপির স্নায়ুর লড়াই চরমে। অচলাবস্থা কাটাতে বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে শিন্ডের পাশাপাশি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও অজিত পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন অমিত শা। সেখানেও রফাসূত্র হয়নি।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতা পালটে তৃণমূলের চরিত্র বদল অসম্ভবই

গৌতম সরকার

কাজ দেখাতে না পারলে বাপি বাড়ি যা। তৃণমূলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তাটা অনেকটা সেরকমই ছিল। ব্রিগেডে দলের সর্বশেষ সভায় তিনি তিন মাসের মধ্যে সাংগঠনিক ঝাঁকুনি দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে গত ৭ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে জানিয়েছিলেন, রদবদলের তালিকা তিনি দলনেত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারপর আরও তিন সপ্তাহ পার। দলে এখনও নট নড়নচড়ন।

বদলের কোনও হাওয়া মালুম হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক আগে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে প্রসঙ্গটি আলোচনাতেই আসেনি। বৈঠকে উপস্থিত অভিষেকও রা কাড়েননি। বৈঠকের নির্যাসে বরং স্পষ্ট, মমতা দলে নিজের বজ্রমুষ্টি আরও শক্ত করলেন। উপনির্বাচনে রাজ্যে ৬-এ ৬ সাফল্যে দলের আরও শ্রীবৃদ্ধির পর তৃণমূলে গুঞ্জন উঠেছিল, অভিষেকের অপছন্দের তালিকায় থাকা নেতাদের আর রেহাই নেই। আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিছু নেতা, পদাধিকারীদের ঘাড়ে কোপ পড়ল বলে।

অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, অন্তত ১৫টি জেলায় সাংগঠনিক রদবদল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বলির পাঁঠা হবেন কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যানরাও। উপনির্বাচনের ফলাফলের আগেই মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহার সাসপেনশন সেই জল্পনায় ঘি ঢেলেছিল। হা হতোস্মি। কোথায় কী! সকলেই বহালতবিয়তে। বরং জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে বিভিন্ন স্তরে দলীয় মুখপাত্রদের অদলবদলে থেকে গেলেন পুরোনো মুখেরাই।

তবে অভিষেকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আর কোনওদিন দাওয়াই দেওয়া হবে না- এটা ভাবারও কারণ নেই। কারণ, দলটার নাম তৃণমূল। নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দল থাকার সময় থেকে তৃণমূলে কখন কী বদল হবে, আগাম কেউ জানতেন না। সমস্যাটা আসলে অন্য। এই ধরুন না, জলপাইগুড়িতে কোনও পুরসভা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু চেয়ারম্যান বদল করলে বিকল্প কে? ভাইস চেয়ারম্যানের ঘাড়ে তো মামলা ঝুলছে।

গৌতম দেবকে সরালে শিলিগুড়ির মেয়র পদে দ্বিতীয় নামটা বলুন তো! মালদায় বাম দল থেকে আসা আব্দুল রহিম বক্সীকে জেলা সভাপতি করে রাখা হয়েছে। পারফরমেন্স কী! দুর্নীতি বা অকথাকুকথা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে মালদায় তৃণমূলের নাম উচ্চারিত হয় না।

এরপর দশের পাতায়

ধর্মাচরণে সংঘাত

চট্টগ্রামে পুলিশ, সেনার সামনেই হামলা মন্দির ও আশ্রমে

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : ধর্ম নিয়ে ধুন্ধুমার।

ভারত-বাংলাদেশের বিরোধ প্রকাশ্যে। যাবতীয় সংঘাতের মূলে বাংলাদেশে সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারি ও হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ। দু'দেশে যেমন সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এতে, তেমনই বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে উভয় দেশের সরকার।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর শুক্রবার লোকসভায় জানান, বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার সব দায়িত্ব সেদেশের সরকারের বলে জানানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশজুড়ে হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হিংসার একাধিক ঘটনার খবর সরকারের গোচরে এসেছে। অগাস্ট থেকে তাঁদের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মন্দির, ধর্মীয় উপাসনাস্থলে হামলা চলেছে। বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং বাংলাদেশের সরকারকে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে।'

নয়াদিল্লির এই অবস্থানের কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকা পালটা কড়া বার্তা দিয়েছে ভারতকে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ফেসবুকে লেখেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অযাচিত উদ্বেগ থামছে না। অথচ সেদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অসংখ্য নির্মমতার ঘটনা ঘটছে। এই ব্যাপারে তাদের সংকোচ বা অনুশোচনা নেই। ভারতের এই দ্বিচারিতা নিন্দনীয় এবং আপত্তিকর।'

তিনি একটি সমীক্ষার উল্লেখ করে দাবি করেন, 'বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশের

এরপর দশের পাতায়

চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতায় পোস্টার (উপরে)। আইনজীবীর মৃত্যুর জেরে বাংলাদেশের ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলাম সমর্থকদের বিক্ষোভ। -এএফপি

> বাংলাদেশজুড়ে হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হিংসার একাধিক ঘটনার খবর সরকারের গোচরে এসেছে। অগাস্ট থেকে তাঁদের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মন্দির, ধর্মীয় উপাসনাস্থলে হামলা চলেছে। বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং বাংলাদেশের সরকারকে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে।
>
> **এস জয়শংকর**
> *বিদেশমন্ত্রী*

বরবধূ বরণে শব্দবোমা

বিয়ের মরশুমে শহরে বিপদে পশুপাখিরাও

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : জামাইবরণের প্রস্তুতি চলছিল দেশবন্ধুপাড়ার একটি বিয়েবাড়িতে। 'বরপক্ষ চলে এসেছে'- খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই মেয়ের বাড়ির লোকজন হাজির ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাছে। বরের গাড়ি এগিয়ে আসতেই মোড়ের মাথায় আতশবাজি রেখে তাতে আগুন দিল এক কিশোর। বিকট শব্দে সেই বাজি রংধনু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। পাশে থাকা গাছে পাখির দল সেই শব্দ শুনেই ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এদিক-ওদিক পালানোর চেষ্টা করল। সময় যত এগোল বাজির শব্দ যেন আরও প্রকট হতে লাগল। মাঝেমধ্যে 'ঝুলি' থেকে বেরিয়ে এল নিষিদ্ধ শব্দবাজিও। পাখির দল আর গাছে এসে বসার সাহস দেখাল না।

প্রশ্ন উঠছে, শব্দবাজি তো খোলা বাজারে মেলার কথাই নয়। তাহলে মিলছে কীভাবে? সূত্রের খবর, মহাবীরস্থান সহ একাধিক বাজারে দেদারে বিকোচ্ছে শব্দবাজি। আতশবাজি তো রয়েইছে। অথচ দীপাবলির সময় ঘটা করে সবুজ বাজির প্রচার করা হয়। আলাদা করে বসানো হয় বাজির বাজার। তাহলে বাকি সময় কেন নজরদারি থাকবে না, উঠছে সেই প্রশ্ন। পুলিশ অবশ্য ঢুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়।

অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিয়ের মরশুম। জামাইবরণ হোক বা বধূবরণ, আতশবাজি আর শব্দবাজির ভেলকি দেখানো যেন এখন অলিখিত প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে শহরে। কথায় আছে, কারও আনন্দ কারও নিরানন্দ। সত্যিই একপক্ষের মানুষের সাময়িক আনন্দের জন্য নিরানন্দের শিকার হতে হচ্ছে অন্যদের। এই দলে পশুপাখি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে মানুষও। বিশেষ করে প্রবীণ এবং যাঁরা হার্টের রোগ ও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের টেকাই দায় হয়ে পড়েছে।

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলছেন, 'নিজের আনন্দে মেতে পরিবেশ রক্ষার দিকে কোনও নজর নেই অনেকেরই। বিয়েতে যেভাবে শব্দবাজি ফাটছে, তা পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর।' আইনত নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বিয়েতে

এরপর দশের পাতায়

মধ্যরাতে ধানখেতের মাঝে মদ্যপান ও হুল্লোড়

বদলে যাওয়া

সীমান্ত গ্রাম

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৯ নভেম্বর : বিঘার পর বিঘা কৃষিজমিতে গড়ে উঠেছে রিসর্ট, হোটেল, পানশালা। মাঝরাতে সেইসব রিসর্টে এসে ঢুকছে বিলাসবহুল গাড়ি। সারারাত সেখানে চলছে মদ্যপান, হইহুল্লোড়। ভোরের আলো ফুটতেই আবার কাচবন্ধ গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে গ্রামের মেঠো পথ ধরে। ওই রিসর্ট, পানশালায় কারা আসছে, কোথা থেকে আসছে জানতেই পারছে না পুলিশ।

নকশালবাড়িজুড়ে গজিয়ে ওঠা এমন রিসর্ট, পানশালা, রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে এবার সরব হতে শুরু করেছেন গ্রামবাসী। অনেকেরই অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও পুলিশকে মাসোহারা দিয়েই দিব্যি অবৈধ কারবার চলছে। রিসর্ট, পানশালার একাংশে দেহব্যবসা চলছে বলেও অনেকে দাবি করছেন।

হাতিঘিসার বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারি সেই দাবি উসকে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'রূপনি জমিগুলির চরিত্র বদল না করেই বিঘার পর বিঘা জমির উপর এসব রিসর্ট, হোটেল গড়ে উঠেছে। যেখানে প্রতিদিনই অনৈতিক কাজকর্ম চলে। বাইরে থেকে মেয়েদের এনে এসব হোটেল, রিসর্টে রাখা হয়। মাসোহারা চলে যায় সবার কাছে। তাই এই নিয়ে নেতা থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক সকলেই নিশ্চুপ।'

মাসখানেক আগে হাতিঘিসার একটি রিসর্টে ২২ বছরের এক তরুণের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তাঁর মৃত্যুরহস্যের এখনও কোনও কিনারা হয়নি। তরুণ স্থানীয় বাসিন্দা না হওয়ায় এলাকায় সেই অর্থে প্রতিবাদে শামিল হননি গ্রামবাসী। কিন্তু একাধিক রিসর্টে অবৈধ কাজকর্ম হচ্ছে বলে তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন।

দেহব্যবসার অভিযোগ হোটেল, রিসর্টে

নকশালবাড়ির জমি নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। ভিনরাজ্য থেকে অনেকেই এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করছেন। আয়ের উৎস বাড়তে গ্রামীণ এলাকায় রেস্তোরাঁ, হোটেল, রিসর্ট ও হোমস্টে তৈরির দিকে ঝুঁকছেন তাঁদের একাংশ। একসময় নকশালবাড়িতে রাত কাটানোর মতো হোটেল পাওয়া যেত না। এখন বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে হোটেল। নকশালবাড়ির স্কুলডাঙ্গির পাশে রয়েছে বড় দুটি রেস্তোরাঁ কাম হোটেল। এছাড়া সাতভাইয়া টোল গেট সংলগ্ন এলাকায় গজিয়ে উঠেছে একাধিক ধাবা। নকশালবাড়ি থেকে পানিট্যাঙ্কি যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কের দু'ধারে রয়েছে বড় পানশালা, হোটেল, যেগুলি গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। নকশালবাড়ির পানিঘাটা মোড় থেকে কদমা পর্যন্ত একাধিক রেস্তোরাঁ হয়েছে। এছাড়া সাতভাইয়া, জাবড়া, নেহালজোত, দক্ষিণ রথখোলা, কোয়ার্টার মোড়, লালপুল ক্যানালে একাধিক রেস্তোরাঁয় চলছে অবৈধ মদের কারবার।

সূত্রের খবর, বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় এখানকার হোটেল, পানশালায় বিশাল চাহিদা। মূলত বিহার থেকেই প্রভাবশালীরা সন্ধ্যা হলে এসে ঢোকেন এখানে। সারারাত মদ্যপান, ফুর্তির পর সকালে বেরিয়ে যান। এছাড়াও নেপাল থেকেও অনেকে আসছেন। বাইরে থেকে মহিলাদেরও আনা হচ্ছে।

নকশালবাড়ির বাসিন্দা জীবন রায় বলছেন, 'এতদিন শহরের বড় বড় মলের বার, পাবে অনৈতিক কাজকর্ম হয় বলে শুনেছি। এই প্রথা এখন ধীরে ধীরে গ্রামগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ছে। শহরের পুঁজিপতিরা কম দামে জমি কিনে প্লট করে ফুর্তির জায়গা বানাচ্ছেন। যেখানে অবৈধ মদের কারবার থেকে শুরু করে দেহব্যবসা- সবই চলছে।'

অধিকাংশ হোটেল, পানশালার চারপাশ উঁচু সীমানাপ্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সেখানে কী হচ্ছে, তা টেরও পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ।

এরপর দশের পাতায়

মাসে হাপিস ৭০-৮০ লাখ

অ্যাম্বুল্যান্সে বড় দুর্নীতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : দুর্নীতির আঁতুড় হয়ে উঠছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী, অস্থায়ী কর্মী নিয়োগকে ঘিরে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ আগেই উঠেছিল। এবার নিশ্চয়যান এবং মাতৃযান (১০২) প্রকল্পেও লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। সূত্রের খবর, এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সচালক থেকে শুরু করে অফিস কর্মীদের একাংশ। বিল নেওয়ার সময় অফিসে রীতিমতো নির্দিষ্ট শতাংশ হারে ঘুষ দিতে হয়। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক যে পুরো বিষয়টি নিয়ে অবগত তা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট। তিনি বলছেন, 'এমন অভিযোগ ওঠার পর আমরা তদন্ত করে প্রচুর বিল আটকে দিয়েছি। কয়েকজনকে শোকজ করা হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ১৩টি মাতৃযান রয়েছে। নিশ্চয়যান রয়েছে ১৪টি। মাতৃযান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নিশ্চয়যান রাজ্য সরকারের প্রকল্প। দুটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য একই। প্রসূতিকে বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসা এবং হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার সময় মা ও সন্তানকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। দুটি প্রকল্পেই বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রোগীর সমস্ত নথিপত্র অনলাইন পোর্টালে আপলোড করতে হয়। তারপরই গাড়ির ছাড়পত্র আসে। অভিযোগ, একই রোগীকে নিশ্চয়যানে বুকিং করিয়ে আবার সেই রোগীকেই মাতৃযানেও পরিষেবা দেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হচ্ছে।

ধরা যাক, ময়নাগুড়ির কোনও মহিলা এবং তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে একবার ওই রোগীর নাম, বাড়ির ঠিকানা নিশ্চয়যান প্রকল্পের রেজিস্টারে নথিভুক্ত হচ্ছে। এরপর মাতৃযান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় পোর্টালেও ওই রোগীর নথিপত্র আপলোড করা হচ্ছে। নিশ্চয়যান প্রকল্পে কিলোমিটার পিছু আট টাকা করে ভাড়া দেওয়া হয়। মাতৃযান প্রকল্পে মেলে কিলোমিটার প্রতি ১৮ টাকা। মেডিকেল থেকে ময়নাগুড়ির দূরত্ব প্রায় ৬২ কিলোমিটার। রোগীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ায় আরও ১০ কিলোমিটার অতিরিক্ত ধরা হয়। অর্থাৎ যাতায়াত মিলিয়ে ১৪৪ কিলোমিটারের বিল করেন সংশ্লিষ্ট অ্যাম্বুল্যান্সচালক। নিশ্চয়যানে এর ভাড়া দাঁড়াচ্ছে ১১৫২ টাকা, মাতৃযানে ভাড়া ২৫৯২ টাকা।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, একটি গাড়িতে একজন রোগীকেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ দিনই একটি গাড়িতে একই দিকের দুজন করে রোগীকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিল দুটি গাড়ির করা হচ্ছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, নিশ্চয়যানগুলিকেই বেশি বাইরে পাঠানো হয়।

এরপর দশের পাতায়

কীভাবে কারচুপি

- প্রসূতিদের আনা-নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মাতৃযান ও নিশ্চয়যান প্রকল্প রয়েছে
- দুটি ক্ষেত্রেই বিনামূল্যে পরিষেবা দেয় সরকার
- একই রোগীকে পরিষেবা দিয়ে দুটি প্রকল্পে নথি আপলোড করা হচ্ছে
- একই দিকের দুজন রোগীকে একসঙ্গে পরিষেবা দিয়ে পৃথক বিল দেখানো হচ্ছে

সুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘা

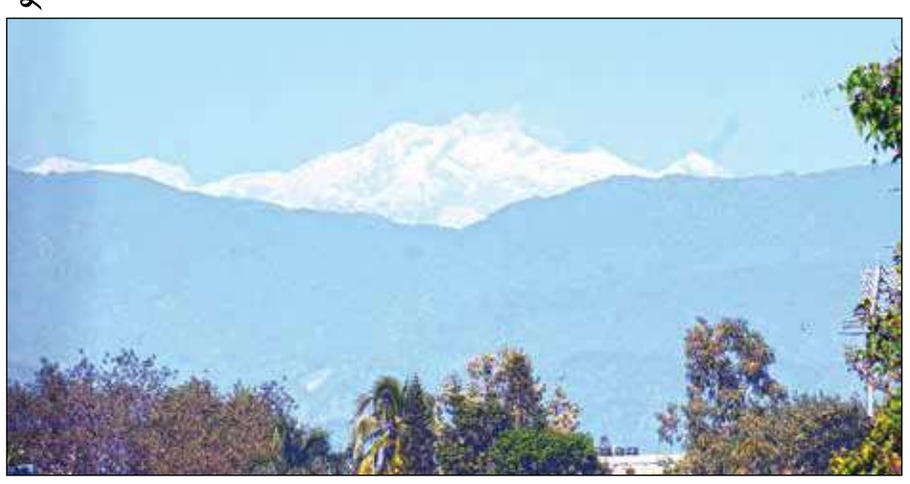

মেঘের চাদর সরতেই স্পষ্ট হল শায়িত বুদ্ধ। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুল থেকে সূত্রধরের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

চা বাগান বন্ধে মন্ত্রীর তথ্যকে চ্যালেঞ্জ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও শুভজিৎ দত্ত

কলকাতা ও নাগরাকাটা, ২৯ নভেম্বর : রাজ্যে এই মুহূর্তে কয়েকটি চা বাগান রুগ্ন হলেও কোনওটিই বন্ধ নেই। শুক্রবার বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এই তথ্য দেন। তাঁর এই মন্তব্য একেবারেই ঠিক নয় বলে বিরোধী চা শ্রমিক সংগঠনগুলি জানাচ্ছে।

শ্রমমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এই মুহূর্তে ১৪টি চা বাগানের বিষয় বিচারাধীন রয়েছে। সেকারণে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারছি না। তাছাড়া কয়েকটি বাগানের আর্থিক সংকট থাকলেও ওই চা বাগানগুলি ভালোভাবেই চলছে।' অসমের থেকে এরাজ্যের চা শ্রমিকরা এবার পুজোর সময় কম বোনাস পেয়েছেন। এই বৈষম্য কেন বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তুললে শ্রমমন্ত্রী জানান, অসমের থেকে এখানকার চা শ্রমিকদের মজুরি বেশি। তাছাড়া এবার ১৬ শতাংশ হারের বোনাস মিলেছে।

চা বাগান ইস্যুতে শাসক ও বিরোধীদের তজরি মাঝে বাস্তব চিত্রটা ঠিক কী? সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, অসমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাগানগুলিতে মজুরির পরিমাণ উত্তরবঙ্গের মতোই ২৫০ টাকা করে। তবে বরাক উপত্যকা বা কাছাড়ের বাগানে ২২৮ টাকা দেওয়া হয়। প্রতিবেশী রাজ্যের বাগানগুলি মূলত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকেন্দ্রিক। সেখানে কমবেশি ৬০০ বাগান রয়েছে।

বন্ধ বাগান নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ ও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলেন, 'কোথা থেকে তিনি এই তথ্য পেলেন জানা নেই। বন্ধ বাগানের সংখ্যা আরও বেশি। তাছাড়া সব বন্ধ বাগানে মামলা মোকদ্দমার সমস্যা নেই। আসলে বন্ধ বাগানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কাঁচা পাতা বিক্রির রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে। সেকারণেই কি সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হচ্ছে?' ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স (এনইউপিডব্লিউ)-এর সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'যদি কোনও বাগানের বিষয় বিচারাধীন থাকার কারণে সেটি খোলা যাচ্ছে না বলা হয় তবে

এরপর দশের পাতায়

০২ বছরের জন্য সিএমএস/কিওস্ক ও ডেস্কটপের ফলাফলের ভিত্তিতে সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকলাপ

টেন্ডার নং: ইএল-আরএনওয়াই- টিআরডি-১৫-২৪-২৫, তারিখ: ২৭-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: ০২ বছরের জন্য সিএমএস/কিওস্ক ও ডেস্কটপের ফলাফলের ভিত্তিতে সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকলাপ। টেন্ডার মূল্য: ৪৪,৮৪,০৫৬ টাকা; বায়নার ধন: ৮৯,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৭-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice
NIT No. 61 of 2024-25
(1st Call) dt- 26/11/2024
Tenders of 11(Eleven) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 12/12/2024. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে ইওআই আমন্ত্রণ

নোটিস সংখ্যা. মেক/ডিএসএল/কনডেমনেশন/২০১৫/২০ ডিওএল-I
তারিখঃ ২৯-১১-২০২৪

প্রধান মুখ্য বৈদ্যুতিক অভিযন্তা, বৈদ্যুতিক বিভাগ, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে প্রত্যাশিত ক্রেতাগণ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১২ টি ডব্লিউডিএমওএ এবং ১৫ টি ডব্লিউডিজিওএ ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ করছে (নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৬৬৪৮, ১৬৬৮০, ১৬৬৮১, ১৬৭৩৯, ১৬৭৫৮, ১৬৮০০, ১৬৮১৯, ১৬৮৪৩, ১৬৮৬৪, ১৬৮৬৫, ১৬৮৬৮ এবং ১৬৮৭০ এবং নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৪৫০৩, ১৪৫০১, ১৪৫১৭, ১৪৭৫৩, ১৪৭৫৮, ১৪৫০৭, ১৪৭৬৯, ১৪৭৬৩, ১৪৮৪৩, ১৪৮৪৫, ১৪৮৬১, ১৪৯১০, ১৪৯১৬, ১৪৯৩৬ এবং ১৪৯৭৩)। এই রেল ইঞ্জিনসমূহ এলকো ডিজেল ইঞ্জিনের অতিরিক্ত ইঞ্জিন এবং চলাচল করা অবস্থায় থাকা ১৫ বৎসর থেকে অধিক আয়ুর ইঞ্জিন। ইঞ্জিনসমূহ ডিজেল শেড, নিউ গুয়াহাটিতে পরিদর্শন করতে পারবেন। যেকোনো প্রশ্নের জন্যে অনুগ্রহ করে যেকোনো কার্যশীল দিনের (সোমবার - শুক্রবার) সকাল ১০.০০ ঘণ্টা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘণ্টার ভেতরে ডিওয়াই.সিএমই/ডিএসএল/এনএফআরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (যোগাযোগ নং. ৯৯৫৭৫৫০৪০৮)। প্রতিক্রিয়া একটি লেফাফার ওপরে "EOI FOR PURCHASING DIESEL LOCOMOTIVES IN RUNNING CONDITION" রূপে বড় অক্ষরে লিখে অন্তিম ১৭-১২-২০২৪ তারিখের ভেতরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রস্তাবটি পিসিইই, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ কার্যালয়ের ই-মেইল ssedslmlg@gmail.com এও পাঠাতে পারবেন।
ঠিকানাঃ পিসিইইর কার্যালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১।

ডিওয়াই.সিএমই/ডি/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মদনমোহন কালও বারান্দায়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ নভেম্বর : শনিবার ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা শেষ হচ্ছে। অন্য বছর মেলা শুরুর পর তা জমজমাট হতে কয়েকদিন সময় লাগে। তবে এবছর প্রথমদিন থেকে মেলায় ভিড় হতে শুরু করে। সার্কাস ও রাইডগুলিও আগেভাগে পরিষেবা দিতে থাকে। সবমিলিয়ে ব্যবসা খারাপ হয়নি বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। বাসনপত্র বিক্রেতা ঝন্টু রায়ের কথায়, 'ব্যবসা যে খারাপ হয়েছে তা নয়। তবে মাস পয়লার সময়টা পেলে ভালো ব্যবসা হত। অন্য বছর প্রথম কয়েকদিন কেনাকাটা হয় না। বসে বসে দিন কাটে। এবার প্রথম থেকে ব্যবসা হয়েছে।' তবে মেলা শনিবার শেষ হলেও দর্শনার্থীরা আরও একদিন মদনমোহনকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পাবেন। মদনমোহন বিগ্রহ রবিবার দিনভর বারান্দায় থাকবে। মদনমোহনবাড়ির পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'মদনমোহন রবিবার রাতে গর্ভগৃহে ঢুকবেন।'

কোচবিহার রাসমেলায় ভিড় উপচে পড়েছে। শুক্রবার। ছবি : জয়দেব দাস

মেলার দিন যত এগিয়েছে, পাল্লা দিয়ে ভিড় বেড়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে কেনাকাটা করতে দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় করেন। বিকেলের পর ভিড় উপচে পড়ে। মদনমোহনের রাসচক্র ঘোরাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মেলার মাঠে কার্যত পা ফেলার জায়গা ছিল না। দুপুরে মেলায় টাকাগাছের বাসিন্দা শুভজিৎ কর্মকার কেনাকাটা করছিলেন। তাঁর কথায়, 'রাতেরবেলা মেলায় অনেক ভিড়। তাই কেনাকাটার জন্য দিনে এসেছি।' মুর্শিদাবাদ থেকে আসা ব্যাগ বিক্রেতা জীবন বিশ্বাস জানান, একটানা এতদিন মেলায় থেকে ব্যবসা করলাম। আশপাশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। এখন ফিরে যেতে খারাপ লাগবে।

গত ১৫ নভেম্বর রাসচক্র ঘুরিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা রাস উৎসবের সূচনা করেন। পরের দিন অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর রাসমেলার উদ্বোধন হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই মেলা দেখতে শুধু কোচবিহার জেলা নয়, পার্শ্ববর্তী জেলা সহ অসম ও ভুটান থেকে অনেক দর্শনার্থী এসেছেন। প্রতিবছর এই মেলাকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মন্তব্য, 'মেলা শেষ হলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যাবে কত টাকার ব্যবসা হল।'

কোচবিহার রাসমেলা

"রাতেরবেলা মেলায় অনেক ভিড়। তাই কেনাকাটার জন্য দিনে এসেছি।'

শুভজিৎ কর্মকার
টাকাগছের বাসিন্দা

পুরস্কৃত চা বাগানের শ্রমিকরা

নাগরাকাটা, ২৯ নভেম্বর : এবার চায়ের মরশুম ভালো না থাকলেও বানারহাটের ডায়না চা বাগান সেরা শ্রমিকদের পুরস্কৃত করল। শুক্রবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানকার ২০টি বিভাগ মিলিয়ে ৬৫ জন শ্রমিককে সংবর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। বাগানের ম্যানেজার অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'চা শিল্পের পরিস্থিতি একেবারে অনুকূল ছিল না। তবু শ্রমিকরা সারাবছর তাঁদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যে কোনও শিল্পের মূল ভিত্তি হল শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক। সেই বন্ধন অটুট রাখতে আমাদের এই উদ্যোগ।'

বাগান সূত্রে খবর, সারাবছরে সর্বোচ্চ কাঁচা পাতা তোলার জন্য সরিতা ভুজেল নামে এক শ্রমিক পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ৩,৯৪৯ কিলোগ্রাম কাঁচা পাতা তুলেছেন। সুরেশ মির্ধা গোটা বছর কাজে সর্বোচ্চ উপস্থিতির পুরস্কার পান (২০৫ দিন)।

স্প্রেয়িং-এ সবচেয়ে বেশিদিন কাজে উপস্থিত থাকায় যথাক্রমে গুলাবি লোহার, মালতী ওরাওঁ, ঝালো ওরাওঁ, হরিবাহাদুর ছেত্রী, জোহান ওরাওঁ ও সাবিরা খাতুন পুরস্কৃত হয়েছেন। পানিওয়ালাদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতির পুরস্কার মেলে বিজু মুন্ডা ও বেঞ্জামিন মিঞ্জের।

এদিনের অনুষ্ঠানে হেমন্ত ওরাওঁ, শংকর শর্মা, রমেশ দোর্জির মতো বিভিন্ন সংগঠনের শ্রমিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় স্তরে রোহিতের ব্রোঞ্জ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : দারিদ্র্য কখনও সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে না। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র রোহিত সরকার সেটাই প্রমাণ করল। চলতি মাসে জম্মু-কাশ্মীরে ৬৮-তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উশু চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৭, ৮৫ কেজি বিভাগে সারা দেশে তৃতীয় স্থান অর্জন করে রোহিত ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। রোহিতের কথায়, 'খেলাধুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন হোক। ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল ও ভলিবল খেলার প্রতি যতটা নজর রয়েছে, উশু খেলার প্রতি সেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। কামাখ্যাগুড়িতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। উশুর জন্য খেলার মাঠ থাকলে সুবিধা হত। সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে আগামীদিনে খেলা চালিয়ে যেতে পারব।'

ছয় মাস আগে রোহিতের বাবা সঞ্জিত সরকার প্রয়াত হন। তাঁর বাবার একটি ছোট প্রসাধনীর দোকান ছিল। তা দিয়ে কোনওমতে তাদের সংসার চলত। রোহিতের বাবা ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তিনি

মারা যাওয়ার পর তাদের সংসারে অভাব দেখা দেয়। রোহিত ছোটবেলা থেকে খেলাধুলো, পড়াশোনা ও ছবি আঁকায় পারদর্শী। পার্বতীর কথায়, 'ওর বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে খেলায় সাফল্য পাবে। সেটা বাস্তবায়িত হল। আগামীতে সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়। তাহলে ও খেলা চালিয়ে যেতে পারবে।' রোহিতের যখন নয় বছর বয়স তখন থেকে সে উশু প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। তার বাবা মারা যাওয়ার পর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাধাও আসে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে এবার জাতীয় স্তরে রোহিত ব্রোঞ্জ পদক জয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ন্যাশনাল স্কুল গেমসের জন্য সে মাত্র দু'মাস অনুশীলন করেছে। রোহিতের সঙ্গে তার দুজন কোচ উৎপল রায় ও অনুপ রায় জানান, ওর অধ্যবসায় ওকে এই সাফল্যে পৌঁছে দিয়েছে। ভবিষ্যতে ও আরও অনেক পদক জিতবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

'অঙ্ক কি কঠিন' ছবির সিনেমাটোগ্রাফার অঙ্কিত সেনগুপ্ত। -সংবাদচিত্র

অঙ্কিতের ক্যামেরায় জীবনের অঙ্ক

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : সড়কপথে শিলিগুড়ি থেকে গোয়ার পানাজির দূরত্ব প্রায় ২,৫১৯ কিলোমিটার। সেখানে এখন উৎসবের আমেজ। বৃহস্পতিবার শেষ হল ভারতের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন চলচ্চিত্র উৎসব 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া' (ইফি)। এবার উৎসবের ৫৫তম সংস্করণ। আর সেখানেই সম্প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে সৌরভ পালোধি পরিচালিত বাংলা ছবি 'অঙ্ক কি কঠিন'। দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে মহানন্দাপাড়ের শহরের সঙ্গে আরব সাগরের তীরের ওই শহরের যোগসূত্রটা নির্মাণ করে দিয়েছেন শিলিগুড়ির অঙ্কিত সেনগুপ্ত। অঙ্ক কি কঠিন ছবির সিনেমাটোগ্রাফার।

কলকাতার রাজারহাট এলাকাটি বাইরে থেকে যতটা ঝাঁ চকচকে, ভেতরে ঢুকলে আসল ছবিটা ধরা পড়ে। একদিকে অট্টালিকা, ঠিক তার পাশেই বস্তি-জীবন। সেই বস্তিতে থাকে তিন কিশোর। তারা স্বপ্ন দেখে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স হওয়ার। তারপর গল্প এগোয় আপনগতিতে। ওই তিন কিশোরের গল্পই লেন্সে নিজ মুনশিয়ানায় চিত্রায়ণ করেছেন অঙ্কিত।সম্প্রতি গোয়া থেকে ফিরেছেন অঙ্কিত। শোনালেন চলচ্চিত্র উৎসবের অভিজ্ঞতা। 'অঙ্ক কি কঠিন যখন প্রদর্শিত হচ্ছে, সেখানে দর্শকাসনে প্রায় ৯৯ শতাংশ অবাঙালি। সাব-টাইটেলে ছবি দেখার পর দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে যেভাবে হাততালি দিলেন, সেই অনুভূতিটা আজীবন মনে থাকবে।'একই কথা বলছিলেন পরিচালক সৌরভও। তাঁর কথায়, 'আমি নিজেকে সবসময় শিক্ষানবিশ মনে করি। অঙ্কিতও তাই। রেড কার্পেট, বড় বড় স্টার, বাঘা বাঘা পরিচালকের ছবির মাঝেও আমাদের সিনেমা সাব-টাইটেলে দেখে দর্শকরা যে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেবেন, তা কল্পনাও করতে পারিনি।'

চলচ্চিত্র উৎসবে স্ট্যান্ডিং ওভেশন

শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় বাড়ি অঙ্কিতের। ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল সিনেমায় কাজ করার। তবে কাজ করব বললেই তো আর সবটা হয় না। চাই জ্ঞান। দক্ষতা। তাই শিলিগুড়িতে স্কুলের পাট চুকিয়ে চলে যান কলকাতায়। সেখান থেকে পাড়ি জমান সুদূর লন্ডনে। এক বছরের ফিল্ম স্টাডিজ (ডিপ্লোমা) কোর্স শেষে ফিরে আসেন বাংলায়।তারপর বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনের ছবিতে কাজ করেছেন। বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতেও ছোট ছোট কাজে যুক্ত ছিলেন। তবে পরিচিতি আসে দেবালয় ভট্টাচার্য পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'বোকা বাক্সতে বন্দি'-তে ডিওপি হিসেবে কাজ করে। তারপর সৌরভের পরিচালনায় চর্চিত ওয়েব সিরিজ 'খোলামকুচি'-তে কাজ।

সেখান থেকেই সৌরভের সঙ্গে অঙ্কিতের কাজ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক মসৃণ হতে শুরু করে। তারপরই 'অঙ্ক কি কঠিন'। গোয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে ইন্ডিয়ান প্যানোরমা বিভাগে এবার ২০টি ছবি নির্বাচিত হয়েছে, যার মধ্যে 'অঙ্ক কি কঠিন'-এর পাশাপাশি আরও দুটি বাংলা ছবি জায়গা করে নিয়েছে। সৌকর্য ঘোষালের 'ভূতপরী' এবং শিবপ্রসাদ-নন্দিতার 'আমার বস'। সৌরভ, অঙ্কিতদের ছবিতে তিন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋদ্ধিমান বন্দোপাধ্যায়, গীতশ্রী চক্রবর্তী এবং তপোময় দেব। পাশাপাশি পার্নো মিত্র, শংকর দেবনাথ, ঊষসী চক্রবর্তীর মতো অভিনেতারাও যোগ্য সংগত দিয়েছেন।

ছবিটি বাংলায় কবে মুক্তি পাবে? পরিচালক, সিনেমাটোগ্রাফার দুজনেই হাসতে হাসতে জানালেন, আরও বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পাঠানো হয়েছে। সেগুলোর আপডেট এলে তারপর। আগামী জানুয়ারির পর ছবিটি এখানে মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী সৌরভ। জীবনের অঙ্ক কতটা কঠিন? সৌরভ-অঙ্কিত চিত্রিত রিলের গল্পটা দেখার অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত কোনও গতি নেই।

টোটোপাড়ায় টুংটুং কামু উৎসব

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৯ নভেম্বর : দু'দিনব্যাপী টুংটুং কামু উৎসব শুরু হল। শুক্রবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। টোটোদের এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা মুক্তারাম টোটো এডুকেশন সেন্টার। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রকাশ টোটো, অভিষেক টোটো, সুশান্ত টোটো ও অনিশা টোটোদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উৎসব শুরু হল। প্রকাশ জানান, উৎসবের মূল থিম স্থানীয় টোটোদের খাবারগুলিকে ধরে রাখা। এছাড়া টোটো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। টোটোরা প্রকৃতিকে পুজো করে। টোটোদের কয়েকটি উৎসবের মধ্যে গতবছর থেকে টুংটুং কামু উৎসব যুক্ত হয়েছে।

প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার ভক্ত টোটোর কথায়, 'বক পাখিকে টোটো ভাষায় টুংটুং কামু বলা হয়। বক শিকার করার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ওঁত পেতে বসে থাকে। অবশেষে সে সাফল্য পায়। তেমনি টোটোদের একসময় মূল জীবিকা ছিল পশুপাখি শিকার করা। শিকারের জন্য তাঁদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হত। টোটোদের জীবন ও জীবিকায় সেজন্য টুংটুং কামু পাখির গুরুত্ব অপরিসীম।' ভক্তর সংযোজন, 'শনিবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলার এই উৎসবে আসার কথা রয়েছে। তিনি পর্যটনের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরবেন।'

আজ টিভিতে

দিদি নাম্বার ১ সিজন ৯-র ১০০০তম পর্ব উদযাপন।
বিকেল ৪.৩০ **জি বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ সারেগামাপা
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার, দুপুর ২.৪৫ দাদার কীর্তি, বিকেল ৫.৫০ পিতা, সন্ধ্যা ৭.৫০ ভাগ্য দেবতা, রাত ১০.০০ অভিমান
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মেজদিদি, বিকেল ৪.২০ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৭.৩০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.৩০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, সন্ধ্যা ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ মস্তান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চিরদিনই... তুমি যে আমার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গায়ক, সন্ধ্যা ৭.৩০ প্রণমি তোমায়
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

চন্দু চ্যাম্পিয়ন রাত ৮ **জি বলিউড**

গল্লি বয় রাত ১১ **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি**

জোশ দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

সে ইয়েস টু দ্য ড্রেস : ইন্ডিয়া
সন্ধ্যা ৬.০৪
টিএলসি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্তদের কাজের চাপ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **বৃষ :** সামান্য ভুলে বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। **মিথুন :** নিজের চেষ্টায় একটা কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা। **কর্কট :** ব্যবসার জন্যে আজ ধার করতে হতে পারে। পেটের সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। **সিংহ :** ব্যবসায় কারও কূটচালে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি। চোখের সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। **কন্যা :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। অযথা শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। **তুলা :** বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। পথে চলতে আজ খুব সতর্ক থাকুন। **বৃশ্চিক :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার জন্যে পরামর্শ নিতে পারেন। রাজনীতি থেকে সমস্যা। **ধনু :** সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। ভাইয়ের সঙ্গে আইনি সমস্যা নিয়ে বিতর্ক। **মকর :** রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্কে জড়ালে সমস্যা হতে পারে। চোখের সমস্যা কাটবে। **কুম্ভ :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে তৃপ্তি। মেয়ের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **মীন :** আজ নতুন ব্যবসা খুলতে পারেন। অফিসের কাজে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৯ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪, ১৪ অঘোন, সংবৎ ১৪ মার্গশীর্ষ বদি, ২৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। শনিবার, চতুর্দশী দিবা ৯।৫৪। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১২।৫৫। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ৫।৪৯।শকুনিকরণ দিবা ৯।৫৪ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ১০।৩৫ গতে নাগকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৬।২২ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১২।৫৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১২।৫৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ৯।৫৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।২৫ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।২৫ গতে ৬।৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম্ম-নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। দিবা ৯।৫৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও শিক্ষাবিদ ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর জন্মদিবস। সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১ মধ্যে ও ৭।৪৩ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫২ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ২।৪৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে।

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি, বিধাননগর, রায়গঞ্জ, মালদায় প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন-11000/-। M-99333-45867. (C/113805)

•

শিলিগুড়িতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি সুপারভাইজার চাই। বেতন 12000 টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। +OT (M) 9434603126. (C/113479)

•

Required Siliguri Local Male (X pass min.) for Office work. Age (29-40). M-8637372499. (C/113478)

•

Application are invited for Headmaster and A.T. in English of **Uttar Banga Public School (High School).** Apply along with necessary testimonials within 15 days. Address : Kamalpur-Babla, Meherapur, Malda, 732207. Email id : ubps2007@gmail.com, Contact : 9851747798/ 9734220947/ 433607673. (M-112564)

•

কোহিনুর মডার্ন মিশন (গার্লস) কুর্শামারি মাথাভাঙ্গার জন্য আবাসিক শিক্ষিকা চাই। (অনার্স/পি.জি) বি.এড। বিষয় :- গণিত, ইংরেজি, ভূগোল। অনাবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। যোগ্যতা :- (অনার্স/পি.জি) বি.এড। বিষয় :- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃত। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ 10/12/2024 (ইং) তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন। সাক্ষাৎকার :- 12/12/2024 (ইং), মোবাইল নং-9733380483. (C/113801)

অ্যাফিডেভিট

আমি Nikita Minj পিতা : Rama Minj Vill-Birpara T.G., P.O.-Birpara, Dist-Alipurduar আমার আধার কার্ড ভুল থাকায় গত 28.11.2024 তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি থেকে অ্যাফিডেভিট করে Nikita Minj এবং Nivha Minj একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। এছাড়া আমার জন্মতারিখ 12.12.2002-এর পরিবর্তে 06.05.2003 করা হল। (B/S)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 26-11-24 তারিখে E.M. কোর্ট, জলঃ থেকে অ্যাফিডেভিট বলে Joshorani Das ও Jamuna Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/113606)

Tender Notice
E-tenders are invited for : 1. Two nos. A.C. vehicle hired on monthly rate contract basis for the Office of The CMOH & The Member Secretary, DH&FWS, Kalimpong (2nd Call) (Tender ID : 2024_HFW_775713_1) (Last Date : 04.11.2024) within 05:00 PM.
For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong,
Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & Member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

Tender Notice
NIT No. 62 of 2024-25
(1st Call) dt- 26/11/2024
Tenders of 7 (Seven) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 13/12/2024. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_৬_টিআরডি_১২_২০২২-২৩ তারিখঃ ২৭-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ টিএসএস কাটিহারে ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ওএনএএন/ওএনএএফ, সিঙ্গল ফেজের ১৩২/২৭ কেভির অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯৪,১১,৩৪৯.৮৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এন্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মমতার থিম সং

এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১২৭টি ফিচার ফিল্ম ও ৪৮টি শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে। চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সংয়ের ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

রাশ আরাবুলকে

জামিনের শর্ত লঙ্ঘন করেছেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। তাঁর গতিবিধিতে তাই রাশ টানল কলকাতা হাইকোর্ট। সপ্তাহে দু'দিন ভাঙড়-২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে পুলিশি নজরদারিতে যেতে পারবেন।

স্পা-এ গ্রেপ্তার

শুক্রবার রাতে পুরোনো দিঘায় একটি স্পা সেন্টারে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকে সাত মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। স্পায়ের কর্মচারী ও খরিদ্দার সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

টাইমটেবিল

এবার থেকে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন বাসস্টপে বসছে এলইডি টাইমটেবিল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই খবর জানান পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

এ যেন কলকাতার ভিতর আরেক কলকাতা। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

‘আসুন না, একসঙ্গে সব গরিবকে বাড়ি করে দিই’

আবাস নিয়ে শুভেন্দুর বার্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আবাস যোজনা সহ অন্যান্য প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় শাসকদল প্রস্তাব আনতেই সহযোগিতার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকার নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করে নিলে আবাস যোজনার জন্য একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করা হবে বলেও এদিন বিধানসভায় জানিয়ে দেন বিরোধী দলনেতা।

প্রথম থেকেই যখন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার সমর্থনে শুভেন্দু সওয়াল করেছেন, তখন এদিন তাঁর এই হঠাৎ মন্তব্যের পিছনে রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে বলেই মনে করছেন অনেকে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রাখায় বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের কাছে যে ভুল বার্তা যাচ্ছে, তা বঙ্গ বিজেপির নেতারা বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই কারণেই এদিন শুভেন্দু ‘একসঙ্গে’ চলার বার্তা দিয়েছেন বলেই তাদের ধারণা। এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রস্তাব জমা দেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে নির্মলবাবু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের পাওনা মেটাচ্ছে না। একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার না দেওয়ায় রাজ্যের গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই কারণে রাজ্য সরকার কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করে ৫০ দিন কাজের নিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আবাস যোজনার টাকাও ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি রাজ্যের প্রাপ্য জিএসটির ভাগের টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। কেন্দ্রের এই বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য বাংলার সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। এরাজ্যের বিরোধী দলের নেতারা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এই টাকা চেয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে না। আসলে রাজ্যের মানুষের পাশে বিরোধী দল নেই। তারা নিজেরা রাজনীতি করতে ব্যস্ত। কিন্তু রাজ্য সরকার বাংলার মা-মাটি-মানুষের পাশে রয়েছে। সেই কারণেই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প নিয়েছে।’

বক্তব্য রাখতে উঠে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আপনারা ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির কথা বলেছেন। আমি বলছি, আপনারা ভুল সংশোধন করুন।

> আপনারা ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির কথা বলেছেন। আমি বলছি, আপনারা ভুল সংশোধন করুন। আমরা আরও ২০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

আমরা আরও ২০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।’

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপি সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে, মনে করছেন বিজেপির অনেক নেতাই। এদিন শুভেন্দুর মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘আসুন না একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সব গরিব মানুষের বাড়ি করে দেব। গ্রামসভায় আবাস নিয়ে স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করে সর্বদল বৈঠকে পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে আবাস প্রকল্প চালু রাখার প্রস্তাব আমি বিধানসভায় রাখছি।’

তবে আবাস যোজনার টাকা নিয়ে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, শুধুমাত্র তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ভোটবাক্সে কোনও ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করার বার্তা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার ৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা কর বাবদ নিয়ে যায় আর ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ৬.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে।’

দ্বন্দ্ব বন্ধে বিধায়কদের বার্তা মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : দলের ব্লক বা সহ সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের মতান্তরের ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিবাদ চলতে থাকলে দু-পক্ষের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘরে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তখনই দলীয় বিধায়করা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। ওই বিধায়কদের উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বারবার ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের গোলমাল হচ্ছে কেন? এই ধরনের ঘটনা দল বরদাস্ত করবে না। সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরনের ঘটনায় ভুল বার্তা যাচ্ছে। আগামী দেড় বছরের মাথায় বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। এখন থেকেই সাংগঠনিক পদে থাকা নেতাদের সঙ্গে সাংসদ ও বিধায়কদের সমন্বয় রেখে চলতে হবে। দু-পক্ষই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবেন। একতরফা কোনও সিদ্ধান্ত হবে না।’

বিভিন্ন জেলায় ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের সম্পর্ক নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। কয়েকদিন আগেই উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর বিধায়ক দলের ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ঠদের হাতে নিগৃহীত হন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই স্বরূপনগরের তৃণমূল বিধায়ককে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দেন সেখানকার ব্লক স্তরের এক শীর্ষনেতা। কয়েকদিন যেতে না যেতেই সন্দেশখালির বিধায়ককে প্রকাশ্যে নিগ্রহ করেন তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত শেখ শাহজাহানের অনুগামীরা। পরপর এই ঘটনায় দলের জেলা নেতৃত্বকে ডেকে কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত, তা বৃহস্পতিবার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘দলের ব্লক সভাপতি বা বিধায়ক সকলেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। কিন্তু একে অপরের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে মানুষের কাছে খারাপ বার্তা যায়। তাই দু-পক্ষই যাতে দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় সক্রিয় থাকেন, সেটাই বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।’

১২০০ ডাক্তার

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে একমাস ধরে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার থেকেই আমতলার সমন্বয় প্রেক্ষাগৃহে এই কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু হবে। শনিবার সেখানে চিকিৎসকদের নিয়ে একটি সম্মেলন করা হবে। তাতে যোগ দেবেন ৩০০-রও বেশি জুনিয়ার ডাক্তার ও মহিলা ডাক্তার সহ ১২০০ চিকিৎসক। তারপর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় জানুয়ারি মাসজুড়ে স্বাস্থ্যশিবির হবে। প্রত্যেকটি বিধানসভায় দশদিন করে স্বাস্থ্য শিবিরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মেয়াদ বাড়লেও সদস্য সংগ্রহে গা নেই

বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদে ব্যস্ত বঙ্গ বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদের পথকে বেছে নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। অথচ দলকে রাজ্যে সংঘবদ্ধ করতে দলের সদস্য সংগ্রহে গা-ঝাড়া দিয়ে নামতে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের তেমন গা নেই। রাজ্যে দলের এক কোটি সদস্য করতে গলদঘর্ম অবস্থায় রয়েছেন দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে দু’-একজন। রাজ্যে দলের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা যদি আশানুরূপ না হয়, তবে রাস্তায় নেমে বিভিন্ন ইস্যুতে দলের আন্দোলন কি দানা বাঁধবে? এই প্রশ্ন তুলেছেন দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ।

তাঁদের প্রশ্ন, দলই রাজ্যে মজবুত পরিস্থিতিতে না থাকে তবে নেতৃত্বে রদবদল নিয়ে সবাই হাঁকপাঁক করছে কেন? এমনিতেই সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সব রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান প্রায় শেষের পথে। এ রাজ্যে চলতি মাসের ২১ তারিখে রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য নেতৃত্বের অনুরোধে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিযানের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সূত্রের খবর, মেয়াদ বাড়ানোর আগে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরে আর এই নিয়ে কোনও আর্জি-অনুরোধ শুনবেন না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

এরাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দিল্লি থেকে এসে রাজ্য নেতাদের এই মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও জানিয়েছেন। স্পষ্ট করে তাঁরা বলেছেন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতেই হবে। এই বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর কোনও কথা শুনতে নারাজ।

বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই কড়া ফতোয়া জারির পরেও সদস্য সংগ্রহে তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সদস্য সংগ্রহের যা গতি তাতে খুব বেশি হলে রাজ্যে বিজেপির সদস্যের পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে বলেই রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বের একাংশের ধারণা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গ বিজেপি সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ বলেই তাঁদের ধারণা। রাজ্যে দলের এই অবস্থায় রাজ্যের নেতৃত্বে এখনই রদবদলের কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না তাঁরা। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা, রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হওয়ার পর এই নিয়ে পর্যালোচনার করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে দলের রদবদলের কাজে হাত দেবেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের এই ব্যর্থতা বর্তমান বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের ওপরই বর্তাবে।

এই ব্যাপারে শুক্রবার রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘শুনেছি ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আমি আমার মতো করে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দলের লোকেদের নিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান করছি। আজ হাবড়া, গাইঘাটায় যাচ্ছি। সাড়া পাচ্ছি মানুষের। পার্টি থেকে আমাকে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম বিশেষভাবে দেখতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে দলের সবার খাটাখাটি করা দরকার। না হলে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনো কিছুতেই সম্ভব নয়।’

শোকজের জবাব দিয়েও বিস্ফোরক হুমায়ুন

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ডেকে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘বেশি কথা বলো না।’ কিন্তু তারপরও দলের নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হতে পিছুপা হচ্ছেন না এই বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশমন্ত্রী করার দাবিতে বারবার সরব হওয়ার পর হুমায়ুনকে শোকজ করে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তিনদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়। শুক্রবারই শোকজের জবাব দিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। কিন্তু এদিনও সাংবাদিকদের কাছে দলের একাংশের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ছাড়েননি। কয়েকদিন আগেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি পদে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে কেন রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও কল্যাণের বিরুদ্ধে এখনও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হুমায়ুন বলেন, ‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তারপর তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি কী ব্যবস্থা নেয়, তা দেখার বিষয়। আসলে দলে একেক জনের সঙ্গে একেক রকম ব্যবহার করা হয়।’

হুমায়ুন বলেন, ‘দলের শীর্ষ ও রাজ্য নেতৃত্বকে সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা জানিয়েও ফল হয়নি। গত লোকসভা ভোটে আমার এলাকা থেকে প্রার্থীকে জয় এনে দিলেও আমার এলাকায় কোনও অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য রেখে বলছি, দলের কিছু নেতা পঞ্চায়েতের টিকিট বিলি করার জন্য টাকা নিয়েছেন।’ তিনি যে দমার পাত্র নন, তা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘যতদিন রাজনীতি করব, মুর্শিদাবাদের মাটিতে মাথা উঁচু করেই রাজনীতি করব। চাপের কাছে নতিস্বীকার করব না।’

প্রশ্নবাণ

- ২০০৬ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছিলেন?
- অভয় চরণ দে কীসের প্রতিষ্ঠা করেন?
- ২০০৪ সালে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের হয়ে খেলার প্রস্তাব পেয়েছিলেন কোন এশীয় গোলকিপার?

আগের দিনের উত্তর

দুজনই অস্কার এবং নোবেল দুটোই জিতেছেন, হাজার চুরাশির মা, ছ্যাঁচড়া

ঠিক উত্তরদাতা : সৈকত সেনগুপ্ত, সংঘমিত্রা দাস-জলপাইগুড়ি, তরুণকুমার রায়- চালসা, সঞ্জীব দেব, আবেশ কর্মকার- শিলিগুড়ি, কৃষ্ণা সাহা, অনন্যা সাহা-কামাখ্যাগুড়ি, নীলরতন হালদার- মালদা, নিবেদিতা হালদার, বীণাপাণি সরকার হালদার- বালুরঘাট, শিবেন্দ্র বীর- বাণেশ্বর, সঞ্জয়কুমার সাহা- কিশনগঞ্জ, শংকর সাহা-পতিরাম, তরুলেখা রায়- মাটিগাড়া, রতনকুমার পণ্ডিত-কোচবিহার।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

ধর্মীয় সুরক্ষার প্রস্তাব

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : সংবিধানের সুরক্ষা দাবি করে বিধানসভায় প্রস্তাব এনেছিল শাসক দল। এদিন তারই পালটা ধর্মীয় সুরক্ষার অধিকারের দাবিতে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব এনে আলোচনার দাবি করল বিজেপি। সরকারি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলেও, বিজেপির আনা মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ তো দূরের কথা, গৃহীতই হল না। প্রতিবাদে অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে বিধানসভা চত্বরে মিছিল করে প্রতিবাদ জানাল বিজেপি।

পরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুলতুবি প্রস্তাব প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, সনাতন হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য একটি সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মাচরণে বাধা দিচ্ছে। যা সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাৎপর্যপূর্ণ এটাই যে, সংবিধানকে হাতিয়ার করে এদিন শুভেন্দু ও তাঁর দল ধর্মীয় অধিকার

বিধানসভা

রক্ষার দাবি করেছে, সেই বিধানের সুরক্ষার দাবিতে অধিবেশনের শুরুতেই প্রস্তাব দিয়েছে শাসক দল। যদিও এদিন বিজেপি পরিষদীয় দলের এই মুলতুবি প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ার জন্য সরাসরি কোনও কারণ না ব্যাখ্যা করে বিরোধী দলনেতাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘গতকাল আপনি ছিলেন না। আমি আপনার দলের সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছি।’ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘রাজ্যে ধর্মীয় সুরক্ষা নেই এমন দাবি অবান্তর। তাই এই নিয়ে আলোচনা নিরর্থক।’

বাংলাদেশ ইস্যুতে এদিনও বিধানসভার বাইরে সরব হয়েছেন শুভেন্দু। হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘খাদ্য থেকে স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই ভারতের ওপর আপনাদের ভরসা করতে হয়। আক্রমণ বন্ধ না হলে, বাংলাদেশের অবস্থাও পাকিস্তানের মতো হবে।’

এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, ‘আমি চিকিৎসকদের কাছে আবেদন করব যাতে তাঁরা বাংলাদেশিদের কোনও চিকিৎসা না করেন।’

বঞ্চনার অভিযোগে সুর নরম পদ্মের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রশ্নে সুর নরম করল বিজেপি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে শাসকদলের অভিযোগ খারিজ করে দুর্নীতিকে দায়ী করলেও, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলের বিরুদ্ধে বঞ্চনাকারীর তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া বিজেপি।

২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি। দুর্নীতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল করার দায়ে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশন থেকে শুরু করে একাধিক জনকল্যাণকর প্রকল্পের টাকা রাজ্যকে না দেওয়ার দাবিতে দিল্লিতে দরবার করেছেন বিজেপি নেতারা। তার জেরে আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, ১০০ দিনের কাজের মতো গরিব মানুষের স্বার্থে তৈরি একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প থমকে গিয়েছে রাজ্যে। দলের একাংশের মতে, কেন্দ্রে সরকার থাকার সুবাদে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেওয়ার কথা ফলাও করে প্রচার করে বাহবা কিনতে চেয়েছেন দলের নেতারা। কিন্তু তার ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। এর বিপরীতে, বিজেপির জন্যই রাজ্যের গরিব মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে দাবি করে প্রচার করেছে তৃণমূল।

এদিনও বিধানসভার বঞ্চনা বিতর্কে জবাবি ভাষণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বন্ধে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘২০২১’এর আগে কোনও সমস্যা ছিল না। হঠাৎ কী হল? আসলে ’২১-এ ২০০ পারের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় গরিব মানুষের পেটে লাথি পড়েছে। বিজেপির নেতারা যদি এখনও সিঁদুরে মেঘ দেখতে না পেয়ে থাকেন, তাহলে বলব আপনাদের জন্য আরও বড় দুর্দিন অপেক্ষা করছে।’

২০১৯-এর চেয়ে ’২৪-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির আসন কমেছে। দু’দফায় রাজ্যের ১০টি বিধানসভার উপনির্বাচনে গোহারা হেরেছে বিজেপি। দলের সদস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে বঙ্গ বিজেপি। এই আবহে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে পায়ের তলায় জমি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে বাংলাদেশকে হাতিয়ার করে ধর্মীয় মেরুকরণের পথে দিশা খুঁজছে বিজেপি। কিন্তু মেরুকরণের রাজনীতিকে হাতিয়ার করলেও, রাজ্যে তার ফল নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেওয়ায় সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সম্প্রতি দলের সদস্য সংগ্রহে নেমে সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে বিজেপির। সম্ভবত, সেই কারণে বঞ্চনার জট কাটাতে বিধানসভা থেকে এদিন বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শাসকদলের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, ‘আসুন না আবাস তালিকা সংশোধন করে আমরা রাজ্যের ১১ লাখ নয়, সব গরিব মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প এনে দিই।’ পাশাপাশি আবাস জট কাটাতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তার সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রস্তাবও দিয়েছেন শুভেন্দু। পর্যবেক্ষকদের মতে, পরিস্থিতি বুঝে রফা সূত্র পেতে এখন মরিয়া বিজেপিও।

সন্দীপ সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। ৮৭ দিনের মাথায় প্রায় ১৫০০ পাতার অভিযোগ জমা দিয়েছে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা। ওই চার্জশিটে সন্দীপ ঘোষ, আশিস পান্ডে, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা ও আফসার আলি খানের নাম রয়েছে। এই দুর্নীতি চক্রের মূল হোতা ছিলেন সন্দীপ। সেই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। কীভাবে আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি ও বেআইনি নিয়োগ নিয়েও অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশিটে। ফলে আরও বিপাকে সন্দীপ।

সূত্রের খবর, চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম কেনার নাম করে ঘনিষ্ঠদের বেআইনিভাবে টেন্ডার পাইয়ে দিতেন সন্দীপ। বিপ্লব সিংহ এবং সুমন হাজরার বিরুদ্ধেও বেআইনিভাবে বরাত পেয়ে মেডিকেল সরঞ্জাম জোগান দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আশিসের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সন্দীপ ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে হাউস স্টাফ হয়েছিলেন আশিস। এছাড়াও তিনটি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মেডিকেল বর্জ নিয়ে অনিয়ম, হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ কেনাবেচার বিষয়েও জানানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও দুর্নীতি, সিন্ডিকেট তৈরির অভিযোগও করা হয়েছে। যার মূল মাথা ছিলেন সন্দীপ। চার্জশিটে সন্দীপের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব,

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি

সঞ্চিত আমানতের তথ্যও দেওয়া হয়েছে। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় জমা দেওয়া চার্জশিটে সন্দীপ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের নাম ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে বলে সূত্রের খবর। মূলত, ধর্ষণ ও খুনের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষিতেই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে চার্জশিট জমা পড়ায় অস্বস্তি আরও বাড়ল সন্দীপের।

ফের সিবিআইকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিনের আবেদন আপাতত ঝুলে রইল কলকাতা হাইকোর্টে। সিবিআইয়ের তদন্তের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বাগচী সিবিআইয়ের আইনজীবীর উদ্দেশে মন্তব্য করেন, ‘প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের পর সিবিআই কেন শোন অ্যারেস্ট দেখাল? একজন বিশেষজ্ঞ আধিকারিক কী করে প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আবেদন করার পরের দিন আবার শোন অ্যারেস্টের আবেদন করতে পারেন? সিবিআই কি অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা করছে?’ এদিন নিম্ন আদালতেও সুজয়কৃষ্ণর সিবিআইয়ের মামলায় সশরীরে হাজির হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের তরফে আদালতে মেডিকেল রিপোর্ট পাঠিয়ে জানানো হয়, সুজয়কৃষ্ণ অসুস্থ। নিম্ন আদালতের বিচারক জানান, প্রয়োজনে জেলে গিয়ে তাঁকে সিবিআই হেপাজতে নিতে পারে।

বাংলাদেশকে ধর্মীয় সংস্থার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বাংলাদেশের ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় পতকা পোড়ানো ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কুশপুতুল পোড়ানো নিয়ে ঢাকার ক্ষোভকে আমলই দিতে চায় না বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের প্রচার সম্পাদক শুভজিৎ রায় এদিন বলেন, ‘সৌজন্যতা একতরফা হয় না। এতদিন আমরা বাংলাদেশকে আত্মীয় বলেই জানতাম। কিন্তু এখন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের পতাকা মাড়িয়ে যেভাবে তার অপমান করা হয়েছে, সে দেশের হিন্দুদের ওপর যেভাবে প্রতিদিন অত্যাচার চলেছে তার পরিণাম বাংলাদেশকে পেতেই হবে।’ শুভজিৎ বলেন, ‘বাংলাদেশ যেন মনে রাখে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। একহাতে বন্ধু আর একহাতে বন্ধুত্ব, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ চায় না।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বনাথ পাল - কে 31.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96A 26598 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার দিয়েছে। আমি এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জিতেছিলাম, যখন আমার ভবিষ্যতে খরচ মেটানোর জন্য সত্যিই এটির প্রয়োজন ছিল। এই মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফিরে গেলেন পুরনিগমের কর্মী, সরকারি কর্তারা

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে ব্যর্থ

শমিদীপ দত্ত ও মিঠুন ভট্টাচার্য

জংশন এলাকায় দোকান ভাঙা নিয়ে বচসা (বাঁদিকে)। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বিতর্কিত বাড়ি। শুক্রবার। -তপন দাস

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : একদিকে পুরনিগম, অপরদিকে হাউজিং ডিপার্টমেন্ট। শুক্রবার দু'পক্ষ শিলিগুড়ি শহরে অভিযানে নেমেছিল। একপক্ষের লক্ষ্য ছিল, জংশনের হাউজিং কমপ্লেক্সের বিল্ডিং সংলগ্ন চারটি দোকান। আরেকপক্ষ গিয়েছিল ২২ নম্বর ওয়ার্ডের রথখোলা মাঠ সংলগ্ন অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে। দিনশেষে অবশ্য দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়।

সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে না আসার কারণে বিপাকে পড়তে হয় হাউজিং ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের। মহকুমা অফিসের ম্যাজিস্ট্রেট কোনওরকম মৌখিক নির্দেশ দিতে পারবেন না বলে জানিয়ে ফিরে যান অফিসে। এতে জটিলতা আরও বাড়ে।

অন্যদিকে, ২২ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মাণের সামনে বেশকিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যান পুরনিগমের কর্তা ও কর্মীরা। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ফিরে যাওয়ার নেপথ্যে কোনও প্রভাবশালীর অঙ্গুলিহেলন রয়েছে। এক পুরকর্মী তো বলেই ফেললেন, 'এভাবেই যদি অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে পিছিয়ে আসতে হয়, তবে ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলার মানে হয় না।'

এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের কর্তারা মন্তব্য করতে চাননি। একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া দেননি পুর কমিশনার সেরিং ওয়াই ভুটিয়া। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই।' তবে নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ মানতে নারাজ বাড়ির মালিক গৌতম সাহা। তাঁর দাবি, 'অভিযোগকারী আমাদের আত্মীয় হন। এই নিয়ে পুর কমিশনারের অফিসে শুনানি হয়েছে। কোনও খামতি নেই বলে নির্মাণ ভাঙা হয়নি।'

পুরকর্তাদের মতোই অভিযানে নেমে অস্বস্তিতে পড়েন হাউজিং ডিপার্টমেন্টের শিলিগুড়ি মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অসীম বালা। পরে সাফাই দেন, 'কিছু কাগজপত্রের কাজ রয়েছে, সেটা হয়ে গেলে আমরা এসে ভেঙে দেব।'

এদিন হাউজিং ডিপার্টমেন্টের অভিযানকে ঘিরে জংশন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। প্রধাননগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আধিকারিকরা দুটো আর্থমুভার নিয়ে এলাকায় হাজির হন। এরপরই দোকান মালিকদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। ব্যবসায়ীদের আইনজীবীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

দোকানদারদের আইনজীবী প্রভাতকুমার ঝা-এর দাবি, 'সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রায় দেড় একরেরও বেশি জমি নিয়ে অজয়কুমার ঝা-এর সঙ্গে এই বিভাগের মধ্যে সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন কোর্টে মামলা চলছে। আদালত স্পষ্ট বলেছে, এখানে কোনওরকম কার্যকলাপ করা যাবে না। এই জমি অজয়কুমার ঝা-এর পূর্বপুরুষের। হাউজিং ডিপার্টমেন্ট দখল করেছে।'

এব্যাপারে বিভাগের তরফে অসীম বালার পালটা যুক্তি, ''সম্প্রতি 'স্টে' উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আর ভাঙতে কোনও সমস্যা নেই।'' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কাছে খতিয়ান সহ যাবতীয় নকশা রয়েছে।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এরমধ্যেই আইনজীবীর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর আচমকা ম্যাজিস্ট্রেট দোকানগুলো ভাঙা নিয়ে মৌখিক নির্দেশ দিতে পারবেন না বলে হাউজিং ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের জানিয়ে চলে যান। এদিকে, ওই দোকানদারদের মধ্যে কয়েকজন আর্থমুভারের সামনে গামছা পেতে বসে পড়েন।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আধিকারিকরা আসেন মহকুমা শাসকের অফিসে। সেখানে বৈঠকের কিছুক্ষণ পর তাঁরা পুলিশকে জানান, অফিশিয়াল কাগজপত্র সংক্রান্ত কিছু কাজ বাকি। সেটা হয়ে গেলে অভিযান হবে। পাশাপাশি দোকানদারদের সামগ্রী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন তাঁরা।

অন্যদিকে, মাসচারেক আগে রথখোলার বাসিন্দা সৌমিত্র সাহা টক টু মেয়রে পাশের বাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত চালিয়ে গৌতম সাহা ও সুবীর সাহার বাড়িতে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়। এদিন অবৈধ অংশ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। বাড়িটির সামনে বেশকিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন পুরকর্তারা। তবে তাঁরা ঢুকতে পারেননি। পরে ফিরে যান।

এপ্রসঙ্গে সৌমিত্র জানিয়েছেন, সেসময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাই ঠিক কী হয়েছে, জানেন না।

ছবি-১

জংশনে হাউজিং কমপ্লেক্স সংলগ্ন পাঁচ দোকান ভাঙতে আসেন হাউজিং ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা

ব্যবসায়ী ও তাঁদের আইনজীবীর সঙ্গে বচসা

মৌখিক নির্দেশ দিতে পারবেন না বলে চলে যান ম্যাজিস্ট্রেট

অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত

ছবি-২

রথখোলা মাঠ সংলগ্ন অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যান পুরনিগমের কর্তা ও কর্মীরা

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ফেরেন তাঁরা

বিষয়টি দেখা হবে বলে দাবি ডেপুটি মেয়রের

ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, শিক্ষককে ডেকে পাঠাল কলেজ

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি কলেজের এক ছাত্রীকে অশালীন মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ উঠল প্রতিষ্ঠানেরই একজন সরকারপোষিত শিক্ষকের (স্যাক্ট) বিরুদ্ধে। মহাবিদ্যালয়ের ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি অভিযুক্তকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। পরবর্তী আলোচনা হবে ২ ডিসেম্বর। তারপর ওই কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা জানা যাবে।

অভিযোগ, গভীর রাতে ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব পাঠান শিলিগুড়ি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সরকারপোষিত শিক্ষক শুভাশিস কুণ্ডু। ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় কলেজের ভেতরে-বাইরে। বিতর্ক প্রসঙ্গে কথা বলতে ফোন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'নো কমেন্টস প্লিজ।'

বুধবার রাতে মেসেজ পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রীর অভিভাবকরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার এক দফা বৈঠকের পর শুক্রবার ফের কর্তৃপক্ষ জরুরি বৈঠকে বসেছিল। অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলছেন, 'কলেজের ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটির তরফে এদিন বৈঠক হয়েছিল। অভিযুক্ত শিক্ষককে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী বৈঠকের পর কী পদক্ষেপ করা হবে, তা স্পষ্ট হবে।'

জানা গিয়েছে, সামনেই পরীক্ষা ওই পড়ুয়ার। তার আগে এমন ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। পড়ুয়াদের একাংশ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, 'যাঁদের অভিভাবক হিসেবে দেখি, তাঁদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কুপ্রস্তাব এলে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে কে?' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পড়ুয়ার কথায়, 'এই ঘটনা মোটেই কাম্য নয়।' আরেক ছাত্রীর দাবি, ভবিষ্যতে যাতে কেউ এমন কাজ করার সাহস না পান, সেটা নিশ্চিত করতে এবার কড়া পদক্ষেপ করতে হবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে।

পাখির মেলা।। গ্রে হেডেড ল্যাপউইং ও নর্দার্ন ল্যাপউইং। ফুলবাড়ি ব্যারেজে। শুক্রবার। ছবি : দিলীপ দে সরকার

পাহাড়ে তৃণমূল নেতার দলত্যাগ

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : দল ছাড়লেন পাহাড়ের তৃণমূল নেতা এনবি খাওয়াস। তিনি তৃণমূলের পার্বত্য শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র পদে ছিলেন। পাশাপাশি দলের চা শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতির দায়িত্বও সামলাচ্ছিলেন। শুক্রবার তাঁর আচমকা পদত্যাগে শুধু তৃণমূল নয়, পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দলত্যাগের পরে এনবি খাওয়াস বলেছেন, 'এখানে থেকে কোনও কাজ করা যাচ্ছিল না। তাই দল ছেড়ে দিলাম।' তাহলে কী এবার অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন? খাওয়াসের উত্তর, 'এখনও সেটা ঠিক করিনি।'

দলীয় নেতার পদত্যাগ নিয়ে দলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'কলকাতায় রয়েছি। এনবি খাওয়াসের সঙ্গে দলের কোনও সমস্যা হয়নি। তিনি কেন দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন জানি না।'

২০১২ সালে তৃণমূলে যোগ দেন খাওয়াস। প্রথম থেকেই তিনি দলের পার্বত্য শাখার জেলা কমিটির পদে রয়েছেন। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় বিমল গুরুংদের চাপের মুখে পড়েও এই নেতা দলবদল করেননি। কিন্তু আচমকা শুক্রবার তাঁর দলত্যাগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

খাওয়াস-ঘনিষ্ঠ নেতাদের বক্তব্য, পাহাড়ে তৃণমূল থাকলেও বাস্তবে কোনও কর্মসূচি নেই। পাহাড়ের নেতৃত্ব নিয়েও অনেকের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। শান্তা ছেত্রী এবং এলবি রাই নিজেদের মতো করে কাজকর্ম করছেন, জেলা কমিটির নিয়মিত বৈঠকও হয় না বলে অভিযোগ। খাওয়াস বলেছেন, 'পাহাড়ে তৃণমূলে থেকে কী করব বলুন তো? কোনও প্রয়োজন নেই। তাই সমস্ত পদ এবং দলের প্রাথমিক সদস্যপদও ছেড়ে দিয়েছি।'

সমাবেশ

বাগডোগরা, ২৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে এবং মাটিগাড়ায় এলিভেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবিতে ১ ডিসেম্বর সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন হবে। কর্মসূচিটি হতে চলেছে শিবমন্দিরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সম্মেলনের প্রচারে শুক্রবার মাটিগাড়ায় প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। বক্তারা মাটিগাড়া ব্লকের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে নেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হন। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প কেন চালু করা হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন নেতারা। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিত নন্দী, তাপসকুমার সরকার, বিজন সাহা, জয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

তদন্তভার নিতে পারে এনআইএ

কমিশনের বিনিময়ে কাজ করতেন ফ্রান্সিস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা সংক্রান্ত নথি পাচারের ঘটনার তদন্তভার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ'র হাতে যেতে পারে। সেনা এবং পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর প্রতিনিধিদলও উত্তরবঙ্গে আসতে পারে।

পুলিশ জানিয়েছে, যে নথিপত্র এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ উদ্ধার হয়েছে সেগুলি আদৌ আসল কি না তার রিপোর্ট আসেনি। তবে, আসল হোক বা নকল, চক্র যে একটা রয়েছে সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নকল নথিপত্র এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ পাচারের চক্রও মারাত্মক হতে পারে। ধৃত ফ্রান্সিস মোটা কমিশনের বিনিময়ে এই কাজ করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের বাকিদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলছেন, 'তদন্ত চলছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।' তবে, এই ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অস্বস্তি বাড়ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের।

গত মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ি ব্লকের বেলগাছি চা বাগানের চার্চ লাইনে সেনা এবং পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ফ্রান্সিস এক্কাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে ডিআরডিও'র প্রচুর নথিপত্র এবং ক্যালিফোর্নিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভরা কনটেনার পেয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক, দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা শাখা এবং নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিও নড়েচড়ে বসেছে। আপাতত ধৃতকে পাঁচদিনের রিমান্ডে নিয়ে মিরিক থানায় রেখেছে দার্জিলিং পুলিশ। সেখানেই নিয়মিত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এই ঘটনাকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, ঘটনার তদন্তভার এনআইএ'র হাতে দেওয়া হতে পারে। কেননা ক্যালিফোর্নিয়াম নামক রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ পরীক্ষা করা এবং ডিআরডিও'র নথিপত্র নিয়ে তদন্ত এগোনোর মতো পরিকাঠামো রাজ্য পুলিশের নেই। সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পের এক কর্তার কথায়, 'পুরো বিষয়টি দিল্লিতে জানানো হয়েছে। সেখান থেকেই পুরো ঘটনা নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তদন্তভার দেওয়ার বিষয়টিও দিল্লি ঠিক করবে।'

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বলছেন, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার ছাড়া দেশের অন্য কোথাও ক্যালিফোর্নিয়ামের মতো রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ কীভাবে সাধারণ মানুষের হাতে এল, সেটা উদ্বেগের। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী পরীক্ষা করে আসল না নকল, সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি যারা এসব করছে, তাদের সমূলে উৎখাত করতে জাতীয় স্তরের এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করা উচিত।

পুলিশের সন্দেহ, এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং ডিআরডিও নথি পাচারে দেশ-বিদেশের অনেকেই জড়িত থাকতে পারে। ধৃত ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসাবাদে সমস্ত কিছু খোলসা না করলেও তার মাঝেমধ্যে নেপাল সহ অন্য দেশে যাওয়ার ঘটনা তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। সম্ভবত এই নথি পাচারচক্রের লিংকম্যান হিসাবে কাজ করতেন তিনি। এগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়ে বিনিময়ে কমিশন পেতেন।

জট পাকছে

- ক্যালিফোর্নিয়াম উদ্ধারের তদন্ত এগোনোর মতো প্রযুক্তি নেই পুলিশের কাছে
- কেন্দ্রীয় কোনও সংস্থাকে ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হতে পারে বলে খবর
- ফ্রান্সিস জেরায় জানান, কমিশন এজেন্ট হিসেবে তিনি কাজ করতেন
- নথি ও রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ পাচারের একটি চক্র যে কাজ করছে, তা নিয়ে নিশ্চিত তদন্তকারীরা
- চক্রের বাকি মাথাদের খোঁজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই

জেলার খেলা

জয়ী ওয়াইএমএ

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন আদর্শ লামা তামাং।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার ওয়াইএমএ ৩-২ গোলে হারিয়েছে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে। ওয়াইএমএ-র করণ রাই জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি এসজেড ভুটিয়ার। সরোজিনীর গোলস্কোরার দেবায়ন হাজরা ও ই ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন ওয়াইএমএ-র আদর্শ লামা তামাং। শনিবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও উল্কা ক্লাব।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ রবিবার চাঁদমণি মাঠে শুরু হবে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ মুখোমুখি হবে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের। উদ্বোধনী ম্যাচ সকাল ১১টায় রাখা হয়েছে। এরপর প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি সকাল ৮.৩০ মিনিট ও পরেরটি বেলা ১২.৩০ মিনিটে হবে।' এবার লিগে চ্যাম্পিয়ন দলকে ডাঃ বিসি পাল ট্রফি দেওয়া হবে। রানার্সদের জন্য থাকছে জ্যোতি চৌধুরী ট্রফি। ফেয়ার প্লে-র জন্য থাকছে সরোজিনী পাল ট্রফি। প্রতিটি ম্যাচের সেরা পাবেন পিকলু রায় ট্রফি। উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ির প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাবের সভাপতি-সচিবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ক্রিকেট সচিব।

কলেজ মাঠে বাপন ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বাপন দে-র স্মৃতিতে রবিবার একদিবসীয় ফুটবল আয়োজন করবে শিলিগুড়ি কলেজ গ্রাউন্ড ভেটেরান্স প্লেয়ার্স। কলেজ মাঠে সকাল সাড়ে ৯টায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে বলে আয়োজকদের তরফে সঞ্জীব দে জানিয়েছেন।

নেতৃত্বের সংজ্ঞা নিয়ে চর্চা

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল টোস্টমাস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটি পাবলিক স্পিকিং এবং নেতৃত্ব উন্নয়নে কাজ করে। এই কর্মসূচিতে শিলিগুড়ির ছয়টি ক্লাবের ৫০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। রিজিওনাল অ্যাডভাইজার এবং ডিস্টিংগুইশড টোস্টমাস্টার নীতেশ 'সংঘাত ব্যবস্থাপনা'-র ওপর একটি সেশন পরিচালনা করেন। এই আলোচনা ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়।

এরপর 'নেতৃত্বকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা' নিয়ে একটি প্যানেল ডিসকাশন হয়। যেখানে অংশ নেন দীপিকা শর্মা (সাবেক কেবিন ক্রু, যোগ অভ্যাসকারী এবং মিসেস সিকিম ফাইনালিস্ট) এবং অতুল শর্মা (এনএলপি প্র্যাকটিশনার, রুবিলো এবং ব্র্যান্ড ১-এর প্রতিষ্ঠাতা)। ডিস্টিংগুইশড টোস্টমাস্টার অভা (প্রোগ্রাম কোয়ালিটি ডিরেক্টর) এবং ডিস্টিংগুইশড টোস্টমাস্টার মুসকান (ডিভিশন এ ডিরেক্টর)-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠানটি সফল হয়েছে।

শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ২৯ নভেম্বর : অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৪ কিলোমিটার পিচের রাস্তার শিলান্যাস হল খড়িবাড়িতে। শুক্রবার খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জের চুচুরমুচুরে কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। হাটখোলা থেকে থানঝোরা কালী মন্দির পর্যন্ত এই নির্মাণ হবে। কিশোরীমোহন বলছেন, 'এই রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয় ছিল। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে যাতায়াতের সুবিধার্থে পিচের রাস্তা হবে।' এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ মিশ্র। ছিলেন এলাকাবাসী।

ট্যাব কাণ্ডে ধৃতকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। শুক্রবার।

ট্যাব দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার আরও ১

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৯ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারি কাণ্ডে অন্যতম মাস্টারমাইন্ড সন্দেহে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ইসলামপুর সাইবার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সাজাউল আখতার, বাড়ি ইসলামপুর থানার জাগিরবস্তি এলাকায়। অভিযান চালিয়ে পুলিশ বাড়ি থেকেই সাজাউলকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃত তরুণ গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়ার একটি কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টের (সিএসপি) সঙ্গে যুক্ত।

গোয়ালপোখর থানার কিচকটলা হাইস্কুলের ১৩ পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল সাইবার প্রতারণাচক্রের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস ইসলামপুর সাইবার থানায় চলতি মাসেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ধরা পড়েন সাজাউল।

চলতি সপ্তাহে ইসলামপুর শহরের ইসমাইল চক এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে মোবারক হোসেন নামে একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় মালদা জেলার পুলিশ। মোবারক ইসলামপুর থানার আগডিমটিখন্তি অঞ্চলের বাসিন্দা। মোবারকের কাছ থেকে ৭০টির বেশি এটিএম কার্ড ও একটি ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছিল। মোবারকের কাছে এত এটিএম কার্ড কীভাবে এল, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। এর মাঝেই সাজাউলের পুলিশের জালে পড়া বড় সাফল্য বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সাজাউলকে গ্রেপ্তারের পর এক নাবালিকা সহ আরও কয়েকজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য উঠে এসেছে। সংশ্লিষ্ট সিএসপি এবং সাজাউলের সঙ্গে এই চক্রে আরও কারা জড়িত, তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এদিন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেছেন, 'কিচকটলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ১৩টি ট্যাবের অর্থ জালিয়াতি নিয়ে ইসলামপুর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার তদন্তে নেমে পুলিশ সাজাউলকে গ্রেপ্তার করেছে। আদালতে পেশ করা হলে ধৃতকে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাসও একই কথা জানিয়েছেন। কিন্তু সাজাউল কি ট্যাব দুর্নীতির অন্য ঘটনাতেও জড়িত? পুলিশ সুপারের জবাব, 'তদন্ত চলছে। ফলে তদন্তে ভবিষ্যতে কী উঠে আসবে তা এখনই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

শিল্প টানতে শিবির

চোপড়া, ২৯ নভেম্বর : ২ থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চোপড়া ব্লকে আয়োজিত হতে চলেছে শিল্পের সমাধান কর্মসূচি। বিডিও অফিস চত্বরে বসবে শিবির। ওই কর্মসূচি ঘিরে ব্লক প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। এলাকায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে জোর দেওয়ার পাশাপাশি আরও বেশি সংখ্যক উদ্যোগপতিকে কাছে টানতে উদ্যোগী প্রশাসন। শিবিরে হস্তশিল্পীদের কাজের নিদর্শন তুলে ধরা হবে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা সম্পর্কিত পরামর্শ মিলবে সেখানে। কীভাবে এলাকায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা সরকারি সুযোগসুবিধা পেতে পারেন, সেব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হবে। ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার সুযোগ থাকছে ব্যাংককর্মীদের সঙ্গে। ব্লকজুড়ে শিবিরের প্রচার চালানো হচ্ছে।

তিনটি বাড়িতে আগুন

চোপড়া, ২৯ নভেম্বর : শুক্রবার বিকালে ঘিরনিগাঁওয়ের দামোদরখুড়িতে তিনটি বাড়ির চারটি ঘরে আগুন লেগে যায়। গ্রামবাসীর তৎপরতায় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

প্ল্যাটফর্মটা কাজে লাগল কই

রাজবাড়ি বা মদনমোহনবাড়ির বাইরেও প্রাচীন স্থাপত্য, ইতিহাস, গল্পগাথায় টইটুম্বুর কোচবিহার পর্যটন রসদের নিরিখে যে কোনও পর্যটনকেন্দ্রকে টেক্কা দিতে পারে, তা তুলে ধরার সব থেকে বড় প্ল্যাটফর্মই হল রাসমেলা। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঘোষরা ভেটাগুড়ির জিলিপি আর টমটম গাড়ির বাইরেই বের হতে পারলেন না বা চাইলেন না, আলোকপাত করলেন **শুভঙ্কর চক্রবর্তী**।

'সন্ধ্যা এল, দোকান তোলো,/ পারের নৌকা তৈরি হল—' – 'শেষ হিসাব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এভাবেই দিনের শেষে হিসেব করার কথা বলেছেন। রাসমেলার সন্ধ্যা হয়েছে। এবার দোকান তোলার পালা। দিনের শেষে মদনমোহনের রাস কোচবিহারের ভাঁড়ার কতটা পূর্ণ করল সেই হিসেব কষতেই হয়।

মেলা শেষে ফি বছর কয়েকটা হিসেব হয় ঠিকই, তবে সেসবই স্বার্থের হিসেব। ব্যবসায়ীরা হিসেব করেন লাভলোকসানের, পুরসভা আয়ব্যয়ের। কেউ কেউ তোলাবাজির টাকার ভাগবাঁটোয়ারায় মন দেন, কেউ আবার কমিশনের কমবেশি নিয়ে ঝগড়ায় জড়ান। এসবের বাইরে হিসেবের খাতায় লেখার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

রাজা নেই। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি আছে। আর তার দৌলতেই পশ্চিমবঙ্গের শেষপ্রান্তে অবস্থিত সীমান্ত ঘেরা প্রত্যন্ত জেলা কোচবিহারকে সহজেই পৌঁছে দেওয়া যেত ত্রিপুরা থেকে রাজস্থান, দার্জিলিং থেকে কাশ্মীর সর্বত্রই। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে কোচবিহারের রাজাদের সখ্য কারও অজানা নয়। সেই সূত্র ধরে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করা যেত। ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রতিনিধিকে রাসমেলায় এনে মেলায় বিদেশের মাটিতেও রাসের হাত ধরে কোচবিহারকে পরিচিত করানো যেত। রাজারা কোচবিহারের জন্য শুধুমাত্র 'কোচবিহার তহবিল'-এ কিছু অর্থ রেখে যাননি, রেখে গিয়েছেন এমন কিছু স্মৃতিচিহ্ন যা জেলাবাসীর উত্তরণের সিঁড়ি হয়ে উঠতে পারে। ১৫৫৫ সালে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের চিঠিটি বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। যে বাংলা ভাষাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি, পৃথিবীজুড়ে বাংলা ভাষা নিয়ে যে চর্চা, গবেষণা হচ্ছে সেই বাংলা গদ্য ভাষার জনক যে কোচবিহার সেকথা জানেন ক'জন? আজ থেকে সাড়ে চারশো বছরেরও বেশি আগে লেখা কোচবিহার রাজার সেই চিঠির কথা কেনই বা সরকারিভাবে ডিসপ্লে হয় না?

শান্তিনিকেতন ঘুরতে গেলে দেখবেন গাইডরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাকে ইতিহাসের কথা শোনাবেন, 'ওই যে তাল গাছটা দেখছেন, ওটা দেখেই গুরুদেব 'তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে...' লাইনগুলো লিখেছিলেন। ঘণ্টাখানেক ওভাবে ইতিহাস শোনানোর বদলে দু-তিনশো টাকা ফি নিয়ে নেবেন। এর মাধ্যমে এক, রবীন্দ্রনাথের কাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া হল, দুই, একজন গাইডের রোজগারের ব্যবস্থা হল, তিন, স্থানীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হল। শান্তিনিকেতনের তাল গাছের মতো কোচবিহারকে জানার, কোচবিহারের কর্মসংস্থান তৈরির, কোচবিহারের আর্থসামাজিক স্থিরতায় অর্ঘ্য হতে পারত নরনারায়ণের চিঠি বা জেলাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কয়েকশো স্থাপত্য। তার মাধ্যম হতেই পারত রাসমেলা।

দার্জিলিংয়ের রাজভবন, জিটিএ'র প্রশাসনিক দপ্তর লালকুঠি থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে কোচবিহারের রাজাদের বহু স্থাপত্য রয়েছে। একসময় ভারতীয় ক্রিকেট কোচবিহার রাজাদের প্রশ্রয় ও সহযোগিতায় এগিয়েছিল। সেই গল্প শুনিয়ে, জানিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে কোচবিহারকে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা করা যেত রাসমেলাকে। পুরসভা বা জেলা প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশি-বিদেশি পর্যটকদল এনে রাসমেলা ঘুরিয়ে সহজেই কোচবিহারের মার্কেটিং করা যেত। সেই উদ্যোগও দেখা গেল না।

পরিকল্পনামাফিক পা ফেললে রাসমেলাকে হাতিয়ার করেই গোটা জেলার আর্থসামাজিক মানচিত্রই বদলে যেতে পারে। ইগোর লড়াই আর সংকীর্ণ মানসিকতা ছেড়ে জেলা প্রশাসন, পুরসভার কর্তা, নেতা, মন্ত্রী, আমলারা সেদিকে মন দিলে সব দিক থেকেই কোচবিহারের মঙ্গল।

ভিনজেলায় চুরির অভিযোগে জুটল মার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : একদিকে পেটের টান। অন্যদিকে সংসারের দায়িত্ব। জোড়া চাপে কার্যত এক তরুণের কপালে জুটল চোরের তকমা। বাড়ি ছেড়ে ভিনজেলায় এসে চুরিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে হল তাঁকে। শেষরক্ষাই বা হল কই। জুটল জনতার মার। শুক্রবার সকালে এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকা। সেখানে উত্তেজনা তৈরি হলে খবর যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। তারপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ওই তরুণকে উত্তেজিত জনতা যখন জিজ্ঞেস করে, তিনি চুরি করেছেন কি না, তখন তাঁর দিক থেকে অকপট স্বীকারোক্তি আসে। তাতেও জনতার ক্রোধ সংবরণ হয়নি। ওই তরুণকে মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাহিনী শুরু কয়েকবছর আগে। কাজের খোঁজে রামপুরহাট থেকে শিলিগুড়িতে চলে আসেন ওই তরুণ। বছর দেড়েক শহরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তিনি। থাকতেন ভাড়াবাড়িতে। এরপর হঠাৎ একদিন কাজ হারান। সেই থেকে পেট চালাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিভিন্ন সামগ্রী ফেরি করতে থাকেন। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভবান হচ্ছিলেন না। কয়েকদিন যাবৎ ব্যবসা প্রায় মার খেয়ে যায়। আর তাতেই মনের মধ্যে তৈরি হয় ভয়, সংশয়।

রামপুরহাটের বাড়িতে মা, দাদা রয়েছেন। তাঁদের টাকা পাঠাতে হবে নিয়মিত। এই চাপ কুরে-কুরে খাচ্ছিল ওই তরুণকে। এরই মাঝে বাধ্য হয়ে ভাড়াবাড়ি ছাড়তে হয় তাঁকে। শহরে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন আমাইদিঘিতে। সেখানে বিএসএনএলের একটি পরিত্যক্ত টাওয়ার হয়ে ওঠে তাঁর অস্থায়ী আস্তানা।

ছয়-সাত বছর ধরে টাওয়ারটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাশেই একটি টাওয়ার ঘর, সেটাও পরিত্যক্ত। ঝোপঝাড়, আগাছা ডিঙিয়ে সেখানে যাওয়াই মুশকিল। অথচ সেই টাওয়ার ঘরে চাদর, কম্বল, বালিশ পেতে থাকতে শুরু করেন ওই তরুণ। একলার সংসার।

রাতে মাথা গোজার ঠাঁই হয় ঠিকই। কিন্তু পেট? সংসার? এদিকে ব্যবসায় ভাটা। অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা না পেয়ে শেষমেশ একটা উপায় জোটে তাঁর। পরিত্যক্ত টাওয়ারের যন্ত্রাংশ খুলে বিক্রি করা শুরু করেন ওই তরুণ।

দিনকয়েক এভাবে চলে। স্থানীয়রা জিজ্ঞাসা করলে তরুণ তাঁদের জানান, রাতে তিনি ওখানে ঘুমোন। তারপর থেকে ওই তরুণের ওপর নজর ছিল স্থানীয়দের। শেষমেশ এদিন সকালে স্থানীয় কয়েকজনের নজরে আসে যন্ত্রাংশ খোলার বিষয়টি। তৎক্ষণাৎ তাঁরা গিয়ে পাকড়াও করেন ওই তরুণকে। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ভিড় বাড়তে থাকে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন হঠাৎ ওই তরুণকে মারতে থাকেন। ওই ভিড় থেকেই এক ব্যক্তি থানায় ফোন করে বিষয়টি জানানোর পরেই পুলিশ আসে।

পুলিশ আসা অবধি স্থানীয়রা ওই তরুণকে ঘিরে রেখে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। জবাব দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন বছর ২৬-এর ওই তরুণ। তিনি বলেন, 'অভাব হয়েছিল।' তারপর অকপট স্বীকারোক্তি, 'কিছু লোহার সামগ্রী খুলে বিক্রি করেছি।' পুলিশ এসে তরুণের কাছ থেকে হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, প্লাস সহ বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করে। তাঁকে আটক করা হয়েছে।

অকপট স্বীকারোক্তি

- কাজের খোঁজে রামপুরহাট থেকে শিলিগুড়িতে আসেন এক তরুণ
- ছিলেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, হঠাৎ কাজ হারান
- ঠাঁই হয় বিএসএনএলের পরিত্যক্ত টাওয়ার ঘরে
- সংসারে টাকা পাঠাতে টাওয়ারের যন্ত্রাংশ খুলে বিক্রি
- ধরা পড়ে অকপট স্বীকারোক্তি, বদলে জুটল জনতার মার

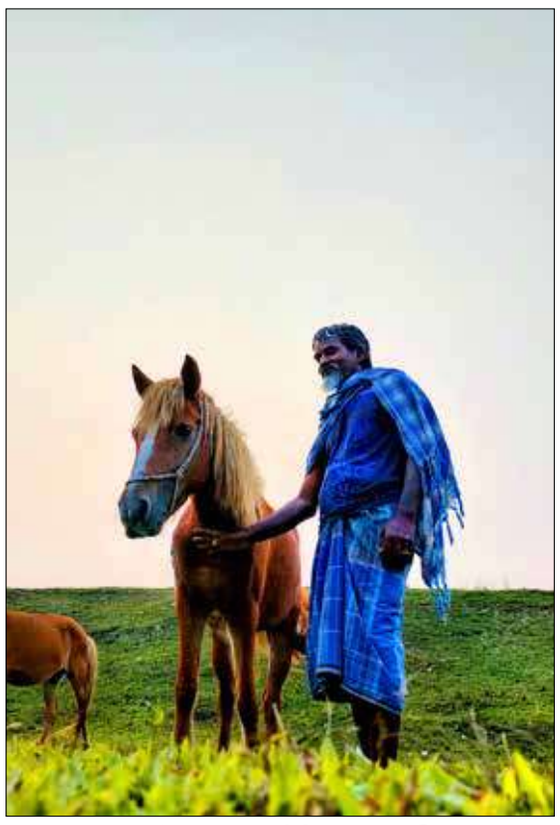

বন্ধু চল।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন মণীশ দত্ত।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সেবকে নিখোঁজ ব্যবসায়ীর গাড়ি

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বকেয়া টাকা আনতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা সোনু শা। গত শনিবার প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন নিখোঁজ ব্যবসায়ীর স্ত্রী কাঞ্চন প্রসাদ। পুলিশ তদন্ত করছে বটে, কিন্তু সোনুর কোনও হদিস এখনও মেলেনি। চম্পাসারি বাজারে সোনার দোকান রয়েছে সোনুর। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর লেনদেন চলত। কাঞ্চনের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা নাগাদ সোনু সিকিমের সিংথাম যাবেন বলে বাড়ি থেকে চারচাকা গাড়ি নিয়ে বের হন।

ওইদিন দুপুরে সোনু সিকিম থেকে ফিরছেন বলে জানান। সেই সময় তিনি মল্লিতে রয়েছেন বলে স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। রাত ন'টায় কাঞ্চন তাঁকে ফোন করেন। কিন্তু মোবাইল সুইচড অফ ছিল। পরেরদিন স্বামীর খোঁজে সিকিমে পৌঁছান কাঞ্চন। তিনি জানতে পারেন, সোনু সেখানে যাননি। শেষমেশ ২৩ নভেম্বর পুলিশের দ্বারস্থ হন কাঞ্চন।

গত সোমবার সেবকের কাছে সোনুর গাড়ি পাওয়া যায়। আর এখানেই ঘনাচ্ছে রহস্য। সকাল ১০টায় বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে সিংথাম গিয়ে দুপুর দেড়টার মধ্যে মল্লি আসা যে কোনওভাবেই সম্ভব নয়, সেটা মানছে পুলিশ। ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও সোনুর হদিস না মেলায় দুই ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন কাঞ্চন।

গণবিবাহের আসর

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক তথা সমাজসেবী ডাঃ এসএস আগরওয়ালের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণ প্রণামি মন্দির প্রাঙ্গণে গণবিবাহের আসর বসেছিল। আর্থিকভাবে দুর্বল ২১ যুগলের বিয়ের পর নবদম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয় বৈবাহিক শংসাপত্র, নগদ অর্থ, শীতবস্ত্র, কম্বল, ট্রাংক, প্রসাধন সামগ্রী, শাড়ি সহ নানা উপহার। ছিল খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর বিন্দু আগরওয়াল, আরসি আগরওয়াল, রামগোপাল জাজোদিয়া, আনন্দ গর্গ প্রমুখ। মন্দির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে এধরনের মানবিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডাঃ এসএস আগরওয়াল।

মরুয়াগাঁওতে পুড়ে যাওয়া বাড়ি পরিদর্শনে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার।

আগুন লাগার কারণ এখনও অজানা

মরুয়াগাঁওতে ভস্মীভূত ৮ বাড়ি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৯ নভেম্বর : পুড়ে ছাই হয়ে গেল আটটি ঘর। নষ্ট হয়ে গিয়েছে গয়না, টাকা সহ প্রয়োজনীয় নথি। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মরুয়াগাঁও এলাকায়। ইসলামপুর দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বটে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। দমকলের কাছেও বিষয়টি অস্পষ্ট।

যে বাড়িগুলি পুড়েছে, সবক'টি কাঁচা। আটটি পরিবার কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাই এমন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের আবাস যোজনার আওতায় পাকাবাড়ির ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ প্রতিবেশীরা। এদিন ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্লক প্রশাসনের তরফে প্রাথমিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়।

এদিন ঘটনাস্থলে যান পঞ্চায়েত প্রধান অঙ্কিতা সিনহা। তিনি বলেন, 'সেখানে পৌঁছে দেখি সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আটটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত। বাড়িতে মজুত রাখা ধান নষ্ট হয়েছে। ব্লক প্রশাসনকে জানানোর পর তারা ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে। তবে প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের আবাস যোজনায় পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলে তাঁরা খুবই উপকৃত হবেন।'

এদিকে, চোখের সামনে সমস্ত কিছু পুড়ে যেতে দেখে কান্নায় ফেটে পড়েন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক সদস্য ইসরাত খাতুন। চোখ মুছে বলেন, 'কীভাবে যে আগুন লাগল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা মাঠে ধান কাটতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে দেখি এই অবস্থা। বাচ্চারা ভয়ে পালিয়ে যায়।'

ইসরাতের পড়শি মহম্মদ আহমেদ রেজা বললেন, 'আমরা সকলে জুম্মার নমাজ পড়তে গিয়েছিলাম। মসজিদের ছাদে থাকা কয়েকজন প্রথমে আগুন দেখতে পান। তাঁরা আমাদের এসে জানালে আমরা সেখানে ছুটে যাই।' তাঁর অভিযোগ, 'দমকলের ইঞ্জিন দেরিতে আসায় বেশি ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে ইসলামপুর দমকল বিভাগের ওসি সুধীর টোপ্পো জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের বিষয়। দমকল দেরিতে আসার অভিযোগ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি।'

ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেছেন, 'খবর পেয়ে আমাদের দপ্তরের আধিকারিক ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিকভাবে ত্রিপল, খাবার সামগ্রী সহ বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের।'

আবাস পাবে ৩০০০

চোপড়া, ২৯ নভেম্বর : আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রথম দফায় প্রায় তিন হাজার উপভোক্তার নামের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করল চোপড়া ব্লক প্রশাসন। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তালিকাভুক্ত উপভোক্তারা। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে ব্লক প্রশাসনের একটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক আবাসের চূড়ান্ত তালিকার বিষয়ে বিস্তারিত নিয়মাবলি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল জানালেন, প্রায় তিন হাজার উপভোক্তার নামের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

এর আগে ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩,৫৪৩ জন উপভোক্তার বাড়িতে ব্লক প্রশাসনের তরফে রি-সার্ভে করা হয়। পরে ক্রস চেকিং করা হয়। পাকা বাড়ি ও চা সুন্দরী প্রকল্পে অনুদান পাওয়ার কারণে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৫০০ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে।

জল জীবন মিশন প্রকল্প

দুই বছরেও তৈরি হল না রিজার্ভার

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ নভেম্বর : নির্মাণকাজের শিলান্যাস হয়েছে দুই বছর আগে। ঠিকাদার সংস্থার তরফে দেওয়া তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জ্যোতিনগরে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে জল জীবন মিশন প্রকল্পে রিজার্ভার তৈরি হয়নি। সরকারি হিসেব বলছে, ওই প্রকল্প হলে ১২ হাজারের বেশি মানুষের ঘরে ঘরে জল পৌঁছাবে। কিন্তু কবে, জানে না কেউ। খোদ মুখ্যমন্ত্রী জল জীবন মিশন প্রকল্পে নজর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। জ্যোতিনগরে রিজার্ভার কতদিনে গড়ে উঠবে, সেটার অপেক্ষায় হাজার হাজার মানুষ।

এ বিষয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের মন্তব্য, 'বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক ছিল। জ্যোতিনগরের সমস্যার প্রসঙ্গ নিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে কিছুই জানাননি। এই কাজে ঝামেলা করলে বরদাস্ত করা হবে না। কেউ ফের কাজ আটকানোর চেষ্টা করলে পদক্ষেপ করা হবে।'

২০২২ সালের শেষের দিকে কাজের শিলান্যাস হয়। এমনকি বালি-পাথর সহ যাবতীয় সামগ্রী সেখানে এনে ফেলে রাখা হয়েছিল। রিজার্ভার তৈরির জন্য গর্ত খুঁড়ে পাতা হয় ইট। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। তারপর আরও এক বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু রিজার্ভারের দেখা নেই। ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ।

১৯৯৬ সালে জ্যোতিনগরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে দুটি পাম্প চালু করা হয়। এর মধ্যে একটি পাম্প বন্ধ রয়েছে। অপর পাম্পটি সচল। সেই পাম্পহাউসের ভিতরে ফাঁকা জায়গায় রিজার্ভার নির্মাণ শুরু হয়। রিজার্ভার চালু হলে বন্দরগছ, কান্তিভিটা, ধামনাগছ সহ বহু এলাকার মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পেতেন।

কিন্তু তা না হওয়ায় কুয়ো কিংবা নলকূপের জল পান করছেন গ্রামবাসীরা। ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত অপরিস্রুত জল খেয়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ, অনেকেই কমবেশি রোগাক্রান্ত। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ ডোম বলছিলেন, 'যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা জল কিনে খাচ্ছেন। যাঁদের সামর্থ্য নেই তাঁরা অপরিস্রুত জল খেয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।'

আরেক বাসিন্দা অনিল ঘোষ আবার বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। বললেন, 'এর আগে এই প্রকল্প তৈরির সময় অনেকে কাটমানি দাবি করে। তখন ঠিকাদার কাজ ফেলে চলে যেতে বাধ্য হন। তারপর থেকে কাজ বন্ধ।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পরে আরেক ঠিকাদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে কি না, সেব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি।

সিআইএসএফ ক্যাম্পে হাতির হানা

বাগডোগরা, ২৯ নভেম্বর : খাবারের গন্ধে বাগডোগরার সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর ক্যাম্পে হানা দিল হাতি। রীতিমতো দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢোকারও চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ অবধি বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছে মাকনাটিকে।

ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার ভোরে। মাকনাটি খাবারের গন্ধে বাগডোগরার সিআইএসএফ ক্যাম্পে হানা দেয়। সেখানে সুউচ্চ দেওয়ালের তিন জায়গা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা চালায়। কিন্তু পুরোপুরি ভাঙতে না পারায় ভেতরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, হাতিটি গত কয়েকদিন ধরে ভীষণ তাণ্ডব চালাচ্ছে। কিছুদিন আগেই ব্যাংডুবিতে এর আক্রমণে এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। ওকে 'চোর হাতি' নাম দেওয়া হয়েছে। সেটি দপ্তরের রাতের ঘুম কেড়েছে।

দপ্তর সূত্রে খবর, এর আগে হাতিটি রাত ২টা নাগাদ নন্দলাল গ্রামে একটি বাড়ি ভাঙচুর করে। রাত ৩টা নাগাদ গাবরেল বস্তিতে সবজিখেতে হানা দিয়েছিল। ভোর সাড়ে ৪টায় গিয়েছিল বাগডোগরায় সিআইএসএফ ক্যাম্পে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা গিয়ে তাকে বাগডোগরা বনে ফেরত পাঠায়।

ক্যাম্প সূত্রে খবর, হাতিটি খাবারের লোভেই এসেছিল। কারণ, সীমানা প্রাচীরের বাইরে উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা ফেলা হয়। সেজন্য হাতিটি এসে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। এজন্য দেওয়াল ভাঙে। এক সিআইএসএফ কর্মী জানান, ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ হাতিটি এসে দেওয়ালের তিন জায়গা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেগুলি পুরোপুরি না ভাঙতে পারায় এ যাত্রায় রক্ষা মিলেছে।

জখম দুই

খড়িবাড়ি, ২৯ নভেম্বর : পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গণ্ডগোলজোত এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার রাতে এক দুর্ঘটনায় আহত হলেন দুজন। রাত দশটা নাগাদ জাতীয় সড়কে একটি চার চাকার গাড়ির সঙ্গে একটি বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় জখম হন বাইকচালক অর্জুন শ্রেষ্ঠা ও আরোহী বিজয় ছেত্রী।

স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর অর্জুনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। অর্জুনের বাড়ি নেপালে এবং বিজয় পানিট্যাঙ্কি গণ্ডগোলজোতের বাসিন্দা।

নো হর্ন জোন, তবুও শব্দ দূষণ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ নভেম্বর : হাসপাতাল চত্বরে নো-হর্ন জোনে চূড়ান্ত শব্দ দূষণ। যার জেরে অতিষ্ট রোগী এবং তাঁদের পরিজনরা। ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে দিনভর যাত্রী ওঠাচ্ছেন-নামাচ্ছেন চালকরা। নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে তাঁদের একাংশ তারস্বরে বাজাচ্ছেন হর্ন।

ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে ২৪ ঘণ্টা পুলিশি পাহারা থাকে। ভেতরে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। তারপরও দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়নি। যাত্রী ডাকতে মূলত হাসপাতালের ২ এবং ৩ নম্বর গেটের সামনে চালকরা হর্ন বাজান। সংলগ্ন এলাকায় প্রসূতি বিভাগ। সেদিকে রয়েছে মহিলা এবং পুরুষ অন্তর্বিভাগও। হাসপাতাল আর রাজ্য সড়কের দূরত্ব একশো মিটারেরও কম। এর আগে বহুবার স্থানীয় বাসিন্দারা সমাধানের দাবি তুলেছিলেন। যদিও পরিস্থিতি বদলায়নি। এলাকার বাসিন্দা অনিল ঘোষ বলছিলেন, 'হাসপাতালে হৃদরোগীরা ভর্তি থাকেন। এছাড়া আরও নানা সমস্যা নিয়ে মানুষ চিকিৎসকের কাছে আসেন। এত জোরে হর্ন বাজালে তাঁদের সমস্যা হয়। এটা সকলের বোঝা উচিত।' চটহাট থেকে হাসপাতালে এসেছিলেন মহম্মদ বিলাল। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'আমার সত্তরোর্ধ্ব মা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বারবার হর্নের আওয়াজে আঁতকে উঠছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিষয়টি দেখা উচিত।'

ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল

এব্যাপারে হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শুভজিৎ ঝা'র প্রতিক্রিয়া, 'আগে নো হর্ন জোন উল্লেখিত বোর্ড হাসপাতালের সামনে লাগানো ছিল। সেটা কোনও কারণে ভেঙে গিয়েছে। বৈঠকে এই ইস্যুটিকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করা হবে। হাসপাতালের বাইরে ২টা বড় বোর্ড লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় ছোট-বড় যানচালকদের সচেতন করা হবে।'

সমস্যার সত্যতা স্বীকার করে ফাঁসিদেওয়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শাহিনুর ইসলাম বলেন, 'হাসপাতালের সামনে অযথা অনেকে হর্ন বাজান। শব্দ দূষণে প্রবীণ এবং হৃদরোগীদের সমস্যা হয়। সচেতনতার অভাবে এই অবস্থা। গাড়িচালকদের সচেতন করার পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা হবে।' হাসপাতালের সামনে নো হর্ন জোনের সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা বোর্ড লাগানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এমআরপি'র অতিরিক্ত মূল্যে ক্ষোভ

সার কিনবেন না ব্যবসায়ীরা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৯ নভেম্বর : কৃষি দপ্তরের হুংকারই সার। ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইসে (এমআরপি) সার মিলছে না। এর জেরে সার কেনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খুচরো সার ব্যবসায়ীরা। স্বভাবতই রবিশস্যের ভরা মরশুমে সারের সংকট তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে সার নিয়ে কালোবাজারি। তা রুখতে হিমসিম খাচ্ছে কৃষি দপ্তর। খুচরো সার ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইসলামপুর সাব-ডিভিশনাল ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (আইএসএফএ) এমআরপি এবং সার কোম্পানির 'তুঘলকি' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষি দপ্তর সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

এক কৃষিকর্তা বলেছেন, 'নথিতে সার ব্যবসায়ীরা এমআরপির হিসেব ঠিক রাখছেন। কিন্তু কালোবাজারি যে চলছে তা আমরাও জানি। আসলে লিখিতভাবে অভিযোগ করতে কেউ রাজি নয়। যে কৃষকরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, তাঁরাও কোন দোকান থেকে অতিরিক্ত মূল্যে সার কিনছেন তা জানতে চাইলে মুখ খুলছেন না। ফলে আমরা কার্যত সব জেনেও নিরুপায়।'

এদিকে আইএসএফএ-র সম্পাদক জয়ন্ত মণ্ডল বলেছেন, 'এমআরপি জটিলতা নিয়ে মহকুমা এবং জেলা কৃষি দপ্তরকে আমরা লিখিত জানিয়েছি। কিন্তু পরিস্থিতি বদল হয়নি। ফলে কৃষকদের ক্ষোভের মুখ থেকে বাঁচতে এবং আইনি জটিলতা এড়াতে আমরা সাংগঠনিকভাবে এমআরপিতে সার না পেলে সার বিক্রি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তাঁর সংযোজন, 'এর ফলে সারের সংকট তৈরি হলে সেই দায় আমরা নেব না।'

সম্প্রতি মহকুমা কৃষি দপ্তর সারের কালোবাজারি এবং নকল সার আটকাতে ডিলারদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে। বৈঠকে জেলার কৃষিকর্তারাও ছিলেন। কৃষকদের কাছে এমআরপি'র ঊর্ধ্বে সার বিক্রি করা হলে দপ্তর কঠোর আইনি পদক্ষেপ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। খুচরো বিক্রেতারা বলেছেন, দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু ডিলারের কাছ থেকে এমআরপি'র থেকে বস্তাপ্রতি ৪০০-৫০০ টাকা বেশি দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে তাঁদের। ফলে তাঁদের পক্ষে এমআরপিতে সার বিক্রি করা অসম্ভব।

জয়ন্ত'র কথায়, 'লাইসেন্সবিহীন প্রচুর দোকান থেকে চুটিয়ে সার বিক্রি হচ্ছে। সেটাও দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'রাঘববোয়ালরা পার পেয়ে যাচ্ছে। যত মরণ আমাদের মতো খুচরো ব্যবসায়ীদের।' যে ডিলাররা এমআরপি'র চেয়ে অধিক মূল্যে সার দিচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে জয়ন্ত'র পালটা প্রশ্ন, 'দপ্তর তো সবই জানে। ফলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার দায়িত্ব কি আমাদেরই নিতে হবে?'

এ প্রসঙ্গে জেলা কৃষি আধিকারিক প্রিয়নাথ দাসের মন্তব্য, 'সমস্ত সার ব্যবসায়ীদের আমরা সতর্ক করেছি। এমআরপি-র অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রি হচ্ছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এই কারবারে লাগাম টানতে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। খুচরো সার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রয়োজনে আবার আলোচনা করব।'

এরপর কৃষি দপ্তর কী পদক্ষেপ করে সেটাই এখন দেখার।

স্পষ্টবার্তা

- কৃষকদের এমআরপি'র অধিক মূল্যে সার বিক্রি করলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেয় কৃষি দপ্তর
- অভিযোগ, ডিলারদের থেকে এমআরপি'র অধিক দামে সার কিনতে হচ্ছে
- তাই চাষিদের কাছে এমআরপিতে সার বিক্রি করা সম্ভব নয়, স্পষ্টবার্তা খুচরো ব্যবসায়ীদের

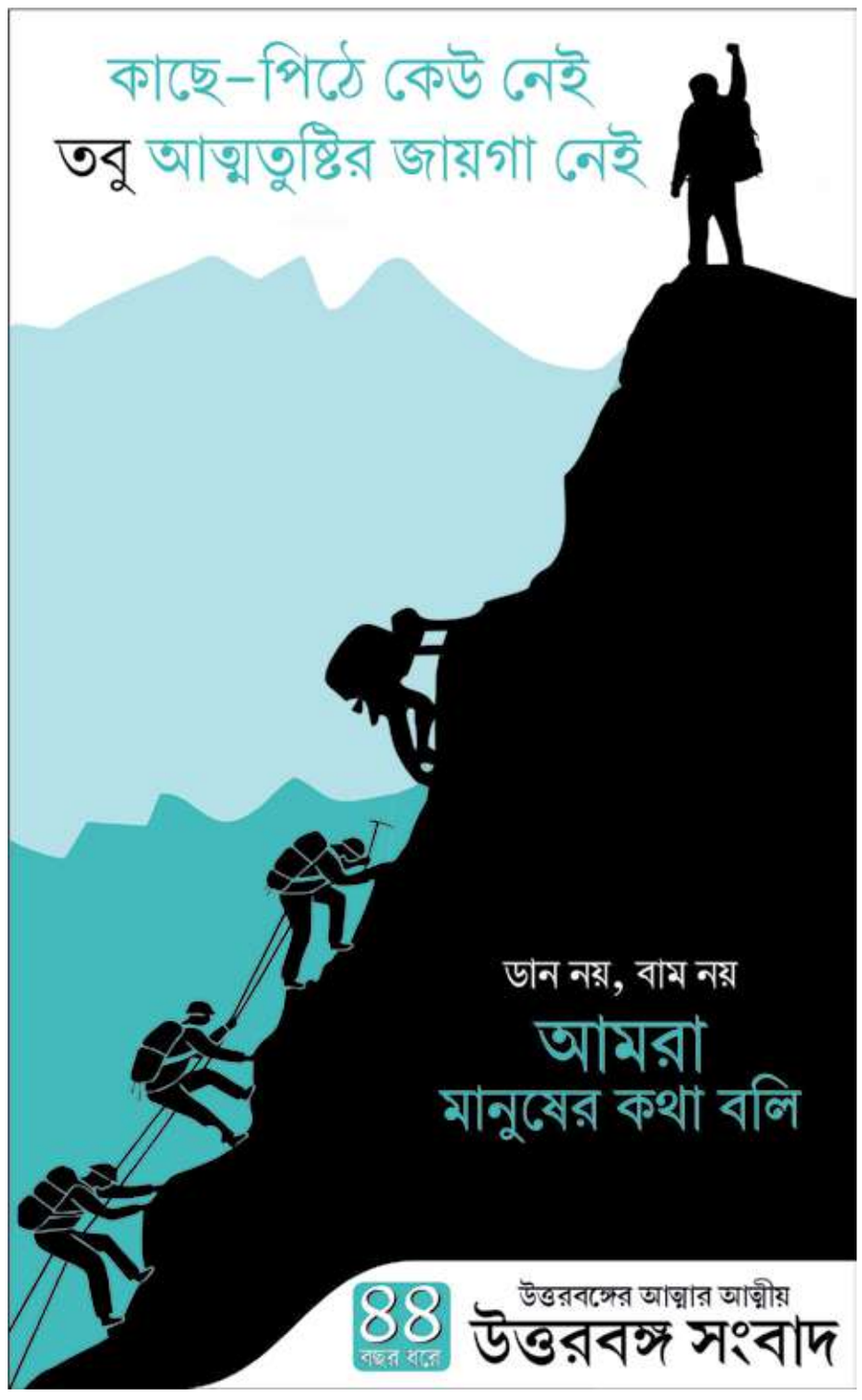

শনিবার, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩০ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯১ সংখ্যা

আইন ও সচেতনতা

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, এক্স হ্যান্ডেলের মতো জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যমগুলিতে এখন আট থেকে আশি প্রায় সকলেই বুঁদ থাকে। দরকার থাকুক বা না থাকুক, ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে সর্বত্র মানুষ মুঠোফোনেই মজে থাকেন। বড়দের দেখাদেখি স্কুল পড়ুয়া, এমনকি বাচ্চারাও সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ সময় থাকছে। করোনাকালে বহু স্কুলে অনলাইনে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। তার জেরে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর তালিকায় হুহু করে ঢুকে পড়ে স্কুল পড়ুয়ারা। যাতে তাদের জন্য নয়, এমন জিনিসও শিশুদের হাতের নাগালে চলে আসে। তাতে বিপত্তি বাড়ে।

হাতে স্মার্টফোন তুলে দিয়ে বাচ্চাদের শান্ত রাখার অভ্যাস এখন অধিকাংশ বাবা-মায়ের। অনলাইনে ক্লাসের সুযোগে এবং সামাজিক মাধ্যম সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পদক্ষেপ দৃষ্টান্তমূলক তো বটেই, নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। সেদেশে ১৬ বছরের কমবয়সিদের জন্য যাবতীয় সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নইলে জরিমানা।

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই সোশ্যাল মিডিয়া মিনিমাম এজ বিল পাশ হওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কারও মতে, শৈশব যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য সরকার সঠিক পদক্ষেপ করেছে। আবার কারও মতে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে কিশোর-কিশোরীরা অন্তর্জালের অন্ধকার দিকের কবলে পড়তে পারে। ভালোমন্দ দুইই হতে পারে। কিন্তু সবকিছুর একটা শুরু দরকার। অস্ট্রেলিয়া সরকার সেই সূচনাটা করেছে।

ফ্রান্স ও আমেরিকার কয়েকটি প্রদেশে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার ধর তক্তা মার পেরেক গোছের পদক্ষেপে অবশ্য সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলি বেশ চটেছে। সরকার অবশ্য অনড়। সরকার জানিয়ে দিয়েছে, শৈশব কেড়ে নেওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ভারতে এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি। এমনিতেই শিশুদের ওপর নানাবিধ কারণে মানসিক চাপ বাড়ছে। পড়াশোনায় ভালো হওয়ার চাপ, সবকিছুতে প্রথম হওয়ার জন্য বাড়ি এবং স্কুলের চাপ ইত্যাদি। পাশাপাশি রয়েছে নানা পারিবারিক সমস্যা। বাবা-মায়ের দ্বন্দ্বের বহুক্ষেত্রে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্রলোভনের জগতে কার্যত না জেনেবুঝে পা দিয়ে ফেলে।

ইদানীং সামাজিক মাধ্যমগুলিতে রিল বানিয়ে ঝটিতি জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রবণতা বাড়ছে। বড়দের পাশাপাশি বহু কিশোর-কিশোরীর রিল তৈরির ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এতে তাদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাদের স্বাভাবিক সৃজনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিশুমন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ এবং সংবেদনশীল। বাড়ির বড়দের অনেক কাজকর্ম, কথাবার্তায় সেই মন ক্ষতবিক্ষত হয়। সেই সময় টেনে আদর করে বুঝিয়ে শান্ত করা গেলে শিশুরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং তাদের মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে।

বড়রা অনেক সময় এই কাজগুলি করতে ভুলে যান। শিশুদের নিজস্ব জগতে অজস্র চরিত্র থাকে। যাদের কেউ ভালো, কেউ মন্দ। গল্পকথা এবং টেলিভিশনের কার্টুন চরিত্রগুলি তাদের মনের অত্যন্ত কাছের। শিশুদের সেই নিজেদের জগতে থাকতে দেওয়া উচিত। পড়াশোনা, খেলাধুলো, সৃষ্টিশীল কাজকর্মের মধ্যে তাদের নিজেদের মতো করে বড় হতে দেওয়া উচিত। জোর করে বড় করতে যাওয়া সঠিক নয়। শিশু-কিশোরদের সামাজিক মাধ্যম থেকে দূরে রাখার আগে বড়দেরও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সচেতন এবং সতর্কতা অবলম্বন উচিত।

বড়রা যা করে ছোটরা তাই দেখে শেখে। বড়রা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সংযত হলে ছোটদের জন্য সরকারের আলাদা করে বিল পাশ করার দরকার হবে না।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

এক আত্মহত্যা ও আমিষ বনাম নিরামিষ

প্রেমিক তাঁকে আমিষ খেতে বাধা দেওয়ায় আত্মঘাতী মুম্বইয়ের তরুণী। দেশজুড়ে ভেজ, নন ভেজ খাবার নিয়ে অন্য যুদ্ধ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন পেয়ে আনন্দে ভাসছেন। গিয়ে দেখলেন, সব খাবারই নিরামিষ। আপনি আপনার সঙ্গীদের দিকে বিস্ময়ের ইশারা করলেন। তাঁরাও আপনার দিকে তাকালেন করুণ চোখে। শেষে নিরামিষ খেতে হবে?

আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল এক লহমায়। এমন ঘটনা তো কতবার হয়েছে!

আর একদিন নিমন্ত্রণের কার্ড এসেছে। সেটা দেখে আগেই বোঝা গেল, ভোজে সব খাবার নিরামিষ। কোনও অজুহাতে আপনি যাওয়া বাতিল করে দিলেন। ধুর, বিয়েবাড়িতে নিরামিষ কে খায়?

এমন ঘটনারও নিশ্চয়ই বাংলার মানুষ সাক্ষী।

নিরামিষ বনাম আমিষের লড়াই দীর্ঘদিনের। জনপ্রিয়তায় অনেক পিছিয়ে থাকা নিরামিষ ইদানীং আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে ধর্ম এবং ভক্তিরসের হাত ধরে। কখনও স্বাস্থ্যচর্চার হাত ধরে।

এমন বাস্তবের মাঝে মুম্বইয়ের একটা খবর আমূল নাড়িয়ে গেল।

মুম্বইয়ের আন্ধেরির এক ফ্ল্যাটে অতি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে বছর পঁচিশের সৃষ্টি তুলির মৃতদেহ। সৃষ্টি ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট। তাঁর বাড়ির লোকের অভিযোগ চাঞ্চল্যকর। তাঁর বয়ফ্রেন্ড আদিত্য পণ্ডিত মেয়েটিকে আমিষ খাবার খেতে দিত না। খেলে আপত্তি করত, গালাগাল থেকে মারপিট। অন্য অত্যাচার তো ছিলই। মেয়েটি অনেকদিন সহ্য করেছে। শেষপর্যন্ত রাগ ও অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন। তরুণীর কাকার দাবি, ভেজ না খাওয়াটাই রোষের অন্যতম কারণ।

আমরা কোথায় চলেছি অসহিষ্ণুতার সঙ্গী হয়ে? এই প্রশ্ন তাড়িয়ে নিয়ে যায় বারবার।

মর্মান্তিক ঘটনাটা উত্তর ভারতের কোনও গ্রামে হলে তবু কথা ছিল। ঘটনা মুম্বইয়ের--দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর। মেয়েটিও পাইলট, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাঁকে এভাবে অকালে চলে যেতে হল?

এমনিতে মঙ্গল বা শনি--সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খাওয়ার চল বাংলার প্রচুর ঘরে। এর কারণটা কী? অধিকাংশই কোনও ডাক্তারের নিদানের কথা বলবেন। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিছনে কাজ করে বিশেষ কোনও ধর্মীয় কারণ। এঁরা বুঝতে পারেন না, আত্মীয়স্বজনকে কত সমস্যায় ফেলা হয়। মঙ্গল বা শনিতে আপনি কারও বাড়িতে গিয়ে শুনলেন, সেখানে আজকে মাছ, মাংসই আছে। সেরা সমাধান হতে পারত সেদিন আমিষ খেয়ে অন্যদিন নিরামিষ খেয়ে নেওয়া। অনেকে সেটা করে ফেলেনও। অনেকে আবার এতটাই গোঁড়া, আমিষ খাবেনই না। আত্মীয়দের যত অসুবিধে হয় হোক।

বাংলার বাইরে অনেকের আরও অন্যরকম সমস্যা।

আমেরিকা প্রবাসী এক অধ্যাপক বন্ধুর অভিজ্ঞতা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। ওখানে অন্য রাজ্যের অনেকে যখন শোনেন, বাঙালিরা মাছ-মাংস সব খায়, তখন প্রথম প্রশ্ন ওঠে, আপনি কি বাংলাদেশের? অথবা, আপনি কি মুসলমান? দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের প্রচুর লোকে আজও বাংলাদেশের বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে ফারাক বোঝেন না। এবং আমিষ-নিরামিষ দিয়ে বিচার করেন, কে হিন্দু, কে মুসলমান। তাঁদের কাছে আমিষাশী মানেই শুধু মুসলিম।

মুম্বইয়ের সেই আত্মঘাতী পাইলটের প্রেমিক হয়তো সে দলেই পড়েন।

এই আমিষ-নিরামিষের যুদ্ধ বড় ভয়ংকর। ভারতে বাংলার বাইরের ছবি অনেকটা অচেনা। আপনি যদি হিন্দি টিভি সিরিয়ালের ভক্ত হন, তা হলে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন এতদিনে। প্রগতিশীলতা সেখানে একেবারে লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র। খাবার আসলে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় যুদ্ধের অস্ত্রের ঝনঝনানি।

এই যে আম্বানিদের সব চ্যানেলে ঝাঁ চকচক হিন্দি সিরিয়ালে অনেক দৃশ্য দেখেন বিয়েবাড়ি, উৎসব বাড়ির--সেখানে ভুলেও কাউকে মাছ-মাংস খেতে দেখবেন না। হিন্দি সিরিয়ালে নন ভেজ খাবারের 'নো এন্ট্রি'। কোনওমতেই দেখানো যাবে না, খাবার টেবিলে কেউ মাছ-মাংস খাচ্ছেন। চ্যানেলের কর্তাদের বিশ্বাস, দেশের বহু রাজ্যে মানুষ নিরামিষাশী। এই দর্শকরা কিছুতেই মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া দেখতে নারাজ। নন ভেজ ফুড এতটাই অপছন্দের তাঁদের, সিরিয়াল দেখা বন্ধ করে দেবেন। মার খাবে টিআরপি। অতএব সহজ ফর্মুলা, সব দৃশ্যে নন ভেজকে নো এন্ট্রি করে দাও।

আম্বানিদের এখানে ভুল বুঝবেন না। ওঁরা বড় দুটি চ্যানেল কিনে নেওয়ার অনেক আগেই এই নিয়ম চলছে টিভি সিরিয়ালের সংসারে।

তবে বাংলার টিভি সিরিয়ালে আবার সেই সমস্যা নেই। এখানে মাছ-মাংস খাওয়ার দৃশ্য দেখানো যায় স্বচ্ছন্দে। এদিক দিয়ে বাঙালিরা অনেক উদার। তবে এখানেও হিন্দি সিরিয়ালের মতো হিন্দু-মুসলিমের প্রেম দেখানোয় বেসরকারি নিষেধাজ্ঞা বহাল।

এই হাস্যকর তর্কের মাঝে ভারতে আমিষ বনাম নিরামিষের সংকট নিয়ে কথা বলা যায়। সংকট এবং সংঘাত, দুটোই হাজির এখানে। অনেক বাঙালি যেমন রাতারাতি মাছ-ভাত ছেড়ে নিরামিষে চলে যাচ্ছেন, অনেক মাড়োয়ারি-বিহারি-দক্ষিণ ভারতীয় মাছ-মাংসে নতুন করে আকৃষ্ট হচ্ছেন। বাংলার বহু শহরেই এমন দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে অনেক অবাঙালি বাড়ির বাইরে লুকিয়ে আমিষ খেতে রাতে হানা দিচ্ছেন পরিচিত রেস্তোরাঁয়। বিশ্বজনীন ব্র্যান্ড ম্যাকডোনাল্ডস-কেএফসি-পিৎজা হাটের জন্য আকুলতা বড় ভূমিকা নিয়েছে এমন পরিবর্তন আনার ব্যাপারে।

উলটো ছবিও আছে। যেমন অন্যতম ট্রেন্ড আবার ভেজ রেস্তোরাঁর সংখ্যা বৃদ্ধি। মালদা থেকে শিলিগুড়ি অনেক জায়গায় এমন বেকারি পাবেন, যেখানে নন ভেজের একেবারে নো এন্ট্রি। মাংসের প্যাটিস, মাছের রোল--কিছুতেই পাবেন না। কারণটা কী? মালিকদের কাছে প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, 'আমাদের বেশি কাস্টমার অবাঙালি। তাঁদের নন ভেজের ছোঁয়া পর্যন্ত পছন্দ নয়। তাই নন ভেজ রাখা হয় না দোকানে।'

কথা শুনে মনে হবে, আমরা কি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি? বহু আগে ঠাকুমা, দিদিমার আমলে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার ছিল রান্নাঘরে। সে সব দিনই আবার ফিরে এল নাকি? পরে মনে হবে, দেশের শাসকদল যেভাবে ধর্মের রথে বেরিয়ে পড়ে রামের জয়ধ্বনি দিয়ে, সেখানে ভেজ ফুড প্রেম অনিবার্য ভক্তকুলের। তাঁরা নিরামিষাশী পিথাগোরাস, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, গান্ধি, টলস্টয়, কাফকাকে উদাহরণ দেন না। ওঠে না লিওনার্দো ডিকাপ্রিও, সেরেনা উইলিয়ামস বা পল ম্যাকার্টনির মতো ভেজ-ভক্তদের নাম। বরং উদাহরণে আসে কোনও দেবতার কথা।

হিন্দুত্ব জাগরণের সঙ্গে নিরামিষ খাবারের উত্থানের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে দেশে। গুজরাটের পালিতানায় অবশ্য নন ভেজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য। ভেজ ভক্তদের জন্য তৈরি গুজরাটের গান্ধিনগর, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা, বৃন্দাবন, উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশ, হরিদ্বার, রাজস্থানের মাউন্ট আবু, পুষ্কর--সাত শহরে আমিষ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। অথচ বিদেশে বিদেশিদের কাছে ইন্ডিয়ান খানা বলতে নন ভেজই বোঝায়।

ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতীয় খাবারের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেছেন অনেক পাকিস্তানি, বাংলাদেশি। তাঁদের প্রধান অস্ত্র কিন্তু নন ভেজ খাবার।

বাঙালি আমিষভোজীদের এক মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে ভেজ খাবার নিয়ে। তাঁরা ভাবেন, ভেজ খাবারের দামের তুলনায় নন ভেজের দাম অনেক বেশি। বৈচিত্র্যও কম। আজ্ঞে না মহাশয়, ভেজ মেনুতে এতরকম খাবার রয়েছে যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মাছ-মাংসের তুলনায় অনেক নিরামিষ খাবারের দামও বেশি।

এই ভেজ-নন ভেজ যুদ্ধে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হলে আরও বিপদ। এক ডাক্তার বলবেন, প্রোটিনের জন্য নন ভেজ খাবার দরকার। অন্য ডাক্তার বলবেন, ভেজেই আসল মুক্তি। এ তর্কের শেষ নেই। কোনও পক্ষই কোনও পক্ষের যুক্তি শুনবেন না। ভেজ খাবারকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। টোটাল ভেজেটারিয়ান, ল্যাকটো ভেজেটারিয়ান, ল্যাকটো-অভো ভেজেটারিয়ান। ল্যাকটো অভোতে ডিম, দুধ থাকে। অবাঙালিদের অনেকে পেঁয়াজকে নিরামিষ হিসেবে ধরেন। যে ধারণা অচল অধিকাংশর কাছে। তাঁদের কাছে নিরামিষ মানে একেবারে পেঁয়াজহীন। এটাই পড়ে জৈন ফুডের মধ্যে। এই ধরনের বিশেষণ লাগিয়ে খাবারের পরিচিতি বেশিদিনের নয়।

এমনিতে সুইগি-জোম্যাটোর আবির্ভাবে দেশের জনপ্রিয় খাবারের সন্ধান পাওয়া অনেক সোজা। তাদের কাছে সমস্ত তথ্য মজুত। সেই হিসেবে ভারতজুড়ে নন ভেজ স্বচ্ছন্দে হারায় ভেজকে। সুইগির হিসেবে টানা আট বছর ধরে দেশে সবচেয়ে বেশি অর্ডার হয়েছে চিকেন বিরিয়ানির। গত বছর এক সেকেন্ডে ২.৫ বিরিয়ানি অর্ডার এসেছিল। একটা ভেজ বিরিয়ানি অর্ডার হলে চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার হয়েছে ৫.৫। সুইগিতে এসে প্রথম অর্ডার হিসেবে চিকেন বিরিয়ানির নাম দিয়েছে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ খাদ্যপ্রেমিক। হায়দরাবাদের একজনই এ বছরে ১৬৩৩ বার বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছেন!

বিরিয়ানি যে ভারতীয় খাবারে বিগ বি, তার হিসেব দিচ্ছে জোম্যাটোও। তাদের পরিসংখ্যান বলছে, গতবার ১০.৯ কোটি বিরিয়ানি অর্ডার মিলেছে দেশে। তারপরেই পিৎজা--৭.৪৫ কোটি। তিনে নুডলস বোল--৪.৫৫ কোটি। ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে ফারাকটা চোখে পড়ার মতো।

সুইগির পরিসংখ্যানে কোন ১০টি জনপ্রিয় নিরামিষ খাবার? ১) পনির বাটার মশালা ২) ডাল মাখানি, ৩) পাও ভাজি ৪) ছোলে বাটোরে ৫) পোঙ্গল ৬) দহি বড়া ৭) মিশাল পাও ৮) মালাই কোফতা ৯) ডাল তরকা ১০) দম আলু। আশ্চর্য এবং আশ্চর্য, প্রথম দশে ধোসা-ইডলিকে ছাপিয়ে পোঙ্গল-মিশাল পাওয়ের উপস্থিতি।

সুইগির হিসেবে সেরা নন ভেজ ভারতীয় খাবারের প্রথম দশেও বেশ চমক। ১) টুন্ডে কাবাব ২) রোগন যোশ ৩) বাটার চিকেন ৪) হালিম ৫) লাল মাস ৬) চিকেন টিক্কা কাবাব ৭) হায়দরাবাদি বিরিয়ানি, ৮) ল্যাম্ব ভিন্দালু ৯) অমৃতসরি ফিশ ১০) প্রন কারি।

নামগুলো লেখার ফাঁকে একটা কথা ভাবি। এসব হিসেবনিকেশ কি মুম্বইয়ের ওই তরুণ-তরুণীর তর্কাতর্কিতে উঠে এসেছিল কখনও? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে না কোনও দিন। হতভাগিনী তরুণী পাইলটের জন্য কষ্ট হয়। আমিষ বনাম নিরামিষ যুদ্ধে তিনিই হয়তো ভারতে প্রথম 'শহিদ'।

আজ

১৮৫৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

১৯৮৪

সংগীতশিল্পী ইন্দুবালা দেবীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাকে হারানোর ব্যাপারে দাদার হাত থাকতেই পারে। আমি ক্রীড়া প্রশাসনে এগিয়ে যাচ্ছি, সেটা দেখে হিংসা হতেই পারে। ১০০ শতাংশ হিংসা হচ্ছে দাদার। গত কয়েকবছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে আসছে।

- স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বাংলাদেশে চলন্ত ট্রেনের ছাদে মহিলার দৌড়োনো ও নাচের ভিডিও ভাইরাল। ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। মহিলা চলন্ত ট্রেনের ছাদে দৌড়োচ্ছেন। এক-একটি বগি লাফিয়ে পেরোচ্ছেন। ট্রেনের মাথায় নাচতেও দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই বিপজ্জনক স্টান্টে দ্বিধাবিভক্ত নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

কর্ণাটকের বেলাগাভির হাসপাতালে একজন নার্স রিসেপশনে দাঁড়িয়ে। এক তরুণ আচমকা বিশাল ছুরি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। হাসপাতালের অন্য কর্মীরা ছুটে আসায় প্রাণে বেঁচে যান ওই নার্স। সেই ভয়ংকর হামলার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হচ্ছে।

উত্তরের পাঁচালি

আজও প্রাসঙ্গিক

স্মার্টফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কাউকে বার্তা প্রেরণ করার জন্য সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ৫জি'র পর এবার ৬জি নিয়েও বহু জায়গায় গবেষণা চলছে। এই পরিস্থিতিতে চিঠি আদানপ্রদানের সংখ্যা যে একেবারেই কমেছে তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটাও ঠিক সরকারি, বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই 'সরকারি' কাজের জন্য চিঠি আদানপ্রদান অন্যতম একটি মাধ্যম। কোচবিহারে এই কাজ পরিচালনা করা হয় সুনীতি রোডের পাশে থাকা মুখ্য ডাকঘর থেকে। আর পাঁচটা ডাকঘরের তুলনায় এই ডাকঘরের বৈশিষ্ট্য অনেকটাই আলাদা। সাইনবোর্ড না থাকলে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। মনে হবে এটি হয়তো কোনও রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ি। ১৯২৩-'২৪ সালে সুনীতি রোডের ধারে এই ডাকঘর তৈরি হয়। ধ্রুপদি পুনর্জাগরণশৈলীতে তৈরি এই দোতলা ভবনটি ডাকঘরের পাশাপাশি কোচবিহার ডিভিশনের ডাক অধিক্ষকের কার্যালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই ডাকঘরটি হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। একে আলাদাভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার দাবি জোরালো হয়েছে।

নজরে।। কোচবিহার শহরে মুখ্য ডাকঘর।

-শিবশংকর সূত্রধর

ফিরে পাওয়া

সম্প্রতি সেন্টার ফর স্টাডি অফ মার্জিনাল সোসাইটি অ্যান্ড কালচার-এর কামাখ্যাগুড়ি পুলপারের অস্থায়ী অফিসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডঃ সঞ্জিত সরকার এবং আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জয়লাল দাসের সম্পাদিত বই 'ডুয়ার্সের তিন লোককবি' প্রকাশিত হল। বইটি আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত থানুপাড়া গ্রামের সুধীরচন্দ্র পণ্ডিত ও তাঁর পুত্র সুবলচন্দ্র পণ্ডিত ও পূর্ব নারারথলি গ্রামের সুবলচন্দ্র সরকার রচিত ও সম্পাদিত নানা কবিতার সংকলন। ছিন্নমূল এই তিন প্রান্তিক লোককবি দীর্ঘ চার দশক ধরে নিম্ন অসম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রামেগঞ্জে, বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে স্বরচিত কবিতা ঘুরে ঘুরে ফেরি করেছেন। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তাঁদের বেশিরভাগ কবিতাই আজ হারিয়ে গিয়েছে। কবি সুবল সরকারকে সংস্থার পক্ষ থেকে গুণীজন সম্মাননা ২০২৪ প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডঃ জয়লাল দাস, ডঃ অসিতকান্তি সরকার, ডঃ সঞ্জিত সরকার, ডঃ ভরত সরকার, সুভাষ রায়, প্রতিমা রায়, রুবি রায়, বিকাশ সাহা, পিংকি রায়, মণীন্দ্র রায়, বলাই সরকার, কাকলি মৈত্র, দীপদুলাল সরকার প্রমুখ।

উজ্জ্বল।। 'ডুয়ার্সের তিন লোককবি' বই প্রকাশ অনুষ্ঠান।

-পিকাই দেবনাথ

কানওয়ার যাত্রার বৃক্ষনিধন উত্তরের শিক্ষা

ধর্ম বাঁচবে, না প্রকৃতি? কানওয়ার যাত্রায় ভক্তদের জন্য কাটা পড়তে চলেছে লক্ষাধিক গাছ। বিতর্ক গড়াল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।

অজন্তা সিনহা

উন্নয়নের কারণে বৃক্ষনিধন এদেশে নতুন কোনও ঘটনা নয়। অহরহ ঘটছে এই নিধন কর্মযজ্ঞ। উত্তরবঙ্গেও কালিম্পং বা সিকিম যাওয়ার নতুন রাস্তা বানাতে কাটা হয়েছে প্রচুর গাছ। একইভাবে ধর্মাচরণের লক্ষ্যে মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করেও কোথাও কোথাও প্রকৃতির সর্বনাশ ঘটানো অদেখা নয় আমাদের। আরও একবার সেই ধর্মাচরণকে ঘিরে ধ্বংসলীলা প্রকৃতির বুকে, যাকে ঘিরে এই মুহূর্তে বিতর্ক তুঙ্গে।

সম্প্রতি কানওয়ার যাত্রাপথ নির্মাণের জন্য ১.১২ লক্ষেরও বেশি গাছ কাটার অনুমতির বিষয়টি দেশজুড়ে ঘোর বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। পরিবেশ পরিপন্থী এই সরকারি সিদ্ধান্তের নিন্দায় মুখর দেশের বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী। ভাগ্য ভালো, সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত গাছ কাটা স্থগিত রাখার আদেশ বহাল রেখেছে। প্রশ্ন হল, এমন ইস্যুতে কেন সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে?

বাংলায় শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার রীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে শিবভক্তদের বার্ষিক কানওয়ার যাত্রা এমনই এক বড় ধর্মীয় উৎসব। হরিদ্বার, গোমুখ, গঙ্গোত্রী, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর, মিরাট, বেনারস, দেওঘর প্রভৃতি অঞ্চলে এই নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে ওঠে জুলাই-অগাস্ট মাসে। পায়ে হেঁটে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে শিবঠাকুরের মাথায় ঢালেন অগণিত ভক্ত! কানওয়ার যাত্রায় ভক্তসাধারণের চলার জন্যই এই পথ নির্মাণ, যাকে কেন্দ্র করে কাটা পড়তে চলেছে লক্ষাধিক গাছ। এটা কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও শিক্ষা।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক এই প্রকল্পের জন্য ১,১২,৭২২টি গাছ ও গুল্ম কাটার অনুমতি দেয়। এখনও পর্যন্ত ২৫,৪১০টি গাছ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৭,৬০৭টি গাছ কাটা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ বন নিগমের তত্ত্বাবধানে। এরপর গাজিয়াবাদ, মিরাট এবং মুজাফফরনগর জেলার সংরক্ষিত বনভূমি এলাকায় এই গাছ কাটার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের হয়। এর ফলে গত ৯ অগাস্ট থেকে পিডব্লিউডি গাছ কাটার কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

এই প্রেক্ষিতে সরকারি এই সিদ্ধান্তের পক্ষের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশ গাছ সুরক্ষা আইন, ১৯৭৬-এর বিধান সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত বনভূমির জমিতে প্রযোজ্য নয়। এই প্রকল্পের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে, তাই গাছ কাটার জন্য ওই আইনের অধীনে পৃথক তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছগুলোর পরিধির ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, ০-৩০ সেমি, ৩১-৬০ সেমি এবং ১৫০ সেমি বা তার বেশি। ছোট গাছপালা এবং গুল্মকে অন্তর্ভুক্ত করেও ব্যাপকহারে পরিবেশগত সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উলটোদিকে পরিবেশকর্মীদের মতে, বিশাল সংখ্যক এই গাছ কাটার ফলে জীববৈচিত্র্য, কার্বন শোষণ এবং স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাছ কাটার পরিবর্তে নতুন করে গাছ লাগানোর বা ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি। ভালো খবর, এনজিটি পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখছে।

সকলেই মনে করছেন, কানওয়ার যাত্রাপথ নির্মাণের মতো বড় প্রকল্পগুলো হয়তো স্থানীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর এ ধরনের প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনা করাও সমান জরুরি।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০১

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। কুখ্যাতি, দুর্নাম ৩। বাক্‌পটু, বাগীশ্বর, বাচস্পতি ৫। হিন্দু শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্তার ১৬টি দান ৭। লম্বা, প্রশস্ত, উদার, অকৃপণ ৯। পুরাণকথিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক ১১। নিরানব্বই সংখ্যা ১৪। জ্বালানি, আগুন জ্বালাবার উপকরণ, প্ররোচনা ১৫। শাঁখের মধ্যে সেরা।

উপর-নীচ : ১। ভিত্তি, মূল, ভিত ২। এক ধরনের নরম পাতলা পশমি চাদর ৩। চিনি কিংবা গুড় দিতে তৈরি মিঠাইবিশেষ ৪। ব্যাধ, প্রাচীন জাতিবিশেষ ৬। পুরাণকথিত পক্ষীরাজ, বিষ্ণুর বাহন ৮। পদ্ম ১০। ডান, দক্ষিণ ১১। ননদের স্বামী ১২। পুত্র, কল্পিত স্বর্গের উদ্যান ১৩। তিলমাত্র, খুব অল্প পরিমাণে।

সমাধান ■ ৪০০০

পাশাপাশি : ১। চটক ৩। রশি ৫। লগ্ন ৬। অকাল ৮। ক'দিন ১০। সাফাই ১২। শাবাশ ১৪। সন্ত ১৫। সারি ১৬। নচ্ছার।

উপর-নীচ : ১। চক্রবাক ২। কলস্বন ৪। শিবিকা ৭। লপ্ত ৯। ঈশা ১০। সায়ন্তন ১১। ইন্দিবর ১৩। বাতাসা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশ ইস্যু ব্রিটিশ সংসদেও

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : ভারতের পাশাপাশি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির ঘটনা সাড়া ফেলল খাস বিলেতভূমেও। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই ধরনের নির্যাতন কোনওমতেই বরদাস্ত করা যায় না। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের সম্পত্তি, বাড়িঘর এমনকি মন্দিরে হামলা চলছে সেই প্রসঙ্গেও পার্লামেন্টে সরব হন তিনি। হ্যারো ইস্টের সাংসদ ব্ল্যাকম্যান বলেন, 'এদেশে এলস্ট্রিতে ভক্তিবেদান্ত ম্যানর পরিচালনা করে ইসকন। সেটিই এদেশের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির। অথচ বাংলাদেশে তাদেরই আধ্যাত্মিক গুরুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' ইসকনকে যেভাবে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটিকে হিন্দুদের ওপর সরাসরি আক্রমণ বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। গোটা বিষয়ে স্টার্মারের সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেও বলেছেন তিনি।

ব্ল্যাকম্যানের সাফ কথা, 'বাংলাদেশে পরিবর্তনের পর যে সরকারই আসুক না কেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এভাবে দমনপীড়ন করা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের দলের সাংসদ বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করে তাঁদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' হাউস অফ কমন্সে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর দ্য কমনওয়েলথ একটি উদ্বেগজনক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। তাতে নতুন জমানায় বাংলাদেশে ২ হাজারেরও বেশি হিংসার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করে অন্তর্বর্তী সরকার বদলা নিতে চাইছে বলেও জানানো হয়েছে তাতে। এদিকে বিজেপি সাংসদ তথা বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সাধুসন্তদের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অথচ সবকিছু দেখেও ভারতে প্রতিবাদের ঝড় না ওঠায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তিনি।

ঢাকার রাস্তায় মিছিলে ইসকন নিষিদ্ধ করার দাবি। শুক্রবার। ব্রিটেনে কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছেন।

এ কেমন জীবন...

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে এক বৃদ্ধা। গাজায় কিছুক্ষণ আগেই বোমা ফেলেছে ইজরায়েল। বৃদ্ধার বাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। - এএফপি

শিল্পা শেঠির বাড়িতে ফের হানা ইডি'র

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে আবার মুম্বইয়ের শিল্পপতি তথা বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রার বাড়িতে হানা দিল ইডি। পর্নোগ্রাফি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ জড়িয়ে রয়েছে, তারই তদন্তে রাজের বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চালানো হয়। রাজের সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠ অনেকের বাড়িতেও অভিযান চালান তদন্তকারীরা।

শুক্রবার মুম্বই ও উত্তরপ্রদেশের প্রায় ১৫টি জায়গায় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে ইডি। এর মধ্যে কুন্দ্রার মুম্বইয়ের বাড়ি ও অফিসও ছিল। তল্লাশি চলাকালীন জেরা করা হয়েছে কুন্দ্রাকেও।

২০২১ সালের জুন মাসে পর্নোগ্রাফি তৈরির অভিযোগে কুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দু'মাস জেলে ছিলেন তিনি। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তিনি জামিন পান। পর্নোগ্রাফি মামলায় কুন্দ্রাকেই মূল মাথা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল মুম্বই পুলিশ।

পুলিশের অভিযোগ, 'হটশটস' অ্যাপ ব্যবহার করে পর্নোগ্রাফি আপলোড ও স্ট্রিম করা হত। তবে কুন্দ্রার দাবি, তিনি কোনওভাবেই সরাসরি এই ছবি (কনটেন্ট) তৈরির সঙ্গে যুক্ত নন। এমনকি এফআইআর-এ তাঁর নামও ছিল না, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকজন ছোটখাটো শিল্পীকে ওয়েব সিরিজ বা শর্ট ফিল্মে কাজের প্রস্তাব দিয়ে ডেকে আনা হত। এরপর অডিশনের সময় তাঁদের 'বোল্ড' (নগ্ন) দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য চাপ দেওয়া হত, যা থেকে পরে প্রযুক্তির কারিকুরির মাধ্যমে তৈরি করা হত অশ্লীল ছবি।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, আর্মসপ্রাইম মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা লন্ডনের কেনরিন প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে 'হটশটস' অ্যাপ কিনে ওইসব ভিডিও আপলোড করত। কুন্দ্রার ফোনে পাওয়া হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকে কেনরিনের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের কথাও জানা গিয়েছে।

কুন্দ্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর সংস্থা পরিচালিত অ্যাপটি গুগল প্লে বা অ্যাপলের মতো জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন আর ওই অ্যাপ পাওয়া যায় না। পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে জামিন পেয়ে গেলেও আর্থিক তছরুপের অভিযোগগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ইডি'র আতশকাচের নীচে ছিলেন।

পর্নোগ্রাফির পাশাপাশি বিটকয়েন দুর্নীতিতেও নাম জড়িয়েছে শিল্পার স্বামীর। চলতি বছরের গোড়ায় ইডি কুন্দ্রা এবং শিল্পার ৯৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। অভিযোগ, বিটকয়েন দুর্নীতির মাধ্যমে ওই সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছেন তাঁরা। এবার পর্নোগ্রাফি মামলাতে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইডি।

শিল্পা শেঠি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রা। পর্নো বিতর্কে ফের কুন্দ্রা।

বিশ্বকর্মা প্রকল্পে বাংলা থেকে শুধু ১ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্পে বাংলা থেকে নথিভুক্ত হয়েছেন মাত্র একজন! তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় জানালেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী শোভা করন্দালাজে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে রাজ্যভিত্তিক অর্থ প্রদানের পরিসংখ্যান চেয়েছিলেন তিনি। যদিও সেই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, রাজ্য বা জেলাভিত্তিক কোনও অর্থ মঞ্জুর করা হয় না এই প্রকল্পে।

মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যভিত্তিক কতজনের নাম এই প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র একজনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে বাংলা থেকে।

মালদায় বিমানবন্দরের দাবিতে দরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের নতুন এয়ারপোর্টের দাবিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ দুই বিজেপি সাংসদের।

উত্তর মালদায় একটি নতুন এয়ারপোর্ট গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রী কিঞ্জারাকপু রামমোহন নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চিঠি দিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ওই এলাকা পরিদর্শনে যাবেন আধিকারিকরা। চিঠিতে খগেন মুর্ম লিখেছেন, '১৯৬২ সালে মালদায় ১৪৪ একর জমির ওপর এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১.০৯৭ মিটারের রানওয়ে হওয়ার কারণে তা চালু করা সম্ভব হয়নি।' তিনি চিঠিতে আরও লিখেছেন, মালদার মানুষের কাছে নিকটবর্তী এয়ারপোর্ট বাগডোগরা এবং কলকাতা যা ২৫০ কিলোমিটারের ওপরে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি অফিসও রয়েছে ওই এলাকায়। খগেন মুর্মু বলেন, এলাকার মানুষের নিত্যদিনের সমস্যার সমাধানে এবং সুবিধার্থে এই এয়ারপোর্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদিকে, বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও হাসিমারায় এয়ারপোর্ট তৈরির দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রীকে।

দিনে শিক্ষক, রাতে ডেলিভারি বয়

পাটনা, ২৯ নভেম্বর : সালটা ২০২২। বিহারের ভাগলপুরে কুমার পরিবারে সকলের মুখে হাসি। কারণ, বাড়ির ছেলে অমিত সরকারি স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। পরীক্ষায় পাশ করার পরেও করোনা অতিমারির কারণে পাক্কা আড়াই বছর অপেক্ষার পর শিকে ছেঁড়ে অমিত কুমারের। ভাগলপুরের একটি স্কুলে শরীরচর্চার পার্শ্বশিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ দেন। মাসিক বেতন ৮ হাজার টাকা।

কিন্তু তাতে কি আর সংসার চলে! চাকরি পাওয়ার দু'বছর বাদে আজ ২০২৪ সালে সেই অমিতকেই এখন সূর্য ডুবলেই জোম্যাটোর জার্সি পরে বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দিতে হয়। তিনি এখন দিনে সরকারি স্কুলের ফিজিকাল ইনস্ট্রাক্টর, রাতে ফুড ডেলিভারি বয়। পরিবারের সবার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব থেকেই দু'দুটি পেশা বেছে নিতে হয়েছে ভাগলপুরের আংশিক সময়ের ওই স্কুল শিক্ষককে।

অমিত জানিয়েছেন, 'আড়াই বছর ধরে একই বেতনে শিক্ষকতা করে চলেছি। অন্য শিক্ষকরা যেখানে মাসে ৪২ হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন, সেখানে আমার মতো পার্শ্বশিক্ষকদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৮ হাজার টাকা। জিনিসপত্রের কী দাম বলুন তো! এই টাকায় কি একজনেরও ভালোভাবে চলে!'

শুধু তা-ই নয়, মাঝে মাঝে বেতনও ঠিক মতো পাচ্ছেন না বলেও দাবি অমিতের। এ বছরের শুরুতে চার মাস বেতনই পাননি তিনি। ফলে সংসার চালাতে ধারদেনা করতে হয়েছে।

দিশাহারা অমিতকে তখন তাঁর স্ত্রী বলেন অনলাইন খাবার সরবরাহকারী কোনও সংস্থায় কাজ করার। প্রস্তাবটা মনে ধরে তাঁর। তাঁর কথায়, 'স্ত্রীর পরামর্শ মেনে অনলাইনে খোঁজা শুরু করি এই কাজে কোনও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে কি না। যখন জানতে পারি নির্দিষ্ট সময় নেই, তখনই নিজের নাম নথিভুক্ত করি। সন্ধে থেকে শুরু করে রাত একটা পর্যন্ত কাজ করি।'

শিন্ডে-বিজেপি স্নায়ুযুদ্ধ তুঙ্গে

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রী বাছতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে বিজেপি এবং মহায্যুতির। ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেন শপথ নিয়ে ফেললেও মহারাষ্ট্রে এখনও অধরা ঐকমত্য। কুর্সির দখল নিয়ে রাজ্যের কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সঙ্গে বিজেপির স্নায়ুর লড়াই ক্রমাগত চরমে উঠছে।

অচলাবস্থা কাটাতে বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে মহারাষ্ট্রের শিন্ডের পাশাপাশি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ারদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেখানে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও হাজির ছিলেন। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের রফাসূত্রে শিন্ডে খুব একটা সন্তুষ্ট নন বলে একটি সূত্রের দাবি। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কী সিদ্ধান্ত নেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে মহায্যুতি। তবে অশান্তি যে চলছেই সেটা শিন্ডের নয়াদিল্লি থেকে মুম্বইয়ে ফিরেই শুক্রবার সকালে আচমকা সাতারায় নিজের পৈতৃক গ্রামে চলে যাওয়া থেকে স্পষ্ট। শুক্রবার মুম্বইয়ের মহায্যুতির একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিন্ডে না থাকায় সেই বৈঠক বাতিল হয়ে গিয়েছে। রবিবার ওই বৈঠক হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে মহারাষ্ট্রে শপথগ্রহণ হতে পারে।

মহারাষ্ট্রের ত্রিমূর্তি। জিতেও স্বস্তিতে নেই ফড়নবিশ-শিন্ডে-অজিত পাওয়ার।

শিবসেনা বলেছে, বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতার নাম ঘোষণা হলেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ফড়নবিশকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চাইছে বিজেপি। এই ইস্যুতে গেরুয়া শিবিরকে ইতিমধ্যে সমর্থনও জানিয়েছে অজিত পাওয়ার এবং তাঁর দল এনসিপি। সেক্ষেত্রে শিন্ডে এবং শিবসেনার আপত্তি থাকলেও, তাদের বাদ দিয়েই অনায়াসে সরকার গড়তে কোনও অসুবিধা হবে না বিজেপির। কিন্তু সরকার গঠনে শিন্ডেকে বাদ দিলে বিজেপির বিরুদ্ধে এনডিএ'র অন্দরে দাদাগিরির অভিযোগ উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট সেই শরিকি অসন্তোষের সুযোগ তুলতে পারে। তাই ওই পথে এখনই পা বাড়াতে রাজি নয় বিজেপি।

শিন্ডের সাতারা-যাত্রা নিয়ে শিবসেনা নেতা উদয় সামন্ত বলেন, 'একনাথ শিন্ডে মোটেই অখুশি নন। ওঁর গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আগামীকালই উনি ফিরে আসবেন।' সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দুজন উপমুখ্যমন্ত্রী রাখার যে কৌশল নিয়ে এতদিন সরকার চলছিল তেমনই থাকবে। তবে শিন্ডে উপমুখ্যমন্ত্রী হতে নারাজ। শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় শিরসাত বলেন, 'যে মানুষটা এতদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন তাঁর পক্ষে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা মোটেই মানানসই নয়।' শিবসেনার একটি অংশ মনে করছে, শিন্ডে যদি এখন উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন তাহলে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) প্রবল ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আবার তাঁর বদলে অন্য কাউকে মহারাষ্ট্র সরকারের অংশ করার প্রস্তাবও মানতে নারাজ শিবসেনা। সামন্ত বলেন, 'একনাথ শিন্ডে যদি অন্য কাউকে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে চান তাহলে সেটা তাঁর মহানুভবতা। কিন্তু আমরা মনে করি, ওঁর সরকারের অংশ হিসেবে থেকে যাওয়া উচিত।'

বিজেপি-শিন্ডে সেনার মধ্যে রোটেশনাল মুখ্যমন্ত্রী রাখার প্রস্তাব নিয়েও কথা হয়েছে। কিন্তু তাতেও উদ্ধব শিবিরের প্রবল প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হতে পারে দুই দলকে। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির পাশাপাশি দপ্তরবণ্টন নিয়েও শরিকি দ্বন্দ্ব চলছে মহায্যুতিতে। বিজেপি স্বরাষ্ট্রের পাশাপাশি ২২টি দপ্তর চাইছে। এনসিপি অর্থের পাশাপাশি ৯টি দপ্তর পেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিন্ডে সেনা নগরোন্নয়ন, পূর্ত সহ ১২টি দপ্তর পেতে পারে। এর বদলে কেন্দ্রে শিন্ডে-পুত্র শ্রীকান্তকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছেন কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী।

অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনীকে ছ'মাসের জামিন

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : জেলের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়। সেখানে অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনী শিশুর জন্ম দিলে মা ও নবজাতক দু'জনের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এই যুক্তিতে এক বিচারাধীন অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনীকে সাময়িক জামিন দিল বম্বে হাইকোর্ট। প্রসবের জন্য ছ'মাস জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি ঊর্মিলা যোশি ফালকের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, জেলে বন্দি হলেও তাঁর মর্যাদার অধিকার রয়েছে।

মাদক পাচারের অভিযোগে গত এপ্রিল মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ওই মহিলাকে। গ্রেপ্তারির সময়েই তিনি দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মানবিকতার খাতিরে জামিন দেওয়া হোক, আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলা।

ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে এখন উদ্বিগ্ন পুতিন

মস্কো, ২৯ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে নেমে একাধিকবার হামলার মুখে পড়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বরাতজোরে বেঁচে যাওয়া ট্রাম্পের নিরাপত্তার ঝুঁকি এতটুকু কমেনি। এমনটাই মনে করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুতিন জানান, নির্বাচনি প্রচারে ট্রাম্পকে খুন করার মরিয়া চেষ্টা হয়েছে। ভোটে জেতার পরেও তাঁর প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা রয়েই গিয়েছে। রুশ শীর্ষনেতার কথায়, 'ট্রাম্পকে ঠেকাতে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে। একাধিকবার তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা চলেছে। আমার দৃষ্টিতে তিনি এখনও একেবারেই নিরাপদ নন।'

মার্কিন ইতিহাসে প্রেসিডেন্টদের ওপর হামলা এবং তাঁদের খুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুতিন। তিনি জানান, আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ কেনেডি সহ ৪ জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্প ফেরায় অনেক স্বস্তিতে পুতিন।

অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন রোনাল্ড রেগন এবং থিয়োডর রুজভেল্ট। পুতিনের বক্তব্য, 'আমেরিকার ইতিহাসে প্রেসিডেন্টদের ওপর হামলার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তবে ট্রাম্প খুবই বুদ্ধিমান। আমি নিশ্চিত যে এই বিষয়টিকে তিনি গুরুত্ব দেবেন।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন গত জুলাইয়ে পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় সেই গুলি। রক্তাক্ত হলেও সেই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান ট্রাম্প। সেপ্টেম্বরে তাঁর ব্যক্তিগত গলফ কোর্সের বাইরে থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তারক্ষীরা। ওই ব্যক্তিও ট্রাম্পকে খুন করার ছক কষেই সেখানে এসেছিলেন বলে দাবি প্রশাসনের। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে পুতিনের উদ্বেগপ্রকাশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

বিশ্বের বৃহত্তম সোনার খনির খোঁজ চিনে

বেজিং, ২৯ নভেম্বর : চিনের হুনান প্রদেশে বিরাট সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন ভূতত্ত্ববিদরা। সেদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, খনিতে আনুমানিক ১ হাজার মেট্রিক টন সোনা মজুত রয়েছে। যার বর্তমান বাজারদর ৮৩ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৭.২ লক্ষ কোটি টাকা)। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হুনানের পিংজিয়াং কাউন্টিতে মাটির ২ কিলোমিটার গভীরে সোনার আকরিকযুক্ত ৪০টি স্তর পাওয়া গিয়েছে। অনুসন্ধানকারী দলের সদস্য চেন রুলিন বলেন, 'খননকাজের ফলে সোনার আকরিকযুক্ত বহু পাথর পাওয়া গিয়েছে। নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে প্রতি মেট্রিক টন আকরিক থেকে ১৩৮ গ্রাম সোনা পাওয়া যাবে।'

বিশ্বের বৃহত্তম সোনার খনি দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে। সেখানে প্রায় ৯০০ মেট্রিক টন সোনার ভাঁড়ার রয়েছে। চিনের খনিটি সেই মজুতকে ছাপিয়ে যাবে বলে চেন রুলিনের দাবি। সোনার উৎপাদনে প্রথমসারিতে রয়েছে চিন। বিশ্বে উৎপাদিত মোট সোনার ১০ শতাংশ উৎপাদন হয় এখানে। নতুন খনি থেকে উৎপাদন শুরু হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক সোনার বাজারে চিনের প্রভাব আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

তরুণী পাইলটের আত্মহত্যা ঘিরে বিতর্ক চলছেই

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : বেশ তো হাসিখুশিই ছিলেন। মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে এমন কী হল, যার জেরে মরতে হল তাঁকে? এই প্রশ্নই তুলেছে এয়ার ইন্ডিয়ার মৃত পাইলট সৃষ্টি তুলির পরিবার। তাদের দাবি, আত্মহত্যা নয়, সৃষ্টিকে ছক কষে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। বুধবার মুম্বইয়ের আবাসন থেকে সৃষ্টির দেহ উদ্ধার হয়।

সৃষ্টির কাকা বিবেক জানিয়েছেন, তাঁর ভাইঝি খুব হাসিখুশি ও সাহসী ছিলেন। বিবেকের বক্তব্য, 'ভাইঝির সঙ্গে ছেলেটির সমস্যা চলছিল নানা বিষয়ে। ভাইঝি নন ভেজ খাবার খেতে চাইলে পর্যন্ত ছেলেটি আপত্তি জানাত। বলত, ভেজ খেতে হবে।' সৃষ্টির বাবা সেনায় কাজ করতেন। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বাবার মতোই লড়াকু মানসিকতা ছিল সৃষ্টির। তাঁর ইচ্ছা ছিল বায়ুসেনার পাইলট হওয়ার। কিন্তু ওঁর ঠাকুমা চেয়েছিলেন সৃষ্টি বাবার মতোই সেনায় যোগ দিন। তবে বায়ুসেনার পাইলট হতে না পারলেও অসামরিক বিমানের পাইলট হতে পেরে বেশ গর্বিত ছিলেন সৃষ্টি।

পুলিশের দাবি, সৃষ্টি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু সৃষ্টির কাকা সেই দাবি মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'সাড়ে ১১টাতেও ও হাসিখুশি ছিল। মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। সব ঠিক আছে সেটাও জানিয়েছিল। আরও বলেছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাড়ি ফিরবে।' বিবেকের দাবি, পুলিশের পেশ করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রেমিকের সঙ্গে হাসতে হাসতেই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। তারপর ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন? বিবেকের কথায়, 'এটা কি কখনও সম্ভব? হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল, ১৫ মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হল!' তাঁর আরও বক্তব্য, ওর মানসিক দৃঢ়তার কোনও অভাব ছিল না। পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল সৃষ্টির। সামান্য ঘটনায় বিচলিত হওয়ার মেয়েই ও নয়। সেই মেয়ে আত্মহত্যা করবে, ভাবতে পারছি না। এটা পরিকল্পিত হত্যা।' পুলিশ সত্য গোপন করছে বলেও অভিযোগ কাকার।

এদিকে সৃষ্টির মৃত্যুরহস্যে নতুন মোড়। নতুন তথ্য হাতে এসেছে মুম্বই পুলিশের। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেই প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছিলেন সৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে হওয়া বেশ কিছু কথোপকথন ওই তরুণ মুছে ফেলেছেন বলে অভিযোগ।

অপেক্ষা অন্তহীন...

ক্রেতার জন্য দাঁড়িয়ে দুই মহিলা। নয়াদিল্লির মশলা মার্কেটে। শুক্রবার।

দিল্লিতে বাংলাভাষী ভোটার টানতে উদ্যোগ পদ্মের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাভাষী ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বাংলার নেতাদের উপর ভরসা করছে বিজেপি। সূত্রের খবর, বাংলার বেশ কয়েকজন সাংসদকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলাভাষী এলাকায় প্রচার চালানোর সময় বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আবহ বজায় রাখতে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা নির্দিষ্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

বর্তমানে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলছে, আর সেই কারণেই বাংলার সাংসদরা এখন দিল্লিতে অবস্থান করছেন। সূত্রের খবর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-কে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এই এলাকা 'মিনি কলকাতা' নামে পরিচিত এবং এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সৌমিত্র খাঁ'র সংযোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। তিনবারের সাংসদ এবং দীর্ঘদিন বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এই দায়িত্ব তাঁর উপর দিতে চলেছে দল বলেই জানা গিয়েছে।

সাংবাদিকদের সৌমিত্র বলেন, 'আমায় মৌখিকভাবে প্রচারে নামার কথা বলা হয়েছে। আমি খুবই আগ্রহী। দিল্লির বাঙালি এলাকাগুলিতে কাজ করতে ভালো লাগবে।' শুধু সৌমিত্র খাঁ নন, আরও কয়েকজন বাংলার সাংসদকেও প্রচারে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে দলের। এর আগেও লকেট চট্টোপাধ্যায়কে উত্তরাখণ্ড এবং শুভেন্দু অধিকারীকে ঝাড়খণ্ডে প্রচারের কাজে পাঠানো হয়েছিল। এবার দিল্লি নির্বাচনের জন্য বাংলার নেতাদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

এছাড়া, শুধু প্রচারেই নয়, বাংলাভাষী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সম্ভাব্য প্রার্থী খোঁজার কাজও শুরু করেছে বিজেপি। চিত্তরঞ্জন পার্কের মতো এলাকায় বাঙালি প্রার্থী নির্বাচন করতে বিভিন্ন মহল থেকে নাম চাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সৌমিত্র বলেন, 'সংসদ অধিবেশন শেষে দিল্লিতেই থাকব। চিত্তরঞ্জন পার্কে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করব।'

সম্ভাল সমীক্ষায় সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

লখনউ, ২৯ নভেম্বর : সম্ভাল জেলার চান্দৌসির শাহি ইদগাহ জামা মসজিদ নিয়ে নিম্ন আদালত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না, শুক্রবার এই মর্মে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার রিপোর্টও প্রকাশ্যে আনা যাবে না বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালতের নির্দেশ, মসজিদ-মন্দির নিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সমীক্ষা রিপোর্ট আপাতত মুখবন্ধ খামে বন্দি রাখতে হবে।

সম্ভালের মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এদিন 'শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা'র ওপর জোর দিয়ে মসজিদ কমিটিকে বলেছে, তারা যেন নিম্ন আদালতের ১৯ নভেম্বরের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করে।

একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে মসজিদ পরিচালন সমিতির দাখিল করা আবেদন প্রাপ্তির তিনদিনের মধ্যে শুনানির ব্যবস্থা করতে। আদালত আরও জানিয়েছে, হাইকোর্ট মামলাটি পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত ৮ জানুয়ারি নির্ধারিত নিম্ন আদালতের শুনানি স্থগিত থাকবে।

শুক্রবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, সমীক্ষা রিপোর্ট এখনই প্রকাশ করা যাবে না। তা মুখবন্ধ খামে রাখতে হবে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও জেলা প্রশাসনকে সম্ভালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে শান্তি বজায় রাখতে বলেছে আদালত। প্রধান বিচারপতির কথায়, 'এই মামলার বিন্দুবিসর্গ আমরা এখনও জানি না। চাই না ইতিমধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যাক। শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যেন কোনওভাবেই উত্তেজনা না ছড়ায়।' এর জন্য একটি শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নিম্ন আদালতের শুনানি স্থগিত করে দিয়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, হাইকোর্ট কোনও নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই শুনানি স্থগিত থাকবে। এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ফের উঠবে ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে। মসজিদ কমিটির কাছে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, মসজিদে হিন্দুদের প্রার্থনার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়নি কেন?

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আবেদনকারীদের অধিকার আছে রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর। ফলে আপনাদের প্রথমে বিধিমতো আর্জি জানাতে হবে। আপনারা হাইকোর্টে আগে যাননি কেন?' মুসলিম পক্ষ জানায়, তারা হাইকোর্টে আবেদন করবে।

সুপ্রিম রায়

- সম্ভালের শাহি ইদগাহ মসজিদ নিয়ে নিম্ন আদালত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না
- মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যাবে না
- ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের রিপোর্ট খামবন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে
- নিম্ন আদালতের ১৯ নভেম্বরের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে মসজিদ কমিটিকে
- শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। দেখতে হবে, কোনওভাবেই যেন উত্তেজনা না ছড়ায়

'শান্তি ও সম্প্রীতি যেন বিঘ্নিত না হয়'

কড়া নিরাপত্তার মাঝে সম্ভালের মসজিদে জুম্মার নমাজে ভিড় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের। শুক্রবার।

সম্ভালের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বরক সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এই রায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' বরক আরও বলেন, 'সম্ভালে সাম্প্রদায়িক হিংসার নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নতুন পিটিশন দাখিল করা হবে।'

এদিকে কৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগাহ বিরোধ সংক্রান্ত পিটিশন সহ একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি ৯ ডিসেম্বর দুপুর দুটোয় হবে বলে জানিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

সম্ভাল হিংসায় চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এই ঘোষণা করে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল বলেন, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার অরোরা, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অমিতমোহন প্রসাদ এবং অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অরবিন্দ কুমার জৈন রয়েছেন ওই কমিটিতে।

অন্যদিকে শুক্রবার ছিল উত্তরপ্রদেশের আদালতে সম্ভাল মসজিদ-মন্দির বিতর্ক নিয়ে এএসআইয়ের সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশের দিন। কিন্তু আদালত কমিশনার জানান, এদিন রিপোর্ট দেওয়া যায়নি। এই সমীক্ষা রিপোর্টকে ঘিরে সকাল থেকে গোটা এলাকাকে দুর্গের চেহারা দিয়েছিল পুলিশ। শহরে ঢোকা-বেরোনোর প্রতিটি রাস্তায় ছিল কড়া পাহারা। পাথর ছোড়া ঠেকাতে রাতভর তল্লাশি চালায় পুলিশ। মসজিদের ওপরে ছিল ড্রোনের নজরদারি। জুম্মা বারের নমাজে যাতে কোনও অশান্তি না হয় তার জন্য মহল্লার অলিগলিতে টহল দিয়েছেন পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদাধিকারীরা। এদিন নির্বিঘ্নেই নমাজ সম্পন্ন হয়।

আদানির সঙ্গে চুক্তি কেরলের বাম সরকারের

আমেরিকা যোগাযোগ করেনি, বলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ২৯ নভেম্বর : গৌতম আদানি সহ আদানি গোষ্ঠীর কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে মামলা চলছে আমেরিকার আদালতে। অভিযুক্ত শিল্প-কর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে সেদেশে। সেই পরোয়ানা কার্যকর করার ইঙ্গিত মিলেছে মার্কিন আইন বিভাগের তরফে। তবে এই ব্যাপারে বাইডেন সরকার যে এখনও দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি তা স্পষ্ট করেছে সাউথ ব্লক। শুক্রবার দিল্লির বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আদানিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য ভারতকে দেয়নি আমেরিকা।'

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এটি একজন ব্যক্তি, একটি বেসরকারি সংস্থা এবং মার্কিন সরকারের বিষয়। আমেরিকায় এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে ভারতকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।' এদিকে বিতর্কের মধ্যেই আদানিদের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলেছে কেরল সরকার। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বাম সরকারের সঙ্গে ১০ হাজার কোটি টাকার বন্দর চুক্তি সেরে ফেলেছে আদানি গোষ্ঠী। চুক্তির কথা নিজেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ভিজিনজাম বন্দর তৈরির জন্য আদানি পোর্ট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেছি। ৫ বছর মেয়াদি এই চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ ডিসেম্বরেই শুরু হয়ে যাবে।

> এটি একজন ব্যক্তি, একটি বেসরকারি সংস্থা এবং মার্কিন সরকারের বিষয়। আমেরিকায় এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে ভারতকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ-রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকে আদানিদের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে কংগ্রেস। সংসদে এবং সংসদের বাইরে বারবার আদানি গোষ্ঠীর কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কেরলেও প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। আবার ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস, সিপিআইএম দুই দলই। এমন এক সমীকরণে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে কেরল সরকারের বন্দর চুক্তি নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা করল বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি, তাঁর ভাইপো সাগর আদানি এবং আদানি গোষ্ঠীর একাধিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে মার্কিন লগ্নিকারীদের টাকা ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রকল্পের বরাত পাওয়ার জন্য ঘুষ দিতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমেরিকার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের দাবি। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, আদানিরা ভারতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে সরকারি আধিকারিকদের ২,২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিল। প্রকল্পগুলি থেকে আগামী ২০ বছরে ১৬,৯০০ কোটি টাকা মুনাফা করার আশা ছিল আদানি গোষ্ঠীর। সেই মামলায় আমেরিকার এক আদালত গৌতম আদানি সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। সেই পরোয়ানা কার্যকর করার দায়িত্ব আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের। কিন্তু তাদের তরফে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানাল কেন্দ্র।

ভাই-বোনের ব্যস্ততা...

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রিয়াংকা ও রাহুল। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

কংগ্রেসের পাশে নেই 'ইন্ডিয়া'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের থেকে এবার দূরত্ব তৈরি করল তৃণমূল, সপার মতো ইন্ডিয়ার দলগুলি। শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি কাণ্ডে সরব কংগ্রেস। জেপিসি তদন্তের দাবিও তুলেছে তারা। কিন্তু প্রতিদিন আদানির কারণে সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেছে বাকি বিরোধীরা। প্রথম দিন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদ অবরুদ্ধ করার বিরোধিতা করেছিল। ইন্ডিয়ার অপর শরিক সপা বক্তব্য, 'আদানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ঠিকই। কিন্তু এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে এই একটি মাত্র ইস্যুতে সংসদ ভণ্ডুল করে দেওয়া অনৈতিক এবং সঠিক পথ নয়।' ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকদের বক্তব্য, 'সংসদ সুষ্ঠুভাবে চলতে দিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা সঠিক পথ হতে পারত এবং এর ফলে সরকারের ওপর বিভিন্ন ইস্যুতে চাপ বাড়ানো সম্ভব হতো।'

শুক্রবারও রাজ্যসভায় আদানি ইস্যুতে সরব হয় কংগ্রেস। সেই সময় সপা সাংসদরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও তারা কিন্তু কেউই আদানি ইস্যুতে রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি। পঞ্চম দিনেও, কার্যক্রম শুরুর আগে দিল্লির আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ দেখান আপের সাংসদরা। একই সময়ে লোকসভায় সপা সম্ভাল ইস্যুতে হট্টগোল শুরু করে। সেই সময় তৃণমূল সাংসদরা উঠে দাঁড়ালেও আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের পাশে ইন্ডিয়া জোটের কোন সাংসদকেই দাঁড়াতে দেখা যায়নি। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'সংসদ চালানো সরকারের দায়িত্ব, ট্রেজারি বেঞ্চের নয়। আমরা জনসাধারণের সমস্যা তুলে ধরছি।' তৃণমূল শিবিরের বক্তব্য, আদানি ইস্যুতে আমরাও আলোচনা চাই। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট দিন বরাদ্দ করা হোক। এইভাবে প্রতিদিন সংসদের কাজ বন্ধ রাখা উচিত নয়। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরাও চাই আদানি ইস্যুতে আলোচনা হোক। বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে শুধু একটি ইস্যুতে সংসদ অচল রাখা যাবে না।'

উলটে গেল বাস, নিহত ১০

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা থেকে গোন্দিয়া যাচ্ছিল বাসটি। আচমকা বাসের সামনে চলে আসে একটি বাইক। বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাসচালক। রাস্তার পাশে উলটে যায় যাত্রীবোঝাই বাস। দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩০। ১৪ জনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসচালককে জেরা করছে পুলিশ।

রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসটি ভাণ্ডারা ডিপো থেকে গোন্দিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। গোন্দিয়া-অর্জুনি সড়কে বিন্দ্রাভানা টোলা গ্রামের কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসের সামনের অংশটি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ যাত্রীর। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও ২ জন প্রাণ হারান।

দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে একটি বাস গোন্দিয়ায় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। কয়েকজন যাত্রী মারা গিয়েছেন। আমি মৃতদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমরাও শোকস্তব্ধ।' নিহতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মহারাষ্ট্রের বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

ছন্দে ফিরছে জিরিবাম

ইম্ফল, ২৯ নভেম্বর : টানা ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে মণিপুরের জিরিবাম জেলা। সকাল ৫টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল করার পর শুক্রবার খুলেছে স্কুল-কলেজ। খোলা দোকান-বাজার। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাজিরাও ছিল স্বাভাবিক। কাজ করছে মোবাইল ইন্টারনেট। সচল গণ পরিবহণব্যবস্থা।

এদিন বিভিন্ন এলাকায় পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে। তবে জেলাজুড়ে নিরাপত্তার কড়াকড়ি বজায় রেখেছে প্রশাসন। হিংসা প্রভাবিত ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, বিষ্ণুপুর, কাকচিং, থৌবাল এবং জিরিবামে নতুন করে গণ্ডগোলের খবর নেই বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। চলতি মাসের ১১ তারিখে জিরিবামে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১১ জন সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল। ১৬ নভেম্বর জিরি ও বরাক নদী থেকে ৩ জন নারী ও ৩টি শিশুর দেহ উদ্ধারের পর থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে জিরিবাম সহ ইম্ফল উপত্যকার বিস্তীর্ণ অংশ। কুকি-জো ও মেইতেই দু-পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা, পালটা হামলার অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মণিপুরে বাড়তি ১০ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

তিন দশক পর ঘরে ফিরলেন অপহৃত তরুণ

গাজিয়াবাদ, ২৯ নভেম্বর : এ গল্প সিনেমাকেও হার মানায়। ৩১ বছর আগে ছোট বোনের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ফিরতে চায়নি ভীম সিং ওরফে রাজু। তারপর বাড়ি ফিরে আসতে তাঁর ৩১ বছর সময় লেগে গেল। সেদিনের সেই ছোট্ট রাজুর বয়স এখন ৩৯। তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে থ গাজিয়াবাদের খোদা থানার আধিকারিকরাও। তবে সব ভালো যার শেষ ভালো। পুলিশের তৎপরতায় টানা তিন দশক ধরে কার্যত ক্রীতদাসের মতো কাটানোর পর শেষমেশ রাজুর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছে তাঁর পরিবারের।

ভীম ওরফে রাজু তাঁর বিচিত্র জীবনের কথা শুনিয়েছেন পুলিশকে। ৮ বছর বয়সে একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বোনের সঙ্গে ছোট্ট রাজুর মারামারি হয়। সেই রাগে সে রাস্তাতেই বসে পড়ে। ফিরতে চায় না বাড়িতে। পালটা রাগ দেখিয়ে বোন হনহন

করে এগিয়ে যায়। কতক্ষণ একটি পাথরের ঢিবিতে বসেছিল, খেয়াল নেই রাজুর। আচমকাই ট্রাকে চেপে কিছু লোক আসে ওই রাস্তায়। কিছু বোঝার আগেই তারা তাকে ট্রাকে তুলে চম্পট দেয়। এরপর রাজুকে রাজস্থানের জয়সলমেরে নিয়ে যায়।

সেই থেকে অন্ধকারের জীবন শুরু রাজুর। জয়সলমেরে তাকে জোর করে খামারে কাজ করানো হত। সারাদিন মেষ চরানোর পর খাবার বলতে দেওয়া হত দুটো রুটি আর এক বাটি জলের মতো ডাল। রাতে তার হাত-পা বাঁধা থাকত শিকলে, যাতে সে পালাতে না পারে।

বছরের পর বছর এই দুর্বিষহ জীবন কাটানোর পর একদিন এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয় রাজুর। রাজু তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যথাসাধ্য সাহায্য করার। এরপর একদিন সেই ব্যবসায়ী মেষ কিনতে এসে রাজুকে ট্রাকে লুকিয়ে দিল্লি নিয়ে যান। পরে তিনি তাকে তুলে দেন গাজিয়াবাদের ট্রেনে।

গাজিয়াবাদে পৌঁছে কিছুই চিনতে পারছিল না রাজু। পুরো শহরটাই অচেনা ঠেকছিল তার। এবার সহায় হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদেরই সাহায্যে সে খোদা থানায় পৌঁছোয় এবং তার জীবনের পুরো ঘটনা জানায়। এরপর খোঁজখবর করতে নামে পুলিশ। খুঁজতে খুঁজতে পুরোনো ফাইল থেকে ১৯৯৩ সালে রাজুর মায়ের দায়ের করা একটি পুরোনো নিখোঁজ ডায়ারির সন্ধান পান থানার আধিকারিকরা।

তলব পেয়ে থানায় ছুটে আসেন রাজুর মা। দেখামাত্র তিনি চিনতে পারেন নিজের সন্তানকে। এ কী চেহারা হয়েছে তোর! বলতে বলতে রাজুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা। ৩১ বছর পর চোখের জলে মধুর মিলন হয় মা-ছেলের।

ভোটের হারে প্রশ্ন প্রাক্তন সিইসি'র

কমিশনকে স্মারকলিপি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি। ভোটদানের হারে কেন ফারাক থাকছে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রাক্তন সিইসি-র বক্তব্যকে সমর্থন করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জরুরি ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে কংগ্রেস। ১২ পাতার ওই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ভোটদানের হার এবং গণনা প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুতর অসামঞ্জস্য রয়েছে। তাদের অভিযোগগুলি তদন্ত করতেও বলেছে কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, প্রথমে একতরফাভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রত্যেকটি নির্বাচনি কেন্দ্রে ১০ হাজারেরও বেশি ভোটারের নাম যুক্ত করা হয়েছে। ভোটের হারের তারতম্য থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, যাঁরা এমভিএ-র ভোটার বা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁদের নাম এবং ভোট কমানো হয়েছে। ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে একদফায় ভোট হয়েছিল।

কুরেশি বলেছেন, বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৫৫ শতাংশ। কিন্তু তার পরের দিন নির্বাচন কমিশনের তরফে যে চূড়ান্ত ভোটদানের হার জানানো হয়েছিল তাতে দেখা যায়, সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ শতাংশ। এই ফারাক কেন হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কুরেশি। তিনি বলেন, 'ভোটদানের হার হিসেবে যেটা নথিভুক্ত হয় সেটা রিয়েল টাইম ডেটা। সেটা পুরোপুরি বদলে যাওয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে।'

তাঁর কথায়, 'আমরা যখন ভোট দিই তখন ১৭এ নামে একটি

ফর্ম থাকে। প্রিসাইডিং অফিসার আমাদের উপস্থিতি নির্ধারণ করেন। দিনের শেষে সারাদিনের তথ্যের সঙ্গে ১৭সি ফর্ম ফিল আপ করা হয়। তারপর প্রার্থীদের এজেন্টদের সই নেওয়া হয় তাতে। তারপরই প্রিসাইডিং অফিসার বাড়ি যান। ১৭সি ফর্মে ভোটের দিনের রিয়েল টাইম ডেটা নথিভুক্ত করা হয়। তাহলে সেই তথ্য পরের দিন বদলে যায় কীভাবে সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।' কুরেশি জানান, বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের মুখ খোলা উচিত। সারা দেশে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ ছড়াচ্ছে। এমনটা চলতে থাকলে সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর থেকেই মানুষের বিশ্বাস চলে যাবে। লোকসভা ভোটের সময়ও প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত ভোটদানের হার নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। সেইসময় অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাতে প্রতি দফার ভোটের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বুথপিছু ভোটদানের হার প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের তরফেও আপত্তি জানানো হয়েছিল।

এদিকে কংগ্রেস যেভাবে ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হয়েছে তাতে দলের অন্দরেই ভিন্ন মত শোনা যাচ্ছে। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে হারের জন্য সরাসরি ইভিএমকেই দায়ী করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম মনে করেন, হারের জন্য ইভিএমকে দায়ী করা ঠিক নয়। একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'ইভিএম নিয়ে কিছু সংশয় রয়েছে ঠিকই। এলন মাস্ক নিজেও ইভিএম নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ইভিএম নিয়ে আমার কোনও খারাপ অভিজ্ঞতা নেই।' তাঁর ছেলে তথা কংগ্রেস সাংসদ কার্তিও ইভিএমে কারচুপির অভিযোগের সঙ্গে একমত নন।

ক্ষমা চাইলেন পুতিন

বার্লিন, ২৯ নভেম্বর : ১৭ বছর আগের কথা। সোচিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। সেইসময় তাঁর পোষ্য ল্যাব্রাডর কোনিকে এনে মার্কেলকে চমকে দিয়েছিলেন পুতিন। কুকুরকে ভয় পাওয়া মার্কেল তখন কিছু না বললেও মঙ্গলবার প্রকাশিত স্মৃতিকথায় কোনি প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রাক্তন জার্মান চ্যান্সেলারের দাবি, তাঁর কুকুর ভীতির বিষয়টি আগেই রুশ আধিকারিকদের জানানো হয়েছিল। তারপরেও কোনিকে নিয়ে বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন পুতিন।

বিষয়টি জানতে পেরে মার্কেলের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আগেই মার্কেলকে বলেছিলাম যে তাঁর কুকুর ভীতির কথা আমি জানতাম না। জানলে কখনই এটা করতাম না। আমি আবার তাঁকে বলছি, অ্যাঞ্জেলা দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলার কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।'

আড়াই বছরে সর্বনিম্ন জিডিপির হার

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে নজিরবিহীন পতন ঘটল জিডিপির। শুক্রবার ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস জানিয়েছে, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) হার ৫.৪ শতাংশ। গত আড়াই বছরের নিরিখে যা সবচেয়ে কম। এর আগে করোনা-লকডাউনের রেশ ধরে ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩ শতাংশ। গত বছর এই সময় ভারতের জিডিপির হার দাঁড়ায় ৮.১ শতাংশ। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে তা কমে ৬.৭ শতাংশ হয়েছিল। এবার সেটা আরও কমেছে। যদিও বিশ্বের জিডিপি তালিকায় এখনও পয়লা নম্বর স্থানটি ধরে রেখেছে ভারত। তালিকায় দ্বিতীয় চিনের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৪.৬ শতাংশ।

ভারতের জিডিপি পতনের হার যে এই স্তরে পৌঁছোবে কোনও আর্থিক সংস্থার পূর্বাভাসে সেটা বোঝা যায়নি। নভেম্বরের শুরুতে গবেষণা সংস্থা ইক্রা চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৬.৫ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস জারি করেছিল। বাস্তবে পতনের হার সেই অনুমানকে ছাপিয়ে গিয়েছে। জিডিপির হার যে নিম্নমুখী হবে কয়েকমাস ধরে সেই আশঙ্কার কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমা থেকে স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষের আয়ের উৎসে চাপ তৈরি হয়েছে। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির হার আশাজনক না হওয়া যার একটি কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে চাহিদা কমায় উৎপাদন কমিয়েছে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা। বাজারে যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রের মোট মূল্য সংযোজন বা গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ)-এর পরিমাণ ৩.৫ শতাংশ। প্রথম ত্রৈমাসিকে যা ছিল ২ শতাংশ। তবে উৎপাদন খাতের অবদান ৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২.২ শতাংশ।

পরাজয় থেকে শিক্ষা নিক দল খাড়গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত হার থেকে কংগ্রেসকে শিক্ষা নেওয়ার বার্তা দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার এআইসিসির সদরদপ্তরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তথা ঐক্যের অভাবকে প্রধান দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'ঐক্যের অভাব এবং নেতাদের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য দলকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই না করি এবং একে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা বন্ধ না করি, তাহলে কীভাবে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করব?' তিনি বলেন, 'শৃঙ্খলা মেনে চলা খুব জরুরি। যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের সহযোদ্ধাদের কঠোর নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাই না। সবার বোঝা দরকার কংগ্রেসের জয় আমাদের জয় এবং পরাজয় আমাদের হার। আমাদের শক্তি দলের শক্তি।' খাড়গে স্বীকার করেন, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নতুন উদ্দীপনায় ফিরে এসেছিল, তবে তিন রাজ্যের নির্বাচনি ফলাফল দলের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট চারটি রাজ্যের মধ্যে দুটিতে সরকার গঠন করলেও আমাদের পারফরমেন্স প্রত্যাশার নীচে রয়েছে। এই ফলাফল আমাদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।'

তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচনের ফল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। সাংগঠনিক স্তরে দুর্বলতা দূর করতে হবে। এই ফলাফল আমাদের কাছে একটি বার্তা।' নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি কংগ্রেসের পক্ষে ছিল, তবে অনুকূল পরিবেশ থাকলেই জয় নিশ্চিত হয় না।

খাড়গে বলেন, 'আমাদের সংগঠনকে বুথস্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করতে হবে। ভোটার তালিকা তৈরি থেকে গণনা পর্যন্ত সতর্ক, সজাগ এবং মনোযোগী থাকতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি এমন হওয়া উচিত যে, শুরু থেকে ভোটগণনা পর্যন্ত আমাদের কর্মী এবং সিস্টেম নিখুঁতভাবে কাজ করে। অনেক রাজ্যে আমাদের সংগঠন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। সংগঠনকে শক্তিশালী করা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।'

উত্তালের অন্তরঙ্গ আলোকবৃত্তে নারী

জমজমাট।। *শিলিগুড়িতে উত্তাল নিবেদিত 'সুটকেস' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

নাটকে প্রতিবাদের ভাষাই হোক, বা জীবন বোধের গভীর কথা, সেই বার্তায় স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় যদি মিলে যায় তাহলেই সেটা সোনায় সোহাগা হয়ে ওঠে। সম্প্রতি 'উত্তাল' উদ্যোগে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে দশম বর্ষ প্রদীপ লাহিড়ি স্মারক অন্তরঙ্গ নাট্য আয়োজনে একদিনে পাঁচটি নাটক হয়ে গেল। আয়োজক সংস্থা উত্তাল ছাড়াও এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিল জলপাইগুড়ির 'মুক্তাঙ্গন' ও কালিয়াগঞ্জের 'বিচিত্রা'। সঙ্গে ছিল অয়নিকা চক্রবর্তী ও সেরিনা রায়ের নৃত্যের অনুষ্ঠানও।

মঞ্চের মায়া কাটিয়ে ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে ধারাবাহিক নাট্য উৎসব চালিয়ে যাওয়ার নজির উত্তরবঙ্গে খুব বেশি নেই। বিকল্প মঞ্চের আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গত ১০ বছর ধরে এই কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। আসলে পায়ে পায়ে ৪৭ বছর পেরিয়ে উত্তাল আজও যেমন মঞ্চে সজীব, তেমনই প্রসেনিয়ামের বাইরে পথে, মুক্তমঞ্চে, অন্তরঙ্গে সব আঙ্গিকেই সমান সক্রিয়। উত্তালের কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব পলক চক্রবর্তীর এ এক নীরব লড়াই।

অন্তরঙ্গ নাট্যের অনুষ্ঠানে প্রথম নাটক ছিল রিনা ভারতীর পরিচালনায় জলপাইগুড়ি 'মুক্তাঙ্গন'-এর 'আমিই দুর্গা'। এই নাটকে সেইসব লড়াকু নারীর কথা উঠে এসেছে যাঁরা প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সংসার চালান এবং নিজে রোজগার করে সন্তান মানুষ করেন কিন্তু সম্মান পান না। এই দলের দ্বিতীয় নাটকে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে। দুটো নাটকে অভিনয়ে ছিলেন রিনা ভারতী, গৌরব চক্রবর্তী, শ্রেয়া পাল, ভূমি ঘোষ, ঋদ্ধিমান দাস, অনুষ্কা মালাকার, স্নেহা রায়, কাজল দাস, রুশিকা মণ্ডল, ইয়ান ধর, রাজদীপ বৈশ্য এবং সায়ন্তিকা চন্দ।

কালিয়াগঞ্জের 'বিচিত্রা'র সংগ্রামী ভট্টাচার্য ও অরিন্দম ঘোষ তাঁদের দুটো নাটকেই মানুষের আত্মচেতনার উপলব্ধির কথা বলেছেন। এক সাংবাদিকের জীবনের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে নাটক 'তুরুপের তাস' আবর্তিত হয়েছে। পরের নাটক ছিল 'গিরগিটি'। একজন ব্যক্তি নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করেন গিরগিটি রূপে। তাঁর মনে হয় যেন সময়ে সময়ে রং পালটে তিনি গিরগিটির মতো বাঁচছেন। আসলে আমরা সকলেই যেন একেকটা গিরগিটি। শুধু স্থানভেদে আমাদের স্বার্থের রং পরিবর্তন হয় মাত্র! নাটক দুটি লিখেছেন পত্রাবলী চক্রবর্তী।

নাট্যকার বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে তাঁর লেখা 'সুটকেস' নাটক এদিন পলক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মঞ্চায়ন করে 'উত্তাল'। মধ্যপন্থী সুযোগসন্ধানীরা সবসময় সুবিধাবাদী হন। তাঁরা নিজের সত্তাকেও বিকিয়ে দিতে পিছপা হন না। আপসের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার এই আন্দোলনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় এক নারী। বিয়াল্লিশের আন্দোলন ছুঁয়ে দু'হাজার চব্বিশে এসে এই নাটক কোথাও যেন এই সময়ের নারীদের লড়াইকেই মর্যাদা দেয়। অভিনয়ে ছিলেন স্বরূপ দে, শ্রেয়া দত্ত, দেবরাজ পূর্বে ও দুর্গাশ্রী মিত্র। উত্তালের এই অন্তরঙ্গ নাট্য আয়োজনে দশ বছরে প্রায় পঁচিশটি নাট্যদল পঞ্চাশটিরও বেশি প্রযোজনা এখানে প্রদর্শন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তালের পক্ষ থেকে 'অমল চক্রবর্তী স্মারক সম্মান' দেওয়া হয় অভিনেত্রী যূথিকা নন্দীকে। সব মিলিয়ে নারী ছিল এদিনের অন্তরঙ্গ আয়োজনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। *- ছন্দা দে মাহাতো*

আরোগ্য কামনা

ইসলামপুরের বর্ষীয়ান ক্যানসার আক্রান্ত সংগীতশিল্পী স্বপ্না উপাধ্যায়ের বাসভবনে শিল্পীর আরোগ্য কামনায় এক মুঠো রোদের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় 'সেরে উঠুন শিল্পী , ছন্দে ফিরুন' শীর্ষকের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রকাশিত হল এ বছরের 'এক মুঠো রোদ' শারদ সংখ্যা। দ্বিজেন পোদ্দারের সভাপতিত্বে এই অভিনব কর্মসূচিতে প্রথমে রামগঞ্জের সদ্যপ্রয়াত কবি ও সম্পাদক প্রণবকুমার দেবনাথ সহ এই সময়ে প্রয়াত সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। এরপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিজয় দাস। শিল্পীর সুস্থতা ও ছন্দে ফিরে আসার কামনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রদীপকুমার সিনহা, উত্তমকুমার সরকার, ভবেশ দাস, সনাতন দাস, সুদীপ্ত ভৌমিক, ডঃ বাসুদেব রায়, নিশিকান্ত সিনহা প্রমুখ। স্বরচিত সাহিত্য পাঠ করেন মৌসুমি নন্দী, সবাশীষকুমার পাল, নিশিকান্ত সিনহা, দ্বিজেন পোদ্দার, সুদীপ্ত ভৌমিক প্রমুখ। বেহালা বাজিয়ে শোনান ডঃ বিনয়ভূষণ বেরা। সংগীত পরিবেশন করেন মনোনীতা চক্রবর্তী, আবীরা সেনগুপ্ত এবং স্বপ্না উপাধ্যায়। আবৃত্তি পরিবেশন করে শিশুশিল্পী সমৃদ্ধ দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিজয় দাস ও প্রসূন শিকদার। সবকিছু দেখে অভিভূত স্বপ্না বললেন, 'আমি ছন্দে ফিরবই।' *– সম্পা পাল*

সাহিত্য আড্ডা

সম্প্রতি কোচবিহারের ছাটগুড়িয়াহাটিতে গবেষণাধর্মী জার্নাল 'খোলা চোখে' দপ্তরে বসেছিল মনোজ্ঞ সাহিত্য আড্ডার আসর। মুর্শিদাবাদ থেকে এই আড্ডায় এসেছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, লেখক ও গবেষক ডঃ সায়ন্তন মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক ও গবেষক ডঃ তপন দাস, কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মল্লিক, প্রকাশক শচীন বর্মন। এছাড়াও ছিলেন 'খোলা চোখে'-র সম্পাদক প্রাবন্ধিক ও কবি বিদ্যুৎ সরকার, সহ সম্পাদক, প্রাবন্ধিক ও কবি অভিজিৎ দাশ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কবি বিকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ। আড্ডার আলোচনায় উঠে আসে দুই জেলার প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুর্শিদাবাদ-কোচবিহার যোগ, বাংলা ভাষার ধ্রুপদি ভাষা হয়ে ওঠা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিভিন্ন দিক সহ সমকালীন বিভিন্ন বিষয়। এছাড়াও 'খোলা চোখে'-র বিগত প্রকাশিত সংখ্যাগুলি ও আগামী প্রকাশিতব্য সংখ্যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। *–পার্থ চক্রবর্তী*

প্রথম বর্ষপূর্তি

কিছুদিন আগে 'একফালি জানালা'র মুক্ত লাইব্রেরির প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ঠিকনিকাটা জুনিয়ার হাইস্কুলের সভাকক্ষে। উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিশিষ্ট কবি প্রেমানন্দ রায়। স্বাগত ভাষণ দেন একফালি জসনালর সভাপতি অতুলচন্দ্র রায়। বক্তব্য রাখেন ডাঃ বিপুল পাল, দেবী প্রসন্ন আচার্য, অনিল সাহা, অরুণকুমার সরকার, দেবলাল সিংহ। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে শোনান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত বাচিকশিল্পী অরুময় চক্রবর্তী ও মানিক দাস। সংগীত পরিবেশন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, মীরা রায়, শুক্লা সিংহ, মুনমুন নারায়ণ। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'পুতুল কথা' কৌতুকনাট্য। পরিবেশন করেন রামপ্রসাদ ব্যানার্জি। সঞ্চালনায় ছিলেন পরিমলচন্দ্র রায়। *–খোকন সাহা*

গানে গানে : *সম্প্রতি কোচবিহার সাহিত্যসভা অডিটোরিয়ামে সান্ধ্যকালীন আয়োজনে গানের ভুবন সংগীত সংস্থা একটি সংগীতমুখর মঞ্চের উপহার দিল। অনুষ্ঠানে সংস্থার শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পীরা মঞ্চ মাতালেন। কোচবিহারে সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে জড়িত দীপায়ন ভট্টাচার্য, শম্পা ব্যানার্জি, মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, চায়না চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে সংস্থা সম্মাননা তুলে দেয়। আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী, সন্তোষ মজুমদার, দেবলীনা নন্দী প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা শোনান মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল। আবৃত্তিতে মুগ্ধ করেন চায়না চট্টোপাধ্যায়। ছন্দ মেলা শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীরা নৃত্যছন্দে মাতিয়েছেন। পরিচালনায় ছিলেন সব্যসাচী কর্মকার। পরিমিত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানকে গতিমুখর করেন অদ্রিজা ঘোষ ও স্তুতি ঘোষ।* *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

গৌরবময় ২৫

ময়নাগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি সতী সেনগুপ্তের স্মৃতিতে ১৯৯৯ সালে ময়নাগুড়ি শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতীন্দ্র প্রসাদ মেমোরিয়াল শিক্ষানিকেতন যা এসপিএম শিক্ষানিকেতন নামে পরিচিত। প্রয়াত সতী সেনগুপ্তের সম্পাদনায় একসময় প্রকাশিত হত পাবক পত্রিকা। সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যের হাতেখড়িও হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই। এসপিএম শিক্ষানিকেতনের এ বছর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মারক পত্রিকা 'আরোহণ' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'সতীন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি স্মারক সম্মান ২০২৪' ও 'সতীন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি মেধা সম্মান ২০২৪' প্রদান করা হয়। শিশুদের মায়েদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে 'সেরা মা'-এর পুরস্কার দেওয়া হয়। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সহ বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিখ্যাত ওডিশি নৃত্যশিল্পী মৌমিতা রায় ও সংগীতশিল্পী ময়ূরী দে। *–অভিরূপ দে*

আবৃত্তির টানে

আবৃত্তি পরিষদ নিয়ে এল বর্ণিল কথামালা। হেমন্তের আকাশজুড়ে যখন শীত পাখিদের সমারোহ তখন জোছনামাখা চান্দ্রেয়ী আকাশের নীচে উত্থিত হল শব্দকথার উৎসব। সে উৎসবের আয়োজক ও অন্য শিল্পীরা মেলে দিল অজস্র কবিতার ঝাঁপি। রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় ইসলামপুরের মুক্তমঞ্চে আয়োজিত কবিতায় মোড়া একটা সন্ধ্যা যেন নিয়ে এল এক অনন্য জগৎকে। আয়োজক সংস্থার কর্ণধার অনিন্দিতা বিশ্বাস তাঁর উচ্চারণে রেখে গেলেন বাচিকশিল্পের উদ্ভাসকে। খুদে থেকে বড়দের একাধিক উচ্চারণে মন্দ্রিত হল এই উৎসব। খুদেদের সহজপাঠ শীর্ষক পর্ব বেশ লেগেছে সবার। শিল্পীদের কণ্ঠে আবোল-তাবোল, বাংলার মুখ, আগডুম-বাগডুম, নাসিক হইতে খুড়োর পত্র বেশ সুন্দর পরিবেশনা। সমবেত বিদ্রোহী কবিতা বেশ সুন্দর উপস্থাপনা। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সুশান্ত নন্দীর স্বরচিত কবিতা ছিল সাবলীল। অনিন্দিতা বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের শ্রুতিনাটক বেশ সুখশ্রাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত তীর্থ দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। *–সুরমা রানী*

যৌথ উদযাপন

'মল্লার' এবং 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকা দুটির যৌথ উদ্যোগে 'পথ চলার যৌথ উদযাপন' সাহিত্যানুষ্ঠান কিছুদন আগে আয়োজিত হল আলিপুরদুয়ারে। 'মল্লার' পত্রিকার ৩০ বছর পূর্তি এবং 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রথমে বক্তব্য রাখেন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ এবং কবি শিশির রায় নাথ। পত্রিকা দুটির বিষয়ে শুভেচ্ছাবার্তা জ্ঞাপন করেন প্রাবন্ধিক রণজিৎ মালাকার, কবি কল্যাণ হোড় সহ অন্যরা। 'মল্লার' পত্রিকার যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা করেন কবি শৌভিক দে সরকার। পাশাপাশি 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকার যাত্রাপথের চালচিত্র তুলে ধরেন ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস। এছাড়া, শুভময় সরকারও ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুবাদ কবিতা পাঠ করেন ডঃ সুতপা সাহা। নীড় আবৃত্তিচর্চা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা সম্মিতি কবিতা কোলাজ উপস্থাপন ছিল উল্লেখযোগ্য। কবি উত্তম চৌধুরী, অপূর্বকুমার চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, বাবলি সাহা, শৌভিক বণিক প্রমুখ কবিতা পাঠ করে শোনান। *–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

আলোচনা সভা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতেই হবে। এই আপ্তবাক্যকে স্মরণে রেখে চন্দননগর মৎস্যনিলয় আয়োজন করেছিল এক আলোচনাচক্রের। চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামের অঙ্গনে। মৎস্যনিলয়ের কর্ণধার পতিতপাবন হালদার জানান পরিবেশ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বোঝাপড়ার একটি ব্যবস্থা গড়ে ওঠার লক্ষ্যে তাঁরা নিয়মিত জনসচেতনতার উদ্যোগ নিয়েছেন। পরিবেশ প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, রঙিন মাছ সহ জলজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রাত্যহিক জীবনযাপন নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করে চলেছে। *–অন্বয় মুখোপাধ্যায়*

আলিপুরদুয়ারে তারুণ্যের ছোঁয়া

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে প্রকাশিত হল নতুন সাহিত্য পত্রিকা 'তারুণ্যের ছোঁয়া'। বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষের হাত ধরে পত্রিকার মোড়ক উন্মোচিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক সত্যজিৎ রায় এবং সহ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কর অধিকারী দুজনেই আলিপুরদুয়ার কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। সত্যজিৎ কবিতায় এবং প্রিয়ঙ্কর গল্পে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাঁরা জানান, এই পত্রিকা নতুন প্রজন্মকে সাহিত্য রচনা এবং পাঠে উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়েই এই পত্রিকার পথে নামা। *–দামিনী সাহা*

ভিন্ন স্বাদের চারটি বই

প্রতিষ্ঠার দশম বর্ষে প্রয়াস প্রকাশনীর প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে। বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে সভায় প্রকাশ পেল চারটি ভিন্ন স্বাদের বই। সৌম্য বসু সম্পাদিত 'ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলমান' ও শংকর ঘোষের 'মহাকাশের জ্যামিতি' ছাড়াও শিলিগুড়িনিবাসী কৌশিক জোয়ারদারের কবিতা গ্রন্থ 'চিড়িয়াখাতা' প্রকাশ পেল প্রখ্যাত শিল্পী হিরণ মিত্রের হাতে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী শ্রী মিত্র। আজব এই পুস্তকে বিভিন্ন পশুপাখিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে যেন মনুষ্যচরিত্রেরই বিভিন্ন দিকের উন্মোচন করা হয়েছে- লেখক ও আলোচকদের বক্তব্যে এমন তথ্যই উঠে আসে। উত্তরবঙ্গেরই আরেক সন্তান অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিরিশটি গল্প' বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের কবিতা ও গল্প পাঠ ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। প্রকাশনার অন্যতম কর্ণধার ও কবি সেলিম মণ্ডলের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় এই গ্রন্থ প্রকাশ আয়োজন। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

বইটই

নজরে ওঁরা

কলমের পাশাপাশি শিল্পের নানা ধারায় বেশ জোর ছিল জগন্নাথ বিশ্বাসের। অন্যদিকে, দিব্যেন্দু সেন (রানা) ছিলেন বহু সংগ্রামের কান্ডারি। তাঁদের স্মৃতিচারণ করেই **সংস্কৃতি সংহতির** বিশেষ সংখ্যা **দিব্যেন্দু সেন (রানা) ও জগন্নাথ বিশ্বাস শতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা-২০২৪**। তাঁদের স্মৃতিচারণার পাশাপাশি নানা বিষয় ধরা দিয়েছে পত্রিকার হেমন্ত সংখ্যায়। জগন্নাথ বিশ্বাস মানুষটি ঠিক কেমন ছিলেন তা পরিষ্কার হয় তাঁকে নিয়ে অর্ণব সেনের লেখায়। রানাকে নিয়ে মানস ভট্টাচার্য, গৌতম সরকারদের লেখা বহু অজানা তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরে। বেশ কিছু কবিতা, গল্প পাঠকদের উপরি পাওনা।

স্বার্থক প্রচেষ্টা

প্রথম বই। গুণগত মানে তা কতটা উত্তীর্ণ তা নিয়ে হয়তো প্রশ্ন থাকলেও তাতে মিশে থাকা আবেগে যে কোনও ভেজাল নেই সেটা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। মাধবী দাস সম্পাদিত **নতুন গোল্লাছুট** পত্রিকার অষ্টম বর্ষ সংখ্যা সেটাই প্রমাণ করল। **প্রথম বই ও ১৬ জন কবি** শীর্ষক এই সংখ্যায় কলম ধরেছেন যশোধরা রায়চৌধুরী, মন্দাক্রান্তা সেন, পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, মধুমিতা চক্রবর্তী, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, রিমি দে, রত্নদীপা দে ঘোষ, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, শ্যামশ্রী রায় কর্মকার, বেবি সাউ, জয়শীলা গুহ বাগচী, মনোনীতা চক্রবর্তী, পাপড়ি গুহ নিয়োগী ও মাধবী দাস।

অনন্য লেখনী

'ভালো থাকার মন্ত্র কোথায় খুঁজে বেড়াও/সে যে আছে নিজের কাছে।' লিখেছেন প্রকাশচন্দ্র শাসমল। **ওরা বেঁচে থাকে** শীর্ষক তাঁর কবিতার বইয়ে। পূর্ব মেদিনীপুরে জন্ম। পরে শিলিগুড়িতে এসে এখানে পড়াশোনা শেষে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। সাতের দশক থেকে কবিতা লিখছেন। ছোটদের গল্প, ছড়া, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাসও বহু লিখেছেন। শিলিগুড়ি সহ গোটা রাজ্যের নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশের নানা লেখা ঠাঁই পেয়েছে। দুটি গানের অ্যালবামে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয়ও সারা। নবম কাব্যগ্রন্থটির সব মিলিয়ে ৩৯টি কবিতার সংকলন। প্রতিটিই মনকে সমানভাবে ছুঁয়ে যায়।

উৎসবের আমেজ

উৎসবের মরশুমের অনেকটাই শেষ। নিশিকান্ত সিনহা সম্পাদিত **কালিনী** পত্রিকার **উৎসব সংখ্যার** সূত্রে উৎসবের আমেজ কিন্তু এখনও বজায় টানটান। বরাবরের মতোই পত্রিকার এবারের উৎসব সংখ্যাও প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় ঠাসা। দেবব্রত চাকির লেখা 'পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পটভূমিতে কোচবিহার, ইসলামপুর ও পুরুলিয়া' প্রবন্ধটি বহু অজানা তথ্যের জানান দেয়। উমেশ শর্মার লেখা 'বাংলা বিহার সীমান্তের চুরলি এস্টেট' লেখাটিও বেশ। সুদীপ্ত ভৌমিকের লেখা 'ভালোবাসা' গল্পটি মানবিক সম্পর্কের এক অন্য গল্প বলে। সবাই যাতে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য কলমের মাধ্যমে তাঁদের প্রচেষ্টা জারি থাকবে বলে সম্পাদকের আশ্বাস।

শারদ নিবেদন

আরও একটি **পুজো সংখ্যা** পাঠকদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের মন ভরাল দেবাশিস দাস সম্পাদিত **বিবৃতি** পত্রিকা। জীবন আলেখ্য, কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, অণুগল্প, রম্যগল্প, অনুবাদ কবিতা, আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, ভ্রমণের মতো নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে পত্রিকার উৎসব সংখ্যা বরাবরের মতোই জমজমাট। রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে যশোধরা রায়চৌধুরীর লেখাটি বেশ। উৎপল ঝা'র লেখা 'হারানো বই ও নটী বিনোদিনী দাসী' অনেক অজানা কিছুকেই স্পষ্ট করে। কোচবিহার রাজ্যের ভোট নিয়ে জয়ন্ত গুহঠাকুরতার লেখাটি বেশ অন্য ধরনের। সম্পাদকের লেখা রম্যগল্পটি মন ভরায়।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

খবরাখবর

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ, সোনালি শিয়াল

শীতের শুরুতেই নতুন অতিথি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শীতের শুরুতেই নতুন অতিথি। হায়দরাবাদ থেকে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কে আনা হল দুটি সাদা বাঘ। নিয়ে আসা হয়েছে দুটো গোল্ডেন জ্যাকেল বা সোনালি শিয়ালও। পর্যটনের মরশুমে পর্যটকদের নজর কাড়তে চলেছে তারা।

রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী জানিয়েছেন, হায়দরাবাদ থেকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় একজোড়া সাদা বাঘ ও সোনালি শিয়াল আনা হয়েছে। মর্দা বাঘের বয়স ৪ বছর আর মাদির ৭ বছর। পরিবর্তে একজোড়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার, একজোড়া গোল্ডেন ফেজেন্ট, সিলভার ফেজেন্ট, লেডি আর্মহার্স্ট ফেজেন্ট ও চির ফেজেন্ট পাঠানো হয়েছে হায়দরাবাদের চিড়িয়াখানায়।

শৈলশহরের এই চিড়িয়াখানা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কের অধীন তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে স্নো লেপার্ড, হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির নেকড়ে, রেড পান্ডার মতো বন্যপ্রাণীর সফল কৃত্রিম প্রজনন হয়েছে এখানে।

ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে জন্ম হয় চারটি রেড পান্ডা ও জোড়া তুষার চিতার। সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের সরকারি অনুষ্ঠানে এসে খুদে তুষার চিতাদের মধ্যে একটির নাম চার্মিং, আরেকটির নাম ডার্লিং রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার চিড়িয়াখানার মুকুটে নয়া পালক জুড়ল। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন বছরের শুরুতেই পর্যটকরা নতুন অতিথিদের দেখা পাবেন।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় সাইবেরিয়ান টাইগার আগে থেকেই ছিল। এবার আনা হল সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এমন বৈচিত্র্য দেশে বিরল। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচির কথায়, 'আগামী কয়েকদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। চিড়িয়াখানার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর ওই বন্যপ্রাণীদের আনা হবে পর্যটকদের সামনে।'

হায়দরাবাদ থেকে প্রাণীগুলোকে সড়কপথে আনা হয়েছে। সঙ্গে চিকিৎসকরা ছিলেন। আপাতত নতুন অতিথিদের জন্য নাইট শেলটারে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে সবক'টিই সুস্থ বলে জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি দার্জিলিং থেকে হায়দরাবাদে পাঠানো প্রাণীরাও সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হায়দরাবাদ থেকে আনা একটি সাদা বাঘ। দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়।

> আগামী কয়েকদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। চিড়িয়াখানার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর ওই বন্যপ্রাণীদের আনা হবে পর্যটকদের সামনে।
>
> **বাসবরাজ হোলেইচি**
> ডিরেক্টর, দার্জিলিং চিড়িয়াখানা

এবিভিপি'র শীর্ষ কমিটিতে উত্তরের ৩

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : ২২-২৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে আয়োজিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭০তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন থেকে ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন উত্তরবঙ্গ প্রদেশের তিনজন সদস্য। এর মধ্যে রয়েছেন শিলিগুড়ির পূজা রাম, মালদার সন্দীপ দাস এবং উত্তর দিনাজপুরের দীপ দত্ত। বর্তমানে সন্দীপ মালদা বিভাগ সংগঠন সম্পাদক, দীপ প্রদেশ সহ সম্পাদক এবং পূজা প্রদেশ সহ সম্পাদিকা হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ সম্পাদক দীপ্ত দে বলেন, 'গোরক্ষপুরের রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ থেকে ১৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন থেকে পাঁচটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, '২০১৬ সাল থেকে রাজ্যে বন্ধ রয়েছে ছাত্র নির্বাচন, নতুন করে ছাত্র নির্বাচন চালু করার দাবি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নামতে চলেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির দাবিতে এবং নারী নিরাপত্তা নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আগামীতে সর্বস্তরে আন্দোলনে নামবে।'

রবির ভবিষ্যতে শনির ছায়া

কোচবিহার, ২৯ নভেম্বর : কোচবিহার রাসমেলা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে পুরসভার দ্বন্দ্বে চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষই গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। তিনি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রী ছিলেন। বহু বছর তৃণমূলের কোচবিহারের জেলা সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। বর্তমানে তিনি পুরসভার চেয়ারম্যান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সখ্য সকলেরই জানা। সেই রবীন্দ্রনাথই রাসমেলা শুরুর আগে তার মেয়াদ নিয়ে প্রশাসনকে কার্যত 'চ্যালেঞ্জ' ছুড়ে দিয়েছিলেন। প্রশাসন মেয়াদ না বাড়ালে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই বহাল থাকল। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে তেমন কিছু বলতে চাননি। তিনি দাবি করেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মেলা বাড়ানোর কথা বলেছিলাম।

কয়েকবছর আগেও রবীন্দ্রনাথের কথাতেই জেলা শাসক, পুলিশ সুপাররা চলতেন বলে অভিযোগ। তাহলে হঠাৎ কী হল? প্রতিবছর যেখানে মেলার মেয়াদ বাড়ানো হয় সেখানে এবছর বাড়ানো তো দূরের কথা উলটে গতবারের তুলনায় পাঁচদিন কমেছে। রবীন্দ্রনাথ মেলা বাড়ানোর দাবি তুললেও প্রশাসন তা মানেনি। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের গুরুত্ব কমার বার্তাই সকলের কাছে পৌঁছাল। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'মেলা বাড়লে তৃণমূলের নেতাদের পকেট কিছুটা গরম হবে। তাই তাঁরা মেলা বাড়ানোর জন্য প্রথম থেকেই দাবি তুলছেন।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মেলা নিয়ে বেশি কিছু বলতে রাজি নন। তিনি বলেছেন, 'ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আমি এখনও চাই মেলার মেয়াদ বাড়ুক। যা বলার শনিবার বলব।'

৬ বিধায়কের শপথে রাজি রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আর বিবাদ নয়। কোনও প্রশ্ন বা আপত্তি তুললেন না রাজ্যপাল। নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাতে রাজি হয়ে গিয়েছেন। শুক্রবার রাজভবন সূত্রে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিধানসভায় গিয়ে শপথবাক্য পাঠ করাবেন সিভি আনন্দ বোস। ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে মুখোমুখি হবেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কার্যকালের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিন রাজ্যের সঙ্গে মিলেমিশে চলার বার্তা দিয়েছিলেন সিভি আনন্দ বোস।

এর আগে বিধায়কদের শপথগ্রহণ নিয়ে বারেবারে সরকার ও বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে সংঘাতে হয়েছে রাজ্যপালের। ইতিপূর্বে বিধানসভায় গিয়ে বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকারকে শপথবাক্য পাঠ করাতে তিনি রাজি হননি। উলটে শপথবাক্য পাঠ করার জন্য ওই দুই বিধায়ককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রাজভবনে। তাঁরা না যাওয়ায় দীর্ঘদিন শপথগ্রহণ ঝুলে ছিল।

গত ২৩ নভেম্বর ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে চিঠি দেন। যাতে বিধানসভায় গিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি যেতে না পারলে কাউকে সেই দায়িত্ব দেওয়ার অনুরোধ রাজ্যপালকে করেছিলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু এবার আর বিরোধের পথে গেলেন না সিভি আনন্দ বোস। তাঁর পদের দ্বিতীয় বর্ষের দিন দেওয়া বার্তার সঙ্গে সংগতি রেখে নিজেই বিধানসভায় গিয়ে শপথবাক্য পাঠ করাতে রাজি হলেন।

সন্দীপের অ্যাপ জানাবে ওষুধের 'অ-আ-ক-খ'

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৯ নভেম্বর : জন্মাবার ঠিক পরেই হোক কি মৃত্যুর আগে। জ্বর বা পেট খারাপ হোক কিংবা হোক মারণ রোগ ক্যানসার। পছন্দ হোক বা না হোক সবক্ষেত্রেই ওষুধের হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই। অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ওষুধের গুণাগুণ সহ তার একাধিক বিষয় সম্পর্কে অন্ধকারেই থেকে যেতে হয় সকলকে। একথা মাথায় রেখেই এই সমস্ত কিছু হাতের মুঠোয় এনে দিতে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরির করার কথা ভেবেছিলেন আলিপুরদুয়ারের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগরের বাসিন্দা সন্দীপ পাল।

পেশায় চিকিৎসক সন্দীপ বর্তমানে গুয়াহাটির একটি হাসপাতালে কর্মরত। নিজের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে তাঁর সময় লেগেছে পাক্কা দু'বছর। কাজের ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছেন তখনই কাজ করে গিয়েছেন এই অ্যাপের জন্য। অবশেষে স্বপ্নপূরণ, মাসখানেক আগে গুগল প্লেস্টোরে এসেছে তাঁর তৈরি 'হোয়াট ইস দ্য মেডিসিন' অ্যাপ। আর ইতিমধ্যে ১০০ জন সেটি ইনস্টল এবং ১০০০ জনের বেশি মানুষ সার্চ করেছেন।

নিজের অ্যাপের কাজ করছেন সন্দীপ। -সংবাদচিত্র

এই অ্যাপের বিশেষত্ব কী? সন্দীপ জানিয়েছে, অ্যাপটিতে মোট সাত লক্ষের বেশি ওষুধ এবং ওষুধজাতীয় উপাদানের তথ্য যেমন রয়েছে, তেমনি অ্যালপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, সাপ্লিমেন্টস এবং নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ওষুধের বিবরণও রয়েছে। পাশাপাশি ওষুধের মূল উপাদান, ব্যবহারবিধি, মাত্রা, উপকারিতা সহ অনেক কিছু আছে। অ্যাপটি খুললেই প্রথমে একটি পেজ খুলছে। সেখানে ওষুধের জেনেরিক নাম বা ব্র্যান্ডের নাম লিখলে অনেকগুলো ওষুধের নাম সহ তালিকা চলে আসছে। আর সেখানে প্রত্যেক ওষুধের এক একটি পাতাতে ক'টা করে থাকে এবং তার দাম কত, সেই সমস্ত তথ্য থাকছে। এরপর সেটা ক্লিক করলে ওই ওষুধ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাবে। কখন ওষুধ খেতে হবে, কীভাবে খেতে হবে, কোন অসুখ হলে এই ওষুধ খেতে হবে- এই সমস্ত কিছুরই বর্ণনা থাকছে সেখানে।

ফোনে সন্দীপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অনেক সময় ওষুধটির কাজ, কীভাবে খেতে হবে সহ একাধিক প্রশ্ন মানুষের মধ্যে আসে। সেসব ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নানা কারণে তাঁরা সঠিকভাবে না জেনে ওষুধ খেয়ে নেন।' মানুষকে ওষুধ সম্বন্ধে জানানোর জন্যেই এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান। এই অ্যাপটি সাধারণ মানুষের খুবই উপকারে আসবে বলে বিশ্বাস শহরের বাসিন্দা হ্যাপি ঘোষের।

শুক্রবার কোচবিহার রাসমেলায় ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর সেহানবিশ।

হার ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের জনবহুল লাইনপাড়ায় শুক্রবার দুপুরে দুটো নাগাদ শিক্ষিকা পুনম সরকারের সোনার চেন ছিনতাই হয়েছে। এদিন দুপুরে শিক্ষিকা ও তাঁর ননদ একসঙ্গে বাড়ির সামনে একটি অনুষ্ঠানবাড়িতে যাবার জন্য ই-রিকশায় চাপেন। সেসময় বাইক করে আসা দুজন দুষ্কৃতী পুনমের সোনার চেন ছিনতাই করে পালায়। এদিন সন্ধ্যায় শিক্ষিকার স্বামী সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সদর থানার আইসি সন্দীপ কুমার জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মধ্যরাতে

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় সিংহের খোঁচা, 'সরকারি কর্তাদের একাংশও এসব রিসর্ট, হোটেলে মাঝেমধ্যে আসেন। যাঁদের হাতে অনৈতিক কাজকর্ম আটকানোর এক্তিয়ার, তাঁরাই যদি এখানে আসেন তাহলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?'

বীরসিংজোতের রিসর্টটিতে মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নেমে বিপাকে পড়তে হয়েছিল পুলিশকে। সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ থাকায় ঘটনা কী ঘটেছিল তা জানাই যায়নি। কিন্তু তারপরও বাকি হোটেল, রেস্তোরাঁয় সিসিটিভি কাজ করছে কি না কিংবা অবৈধ কাজকর্ম হচ্ছে কি না, সেই খোঁজ নেয়নি পুলিশ।

নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন বলছেন, 'নকশালবাড়ির হোটেল, রেস্তোরাঁয় কোথায় কী হচ্ছে, আমার জানা নেই। অবৈধ কাজ ধরা পড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ধর্মাচরণে সংঘাত

প্রথম পাতার পর

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পূর্বতন শেখ হাসিনা সরকারের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা পাচ্ছেন।' যদিও ওই সমীক্ষা যাঁদের মধ্যে করা হয়েছে, তাঁদের ৯২ শতাংশের বেশি মুসলিম ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশে নতুন করে গণ্ডগোলের খবর মিলেছে শুক্রবার। ঘটনাটি চট্টগ্রামের।

বাংলাদেশ থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, জুম্মার নমাজের পর চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানার পাথরঘাটায় হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা হয়। অভিযোগ, হামলা হয়েছে সেনা ও পুলিশের উপস্থিতিতে। সান্তনেশ্বরী কালী মন্দির, জগবন্ধু আশ্রম আক্রান্ত হয়। অভিযোগের তির তিনটি ইসলামিক সংগঠনের দিকে। আক্রান্তরা সাহায্য চেয়ে ফোন করলেও নিরাপত্তাবাহিনীর দেখা মেলেনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দু এবং অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর লাগাতার হামলা এবং হুমকি প্রসঙ্গে ভারত সেদেশের সরকারের কাছে বারবার ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমাদের অবস্থান একদম পরিষ্কার। বাংলাদেশের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব। ক্রমবর্ধমান হিংসা এবং উসকানিকে শুধু সংবাদমাধ্যমের মনগড়া, অতিরঞ্জিত বলে খারিজ করে দেওয়া যায় না।'

বিএনপি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করলেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সুরে বিএনপির সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বলেন, 'চিন্ময়ের মুক্তি চেয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযানে নেমেছে ভারত।' যদিও বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন আটকাতে এখনও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি সরকার।

তবে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার। ঢাকায় শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ব্যক্তি ও সংগঠনকে এক করে দেখা হচ্ছে না। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি অভিযুক্ত হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। কিন্তু ইসকন সম্পর্কে কোনও পদক্ষেপ করার ভাবনা সরকারের নেই।

বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় সহ ইসকনের ১৭ জন কর্মকর্তার ব্যাংক লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করে এক ধরনের পদক্ষেপই করেছে বাংলাদেশের ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট। নিষেধাজ্ঞা জারির ভাবনা নেই বলে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্যকে স্বাগত জানালেও কলকাতায় ইসকনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন আটকে দিলে ভক্তরা খাবেন কীভাবে? মন্দিরের বিদ্যুতের বিলই বা দেওয়া হবে কেমন করে?

এ প্রসঙ্গে নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জয়সওয়াল বলেন, 'ইসকন একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা, যারা সমাজসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।' ইসকন সন্ন্যাসীর বিচার যাতে নিরপেক্ষভাবে হয়, সেই বার্তাও দিয়েছে সাউথ ব্লক। বিপরীতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরের বাইরে একটি হিন্দু সংগঠনের বিক্ষোভ সমাবেশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং প্রধান উপদেষ্টার কুশপুতুল পোড়ানোর তীব্র নিন্দা করেছে ঢাকা।

অন্যদিকে, চিন্ময় কৃষ্ণদাস সম্পর্কে আগের অবস্থান কিছুটা লঘু করেছে ইসকন। ২৪ ঘণ্টা আগেও সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, চিন্ময়ের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুক্রবার অবশ্য বাংলাদেশ ও কলকাতায় ইসকন কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক অস্বীকার করলেও গ্রেপ্তার নিয়ে চিন্ময়ের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্ম নিয়ে বিরোধ মাথাচাড়া দিয়েছিল গত দুর্গাপুজোর সময়। ঢাকার একটি পুজোমণ্ডপে হামলা হয়, সাতক্ষীরার একটি মন্দিরে গয়না চুরি হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সে সময় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নির্বিঘ্নে দুর্গাপুজো করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিক্ষোভের সময় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অমর্যাদার অভিযোগে সংঘাত শুরু হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে এখনও লাগাম পরেনি বাংলাদেশে। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর জানিয়েছেন, ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিষয়গুলির দিকে নিয়মিত নজর রাখছে।

বড় দুর্নীতি

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, এক একটি মাতৃযান এবং নিশ্চয়যানের মাসে গড়ে সাত লক্ষ টাকা করে বিল জমা পড়ছে মেডিকেলে। এর ৫০ শতাংশের বেশিই ভুয়ো বিল বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু দেনাপাওনার সম্পর্ক থাকায় কেউই এই বিলগুলি নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেন না। ভুয়ো বিল তৈরি করে দেওয়ার 'পুরস্কার' হিসাবে ওয়ার্ডেই এই গাড়ির বিল ডেস্কে মাসে গাড়ি প্রতি ১০ হাজার টাকা করে দিতে হয়। ডেস্ক থেকে বিল তৈরি করে অ্যাকাউন্ট বিভাগে পাঠানো হয়। সেখানে বিল নেওয়ার সময় ৩০ শতাংশ টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ কোনও অ্যাম্বুল্যান্সের মাসে আট লক্ষ টাকা বিল হলে সেই গাড়ির মালিককে অ্যাকাউন্টস বিভাগেই প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হয়। সেই কাটা কেটে নিয়ে মালিক বাকি টাকা হাতে পান। মেডিকেলের এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক বলছেন, 'তাতেও মালিকের ক্ষতি নেই। কেননা মালিকরা যে টাকা পান, সেই তুলনায় গাড়ি অনেক কম চলে।'

মেডিকেলের একটি অংশের হিসেব অনুযায়ী, শুধু এই খাতেই প্রতিমাসে ৭০-৮০ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হচ্ছে। কয়েক বছর ধরে এভাবেই দুর্নীতির চক্র চলে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের বড় মাথা এই চক্রে জড়িত না থাকলে এত বড় দুর্নীতি হওয়া সম্ভব নয় বলে চিকিৎসকদের একাংশের দাবি। দুর্নীতির কথা কার্যত স্বীকার করছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষও।

হাসপাতাল সুপারের বক্তব্য, 'কিলোমিটার বাড়িয়ে লেখা, ফোটোকপি দেওয়া সহ বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছি। তারপরই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বাগান বন্ধে মন্ত্রীর তথ্যকে চ্যালেঞ্জ

প্রথম পাতার পর

রাজ্য সরকার স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিক। শ্রমিকদেরও সমস্ত কিছু জানার অধিকার রয়েছে। আমাদের যতদূর জানা আছে তা হল, তিন-চারটি বন্ধ বাগানের ক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমা থাকলেও বাকিগুলি মালিকদের ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবিন রাই বললেন, 'বন্ধ বাগান খুলতে রাজ্য সরকার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করেছে। আশা করছি যে ক'টি বাগান বন্ধ রয়েছে দ্রুতই সেসব খুলে যাবে।'

এই মুহূর্তে বন্ধ বাগানের তালিকায় আলিপুরদুয়ার জেলার দলমোর, রামঝোরা, ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, কালচিনি, রায়মাটাং, দলসিংপাড়া, তোর্ষা ও মহুয়া রয়েছে। জলপাইগুড়িতে বন্ধ সোনালি ও রায়পুর। পাহাড়ের ক্ষেত্রে বন্ধ থাকা বাগানগুলি হল পানিঘাটা, ধোতেরিয়া, মুন্ডা কোঠি, রংমুক-সিডার, আম্বুটিয়া, চুংথুং, নাগেরি, পান্ডাম ও পেশক।

বরবধূ বরণে

প্রথম পাতার পর

দেদার শব্দবাজি ফাটছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

শব্দবাজি ফাটাতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটছে অনেক জায়গায়। বৃহস্পতিবার গেটবাজারের সামনে এক বিয়েবাড়িতে বধূবরণের সময় বাজি থেকে আগুন ছিটকে আসে এক বাচ্চার চোখে। দ্রুত শিশুটিকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। হাকিমপাড়াতেও একটি জায়গায় বিয়েবাড়ির আতশবাজি থেকে আগুন লাগার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা মিলেছে। হাকিমপাড়ার শান্তনু ঘোষ বলছেন, 'সেদিন স্কুটার নিয়ে যাচ্ছিলাম। সামনে সম্ভবত বধূবরণের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। একদল ছেলে স্কুটারের সামনে অকস্মাৎ একটা চকোলেট বোমা ছুড়ে মারল। আমি তো ভয়ে বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। বড় কোনও দুর্ঘটনাও ঘটতে পারত।' তাঁর মতো অনেকেরই প্রশ্ন, এসব শব্দবাজি আসছে কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যোগাযোগ করা হয়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি বলছেন, 'বাজি যাতে না ফাটানো হয় সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।'

দেশবন্ধুপাড়ার অশোক নাথের পালটা প্রশ্ন, 'নজর থাকলে তো ধরপাকড় হত। শব্দবাজি ফাটানোর দায়ে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেছে কি?' তাঁর পরামর্শ, বাজি কে ফাটাচ্ছে, তার থেকেও বড় প্রশ্ন কারা বাজি বিক্রি করছে। পুলিশ আগে তাদের ধরুক।

বিয়ের মরশুমে শব্দবাজি বন্ধ করার পক্ষে দেশবন্ধুপাড়ার পাপিয়া নন্দী। তিনি বলছেন, 'আমার মায়ের পেসমেকার বসানো রয়েছে। যেভাবে বাজি ফাটছে, তাতে মায়ের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। গতকালও বাজির শব্দে রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি।'

আতশবাজি ও শব্দবাজির ধোঁয়ায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণও। পরিবেশ সুরক্ষার উপর কাজ করা পল্লব বিশ্বাস বলছেন, 'সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বৃক্ষরোপণ করে থাকি। কিন্তু শব্দবাজির ধোঁয়া পরিবেশের ক্ষতি করছে। প্রশাসনের নজরদারি না থাকলে এগুলো আটকানো যাবে না।'

তৃণমূলের চরিত্র বদল অসম্ভবই

প্রথম পাতার পর

সভাপতি বদলালে কে হবেন তাঁর উত্তরসূরি? একটা নাম বলুন। পুরোনো যাঁরা আছেন, তাঁরা কোনও না কোনও সময় সভাপতি হয়েছেন। নিজেদের মধ্যে কোন্দল ছাড়া উল্লেখযোগ্য তোনও পারফরমেন্স দেখাতে পারেনি। অভিষেকের অপছন্দের লোকদের মাথা কাটা যেতেই পারে। যদিও সেই তালিকায় মমতার পছন্দের কেউ থাকলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া কঠিন। তা সত্ত্বেও অভিষেকের প্রেসক্রিপশন মেনে রদবদল করা হলে সেটা অনেকটা অন্ধের বদলে খোঁড়াকে দায়িত্ব দেওয়ার শামিল হবে। তবে সকলের মাথায় রাজ্য নেতাদের কারও না কারও আশীর্বাদি হাত আছে।

তৃণমূলে সাংগঠনিক বাঁধন আছে, আবার উপেক্ষাও আছে। শৃঙ্খলা অমান্য করে টিকে থাকাও যায়। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে। কিন্তু চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরায়নি। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তো পুরসভাকে কেন্দ্র করেই। তিনি এখনও বহালতবিয়তে পুরসভার 'রাজ্যপাটে' বহাল। তাহলে এমন 'শাস্তি'র অর্থ কী!

যে যা খুশি করো, শুধু আনুগত্যটা রেখো। বিজেপিতে চলে যেও না। তৃণমূলের সাংগঠনিক বাঁধনটা এক কথায় এরকম। যদি বা বিজেপিতে যাও, সাবধান! কোনও না কোনও অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে যেত পারো। নিদেনপক্ষে পুলিশি হেনস্তা অবধারিত। কারণ বায়োডেটা খুঁজলে অনেকের পিছনে কিছু না কিছু অসংগতি, অনিয়মের শরিক হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাবেই।

তবু দলটা ভোট পায়। ভোটের বিচারে রাজ্যে শাসকদলের ধারেকাছে কেউ নেই। বিরোধীরা যুক্তি দেয়, ওটা জনমতের প্রতিফলন নয়। জবরদস্তি ভোট কেড়ে নেয় তৃণমূল। এই আক্ষেপে প্রমাণ হয়, সেই জবরদস্তিতেও বিরোধীরা বহুদূর। স্থানীয় স্তরের নেতারা না থাকলেও হয়তো তৃণমূল ভোট পাবে। আগে কিছু মানুষ ভোট উৎসর্গ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। এখন ভোট আসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষকবন্ধু, সবুজ সাথীর সুবাদে।

বিজেপির হাতে হিন্দুত্ব ছাড়া আর কোনও পেন্সিল নেই। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসকের মৃত্যুকে হাজার চেষ্টা করেও জনমত দলের পক্ষে প্রভাবিত করতে পারেনি বিজেপি। এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে আবার কোমর বেঁধে লেগেছে। দেশের অন্য প্রান্তে হিন্দুত্ব যতটা বেনিফিট দেয়, বাংলায় যে তা দেয় না, তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। বরং নরেন্দ্র মোদির ভাষায় রেউড়ি (পাইয়ে দেওয়া) সংস্কৃতি তৃণমূল এমনভাবে গ্রহণ করেছে, যা দলকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে।

আরজি করকে ব্যবহার করে নিজেদের পালে হাওয়া লাগানোর চেষ্টা করেছিল বামেরাও। প্রাথমিকভাবে কিছুটা কাজে এসেছিল সেই কৌশল। কিন্তু মূল আন্দোলনের ধার কমে যাওয়ায় হাওয়াটা চুপসে গিয়েছে। এখন আবার জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশকে সামনে রেখে গ্রামে গ্রামে অভয়া মঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। আলিপুরদুয়ারে সম্প্রতি জুনিয়ার ডাক্তারদের সভায় বাম দলগুলির জেলা সম্পাদকদের উপস্থিতিতে তা ফাঁস হয়েছে।

অন্য সংগঠনের ভেতর লুকিয়ে কাজ করা বামেদের বরাবরের ঘোষিত রীতি। কিন্তু সেই লুকিয়ে কাজ ফাঁস হয়ে গেলে আর উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তাছাড়া আরজি করের অভিঘাত এমন ফিকে হয়ে গিয়েছে (আন্দোলনের দুর্বলতায়) যে, তাকে টেনে তোলা কঠিন। বিরোধীদের এসব দুর্বলতার ফাঁকফোকর তৃণমূলকে নিশ্চিন্ত করে। তাছাড়া দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে তৃণমূলের বড়ই অনীহা। যে কারণে অভিষেকের রদবদলের ব্লুপ্রিন্ট আপাতত হিমঘরে।

বিয়ে তো একবারই তাই

কাস্টমাইজড সাজ

বিয়েতে আর এখন সাধারণ ওড়না, পাঞ্জাবি, টোপর, কুলোতে খুশি হচ্ছেন না বর-কনে। তাঁদের চাই এমন একটা কিছু যা আর সকলের চেয়ে আলাদা। বিয়েতে সবাই চাইছেন স্পেশাল সাজতে। সবার আলাদা আলাদা ইচ্ছে রয়েছে। আর সকলের জন্য তাঁদের মনের মতো সেরা জিনিস তৈরি করে দিচ্ছেন শিলিগুড়ির ক্রিয়েটিভ ডিজাইনাররা, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বিয়েতে কনের চাই নিজের পছন্দের এমব্রয়ডেড শাড়ি, ওড়না, মাথার মুকুট, গাছকৌটো। পিঁড়ি, পান, এমনকি বিয়ের কার্ডও দিতে হবে পছন্দসই সাজিয়ে। নিজের বিয়েতেও সবদিকে নজর রয়েছে তাঁর, পান থেকে চুন খসতে দিতে নারাজ কনে। ওদিকে বরও চাইছেন পাঞ্জাবি যেন বৌ-এর শাড়ির সঙ্গে মানানসই হয়। একবারই তো বিয়ে, সকলে দেখবে তো। বর-কনের পরিবার চাইছে তত্ত্বে যেন কোনও ভুলচুক না হয়, সব জিনিস সবার চেয়ে একটু আলাদাভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠাতে হবে নতুন কুটুমবাড়িতে। আর তাঁদের এই সমস্ত আবদার মেটাচ্ছেন ক্রিয়েটিভ ডিজাইনাররা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটেছে অনেক কিছুই। এখন বেড়েছে কাস্টমাইজড জিনিসের চাহিদা। বিয়েতে আর এখন সাধারণ ওড়না, পাঞ্জাবি, টোপর, কুলোতে খুশি হচ্ছেন না বর-কনেরা, তাঁদের চাই একটু বেশি। এমন একটা কিছু যা আর সকলের চেয়ে আলাদা। আর সেসব কিছুতে থাকতে হবে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া।

তাঁদের এই আবদার মেটাতে গিয়ে জেগে উঠেছে অনেকের শিল্পী মন। ডিজাইনাররাও তাঁদের নানা কারুকার্য তুলে ধরছেন এই সমস্ত জিনিসগুলির মধ্যে দিয়ে। মূলত কয়েক বছর ধরেই শিলিগুড়িতে এই ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। বিয়েতে কাস্টমাইজড করেই নানা জিনিস বানাতে চাইছেন কনে ও বর।

শিলিগুড়ির এক ব্রাইড সুপর্ণা পাল বলছেন, 'বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়, নিজের মনের মতো করে সব সাজাতে চাই। আমার পান পাতা থেকে বিয়ের পিঁড়ি সবই একটু অন্য রকমভাবে সাজাচ্ছি। এখন সবকিছু যখন কাস্টমাইজড করে নিজের মনের মতো করে বানানো সম্ভব তখন আর বারণ কীসের। বাড়ি থেকে বিয়ের কার্ডও কাস্টমাইজড করে বানাতে দেওয়া হয়েছে। কাস্টমাইজড জিনিস তৈরিতে খরচ একটু বেশি পড়ে যাচ্ছে। তবে পছন্দসই জিনিস যখন হাতে পাচ্ছি তখন মনটা খুশিতে ভরে যাচ্ছে।

সামনেই বিয়ে রয়েছে শিলিগুড়ির সুব্রত চৌধুরীর। তার আগে রয়েছে আশীর্বাদ পর্ব। মেয়ের বাড়িতে আশীর্বাদে যাওয়ার আগে তাই তত্ত্ব সাজানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনারদের। পাশাপাশি একটু অন্যরকমভাবে বিয়ের কার্ডও তৈরি করতে দিয়েছেন তাঁরা।

আগামী ১৫ ডিসেম্বর বিয়ে রয়েছে সিদ্ধার্থ মালাকারেরও, বৌয়ের শাড়ির সঙ্গে মানানসই পাঞ্জাবি তৈরি হচ্ছে তাঁর। সিদ্ধার্থ বলেন, 'বৌয়ের আবদার মেনেই পাঞ্জাবি তৈরি করতে দিয়েছি। আমিও চাই জীবনের এই স্পেশাল দিনটিতে আমাদের দেখতে সবচেয়ে সেরা লাগুক।' নিজেদের শিল্পী ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যাঁরা এই জিনিসগুলো তৈরি করে দিচ্ছেন তাঁরা বলছেন, সবার আলাদা আলাদা ইচ্ছে রয়েছে, আমাদের কাজ তাঁদের জন্য সেরা জিনিসটি তৈরি করে দেওয়া। এখন ব্রাইড বা তাঁদের পরিবাদের লোকজন নিজেরাই নতুন নতুন ডিজাইন এনে দেখাচ্ছেন, আমরাও আর কিছু না ভেবে সেগুলো তৈরি করতে লেগে পড়ছি। শিলিগুড়ির ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার ডালিয়া দাস বলেন, 'লকডাউনের সময় মানুষের কাছে অনেক ফাঁকা সময় ছিল সেই সময় অনেকেই নিজের শিল্পী ভাবনাকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে, অনেকরকম হাতের কাজ তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে। এই কাজগুলো দেখেই অনেকে চেয়েছেন তাঁদের বিশেষ দিনের বিশেষ জিনিসগুলিকেও অন্যরকমভাবে সাজিয়ে তুলতে। মানুষ চায় একটা সাবেকিয়ানার ছোঁয়া নিয়ে অনন্য হয়ে উঠুক তাঁদের বিয়ের জিনিসগুলি। আমরাও সেটাই করে দেওয়ার চেষ্টা করি। এবছরও প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে। বিয়ের প্রতিটি দিনের জন্য বুকিং রয়েছে।'

আরও এক ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার তনিমা রায় দত্ত বলেন, 'গাছকৌটো, কুলো, পিঁড়ি, এখন তো পান পাতাও নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে নিতে চাইছেন বিয়ের কনেরা। দু'-তিন বছর ধরে এই ট্রেন্ডটা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, এবছর এত বুকিং এসে গিয়েছে যে আমরা এখন আর নতুন কোনও বুকিং নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।' ঋতুপর্ণা রায়ও বেশ কয়েক বছর ধরে এই নিত্যনতুন ডিজাইনের কার্ড, গাছকৌটো, পিঁড়ি, তত্ত্ব সাজাচ্ছেন। তিনিও বলেন, 'বিয়ের দিনটা যদি কেউ সত্যিই মনের মতো করে সাজাতে চায় তাতে ক্ষতি কী' ...

ব্ল্যাকমেলিংয়ের অভিযোগে ধৃত এক

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মনোজ রায়। সে মেডিকেল মোড় এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে বিদ্যাচক্র কলোনির বাসিন্দা পার্থ সরকারের ঝুলন্ত দেহ বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে পার্থের পরিবারের নজরে আসে তাঁর মোবাইলের একটি ভিডিও। সেখানে তিনি জানান, অণিমা নামের এক মহিলার সঙ্গে তিনি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

এরপর নানাভাবে অণিমা ও তাঁর বন্ধু মনোজ স্থানীয় একটি ক্লাবের কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করত পার্থকে। এমনকি তাঁর কাছে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল অণিমা ও মনোজ। যার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা দিয়েছিল পার্থ। যদিও বাকি টাকা না দিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এরপরই পার্থের স্ত্রী রেখা সরকার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অসমের শিবপুর থেকে মনোজকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে নিয়ে আসা হয় ভক্তিনগর থানায়। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দিশা দেখাতে কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের দিশা দিতে কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের উপর যৌথ কর্মশালার আয়োজন করল শিলিগুড়ি কমার্স কলেজ ও মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়ের ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)। শুক্রবার রামকিঙ্কর হলে আয়োজিত এই কর্মশালায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভুবনেশ্বরের কেআইআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরিয়ার স্কুল ও হেড, নেক্সট-জেন লার্নিং বিভাগের ডিরেক্টর ডঃ সুমন ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন কেআইআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরিয়ার অ্যাডভাইজারি ও অগমেন্টেশন সার্ভিসেস বিভাগের ডিন ডঃ প্রিয়দর্শী বিশ্বাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক আউটরিচ বিভাগের ডিরেক্টর প্রশান্ত মহাপাত্র।

পড়ুয়ারা ভবিষ্যতে কী ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেন বক্তারা। শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রঞ্জন সরকার জানান, এধরনের কর্মশালা থেকে পড়ুয়ারা পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু জানতে পারেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ ডঃ অরুণকুমার সাঁফুই সহ অনেকে।

উন্নয়ন ইস্যুতে তৃণমূলকে তুলোধোনা

ব্যারিকেড থেকে দূরে বাম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনে বামেদের বিক্ষোভ। শুক্রবার। - তপন দাস

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে অনুন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবায় ব্যর্থতা এবং লাগামহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শুক্রবার পুরনিগমের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিপিএম। দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির ডাকে এই কর্মসূচিতে প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'পুরনিগমে দালালরাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ডেপুটি মেয়র সহ শাসকদলের একাধিক কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ উঠছে। সৎসাহস থাকলে মেয়র তদন্ত করিয়ে ব্যবস্থা নিন। জনপ্রতিনিধি হিসাবে আপনারা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।'

অশোকের দাবি, শহরে যা কিছু উন্নয়ন তা বাম আমলেই হয়েছে। তাঁর কথায়, 'পুরনিগমের যে বহুতল প্রশাসনিক ভবন তৈরি হচ্ছে সেই কাজের টাকাও আমরাই নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এত বিলাসবহুল করে তৈরি করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। শহরের মানুষের উন্নয়নকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন জনগণের অফিস পুরনিগমকে কর্পোরেট অফিসে পরিণত করা হচ্ছে। এভাবে কোটি কোটি টাকা অপচয় না করে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া উচিত।'

অশোকের এইসব কথাকে অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন না মেয়র গৌতম দেব। তাঁর পালটা, 'সিপিএম তাদের কথা বলেছে। উন্নয়ন হয়েছে কী হয়নি সেটা শহরের মানুষ বলবেন। আর সিপিএমের রাজ্যে কী পরিস্থিতি সেটা সম্প্রতি ছ'টি বিধানসভার উপনির্বাচনেই বোঝা গিয়েছে। সিপিএম প্রতিদিনই বিলুপ্ত হচ্ছে। আমরা এসব নিয়ে ভাবতে চাই না।'

> পুরনিগমের যে বহুতল প্রশাসনিক ভবন তৈরি হচ্ছে সেই কাজের টাকাও আমরাই নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এত বিলাসবহুল করে তৈরি করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না।
>
> **অশোক ভট্টাচার্য**

এদিন হিলকার্ট রোডে দলের জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল করে এসে পুরনিগমের গেটের সামনে বসে পড়েন সিপিএমের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগে থেকেই পুরনিগমের মূল গেটে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে, সিপিএমের মিছিল ব্যারিকেড পর্যন্ত যায়নি। বরং পুরনিগমের সামনের রাস্তায় বসে পড়ে সেখানেই নিজেদের কর্মসূচি পালন করে।

এই বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'এঁরা বোর্ডে এসে কী উন্নয়ন করেছেন? খোদ শাসকদলের মেয়র পারিষদ (পড়ুন দিলীপ বর্মন) বলেছেন যে, গৌতম দেব কোনও কাজ করতে পারছেন না।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়েও সরব হন অশোক। পুরনিগমে বাম পরিষদীয় দলনেতা মুন্সী নুরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, 'আমাদের আমলে রাজ্য সরকার নানাভাবে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। তাই শিলিগুড়ির মানুষ মনে করেছিলেন যে, রাজ্যে তৃণমূলের সরকার থাকায় শিলিগুড়ি পুরনিগমেও তৃণমূলকে ক্ষমতায় নিয়ে এলে ডাবল ইঞ্জিন সরকার শহরের অনেক উন্নয়ন করবে। কিন্তু বাস্তবে কী হল? আজকে শহরের উন্নয়ন স্তব্ধ।'

তাঁর খোঁচা, 'ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির দুই নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদার। অথচ শাসকদল সেই ঘটনার তদন্ত করল না। এই পুরনিগম মানুষের জন্য কাজ না করে টাকা লুট করছে।' শিলিগুড়িকে একমাত্র বামপন্থীরাই বাঁচাতে পারে বলে তিনি দাবি করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকার বলেন, 'সবদিক থেকেই ব্যর্থ এই পুর বোর্ড। আমরা এই পুর বোর্ডকে চার্জশিট দিতে এসেছি। এতেও কাজ না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।'

মোড়ের বোর্ড উধাও

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শহরে আসা পর্যটক, অচেনা মানুষের সাহায্যের জন্য বোর্ড লাগিয়ে তাতে বড় বড় করে লেখা হয়েছিল, 'জলপাই মোড়।' যদিও এখন সেই বোর্ডের অবশিষ্ট অংশ পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, বোর্ড লাগিয়েই দায় সেরেছে পুরনিগম। তাঁদের কথায়, কয়েকদিন ধরেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বোর্ডটির ভগ্ন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই বোর্ডের ওই অংশটিও উধাও হয়ে গিয়েছে।

বোর্ড উধাও হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন সময় শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো সচেতনতামূলক কিংবা দিকনির্ণয়কারী বোর্ডগুলোর পরিণতি এমনই হয়েছে। যা নিয়ে শহরবাসী বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন। যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় তাহলে এ ধরনের বোর্ড লাগানোর মানেটা কী? পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ফের ওই জায়গাগুলিতে বোর্ড লাগানো হবে।'

বছরখানেক আগে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন মোড়ের নাম লেখা বোর্ড লাগানো হয়। বিশেষ করে পর্যটক এবং যাঁরা রাস্তা চেনেন না সে সব মানুষের সুবিধার জন্যই ওই বোর্ড লাগানো হয়। যদিও দার্জিলিং মোড় থেকে শুরু করে ভেনাস মোড়, সব জায়গাতেই বোর্ডগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে সবচেয়ে বেহাল পরিস্থিতি জলপাই মোড়ের। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, জলপাই মোড়ের ওই বোর্ডটির ভাঙা কিছুটা অংশ পড়ে রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আরতি দাস বললেন, 'কয়েকদিন ধরে বোর্ডটা ভেঙে পড়ে ছিল। কেউ ঠিক করতে আসেনি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।' তবে এই ঘটনা প্রথম নয়, এর আগেও পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতামূলক বোর্ডটি রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যায়।

শহরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সরকারের কথায়, 'বোর্ডগুলো লাগানোর পর সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোনওটা বিজ্ঞাপনে ঢেকে যায়, কোনওটা আবার চুরি হয়ে যায়। প্রশাসনের বিষয়গুলি দেখা উচিত।'

পাওয়া টাকা থানায় ফেরত

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : ফের একবার মানবতার নজির দেখা গেল শহর শিলিগুড়িতে। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা থানায় জমা করলেন তিন তরুণ। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে এক ব্যক্তি মাটিগাড়া থেকে চম্পাসারি মেইন রোড দিয়ে বাইকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিলেন। সেসময় ওই ব্যক্তির ব্যাগ থেকে বেশ কিছু টাকা রাস্তায় পড়ে যায়। তবে তিনি বিষয়টি জানতে না পেরে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যান। সেসময় ওই রাস্তা দিয়ে আসা তিন তরুণ বিষয়টি লক্ষ করেন। এরপর সেই টাকা কুড়িয়ে ভক্তিনগর থানায় জমা করেন তাঁরা। ওই তিন তরুণের মধ্যে গুড্ডু তেওয়ারি বলেন, 'রাস্তা থেকে টাকা কুড়িয়ে ভক্তিনগর থানায় জমা করি।'

স্কুলকে সাহায্য

বাগডোগরা, ২৯ নভেম্বর : বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা অর্থসাহায্য করল লোয়ার বাগডোগরা দুর্গাপুজো কমিটি। শুক্রবার পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পঙ্কজ রায় ও বিশ্বজিৎ দাস একটি চেক তুলে দেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাসুদেব তিওয়ারি এবং পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রশান্ত দত্তের হাতে। প্রশান্ত বলেন, 'এবছর স্কুলের মাঠে পুজোর আয়োজন করেছিল ওই পুজো কমিটি। মাঠ ব্যবহার করার জন্য পুজো কমিটি এই অর্থসাহায্য করেছে। এই অর্থ দিয়ে স্কুলের দুঃস্থ পড়ুয়াদের জুতো, টাই এবং শীতের পোশাক কিনে দেওয়া হবে।'

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বালিবোঝাই দুটি ট্র্যাক্টর আটক ও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হল মিঠুন বর্মন ও দুলাল বর্মন। জানা গিয়েছে, এদিন ভোরবেলা তারাবাড়ি থেকে দুটি ট্র্যাক্টর বালিবোঝাই করে মাটিগাড়ার দিকে আসছিল। এরপর শিসাবাড়ির কাছে ট্র্যাক্টরগুলিকে আটক করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সঙ্গে থাকা দুই চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বাগানে আগুন

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : কাওয়াখালির একটি টাউনশিপের বাগানে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে স্থানীয়রা সেখানকার বাগানে আগুন দেখতে পান। এরপর খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

মাঠে কাঠামো

ইসলামপুর, ২৯ নভেম্বর : সরকারি মেলা শেষ হওয়ার পাঁচদিন কেটে গেলেও ইসলামপুর শহরের অন্যতম খেলার মাঠ কোর্ট ময়দানজুড়ে রয়ে গিয়েছে বাঁশের কাঠামো। প্রশাসনের এমন উদাসীনতায় ক্ষোভ জমছে স্থানীয়দের মধ্যে।

ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাসের বক্তব্য, 'অনুষ্ঠানের সমস্ত কাজ বাইরের এজেন্সি এবং স্থানীয় এক ডেকোরেটার করেছেন। শেষের দিনই এই কাঠামো খুলে নিতে ডেকোরেটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, দু'একদিনের মধ্যে সব সরিয়ে নিয়ে মাঠ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

মহম্মদ ফেসি নামে এক ক্রীড়াপ্রেমী বলেন, 'আগে কোর্ট ময়দানে ক্রিকেট খেলতাম। হাইস্কুল মাঠে শুধু ফুটবল খেলা হত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে কোর্ট ময়দান মেলার মাঠে পরিণত হয়েছে, তাই বাধ্য হয়ে হাইস্কুল মাঠেই ক্রিকেট খেলছি।' চলতি মাসের ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ইসলামপুরে কোর্ট ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা মোদের গর্ব অনুষ্ঠান। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে আয়োজিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। পাশাপাশি মাঠজুড়ে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনের দিন জেলা শাসক সহ ইসলামপুরের মহকুমা শাসক, বিধায়ক, পুরসভার চেয়ারম্যান সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তবে মেলা শেষ হওয়ার পর এখনও মাঠজুড়ে বাঁশের কাঠামো রয়ে গিয়েছে।

রংদার রোববার

চিঠি

এখন ফেসবুকের কল্যাণে আবার সবার মুখে চিঠি নিয়ে কথাবার্তা। চিঠি নিয়ে নানারকম লেখালেখি। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ডের দিন শেষ মেল এবং হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে। শ্রীচরণেষু, ইতি— এসব শব্দও হারিয়ে যাওয়ার মুখে। এবারের প্রচ্ছদে চিঠি নিয়েই চর্চা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : যশোধরা রায়চৌধুরী, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু বিশ্বাস, শমিদীপ দত্ত ও অনিমেষ দত্ত

গল্প : রূপক সাহা

কবিতা : শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী, উদয়শঙ্কর বাগ, বিশ্বজিৎ মজুমদার, তাপস চক্রবর্তী, সৈকত পাল মজুমদার, সুকুমার সরকার, রণজিৎ সরকার ও সাগ্নিকা পাল

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

কফিতে তুফানি চুমুক খুলবে বন্ধ শ্বাসনালি

শীতে শ্বাসকষ্ট কমাতে বাজিমাত করুন ঘরোয়া উপায়ে

সর্দি-কাশি। শীতের সাধারণ ভোগান্তি। সাধারণ সর্দি-কাশি হলেও শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকি আমরা। অনেকের সাইনোসাইটিস হলেও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। যদিও, সাইনোসাইটিসের ক্ষেত্রে ঠিক ফুসফুস শ্বাসকষ্টের জন্য দায়ী নয়।

যেসব অসুখের কারণে শ্বাসকষ্ট হয় সেগুলি মোটামুটি এই রকম-- পালমোনারি ইডিমা বা ফুসফুসে জল জমে গেলে, হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের কার্যকারিতা কমে গেলে, অ্যাজমা বা হাঁপানি থাকলে, ব্রঙ্কাইটিসের কারণে ফুসফুসের ব্রঙ্কিওলের কিছু কিছু অংশ বন্ধ হয়ে গেলে, কোনো কারণে ফুসফুসের ভেতরের ছোট ছোট রক্তনালির অভ্যন্তরের রক্ত জমাট বেঁধে গেলে, ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা যেমন ডায়াবেটিস কিটোএসিডোসিস হলে, রক্তে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে ইত্যাদি।

জ্বরের মতো শ্বাসকষ্ট নিজে কোনো রোগ নয়। এটি অন্যান্য রোগের লক্ষণ হিসেবে হাজির হয়। সাধারণত নাকে বন্ধভাব, সর্দি, চোখে চুলকানি ও জলঝরা, বুকে চাপ-চাপ বোধ, কাশি, হাঁচি, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি উপসর্গ শ্বাসকষ্টের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়।

কী করে সমস্যা থেকে বাঁচবেন?

- কাজের প্রয়োজনে আমাদের বাড়ির বাইরে বেরোতেই হবে। এক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার করুন। বিশেষ করে যাঁদের শ্বাসের সমস্যা রয়েছে, তাঁরা এই সময়ে মাস্ক ব্যবহার করলে সমস্যা কিছুটা কমতে পারে।
- তবে শুধু বাড়ির বাইরে নয়, ঘরের ভিতরও পরিষ্কার রাখা উচিত এই সময়ে। না হলে ঘরের ধুলোও শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।
- ঘরের ধুলোর মধ্যে বড় অংশই হল শুষ্ক ত্বকের গুঁড়ো। শীতকালে নিয়মিত ময়শ্চারাইজার মাখলে ত্বকের শুষ্কতা কমবে। ফলে ধুলোর পরিমাণও কিছুটা কমবে। শ্বাসকষ্টও বাড়বে না।
- শীতকালে অবশ্যই ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। যাঁদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাঁরা যদি শীতে ধূমপান করেন, তাঁদের ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে। তাই ধূমপানের অভ্যাস এই সময়ে ছাড়তে হবেই।

শ্বাসকষ্ট সাধারণত দুই ধরনের। প্রথমটি হল-- অ্যাকিউট বা তীব্র ধরনের, যা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তীব্র শ্বাসকষ্টে পরিণত হয়। এতে অতি দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। দ্বিতীয়টি ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট, যার তীব্রতা প্রথমে কম থাকে, পরে বাড়তে থাকে।

শীতকালে শ্বাসকষ্ট বাড়ার পিছনে কারণ--

- বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। ফলে ধুলোর পরিমাণ বাড়ে। সেগুলিই ফুসফুসে ঢুকে শ্বাসের সমস্যা বাড়ায়।
- বাতাসে ফুলের রেণুও এই সময় প্রচুর পরিমাণে ওড়ে। ফুসফুসে ঢুকে সেগুলিও অ্যালার্জির সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। শ্বাসকষ্ট বাড়ে।
- শীতকালে বায়ুদূষণের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায়। এটি শ্বাসকষ্টের সবচেয়ে বড় কারণ। সারা বিশ্বে দূষণের নিরিখে আমাদের দেশের বড় বড় শহরগুলি প্রথম সারিতে। ফলে তার ভোগান্তি আমাদের সইতে হচ্ছে।

সর্ষের তেল হালকা গরম করে বুকে-পিঠে, গলায়

- আদা শ্বাসনালির প্রদাহ কমিয়ে অক্সিজেনের প্রবেশ স্বাভাবিক রাখে। আদা চা বা আদার রস ও মধু মিশিয়ে খান।
- সর্ষের তেল হালকা গরম করে বুকে-পিঠে, গলায় ভালো করে ম্যাসাজ করুন শ্বাসকষ্ট কমে যাবে। ফুসফুস ঠিক মতো কাজ করলেই শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
- ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়াতে উপকারী ডুমুর। কয়েকটি ডুমুর সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে জল ও ডুমুর খেয়ে ফেলুন।

বাজারে শুকনো ডুমুর কিনতে পাওয়া যায়। ব্যবহারে উপকার পাবেন।

- পেঁয়াজ-রসুন আর বাদ যাবে কেন! সব তরকারিতেই তো আমরা পেঁয়াজ খাচ্ছি, অনেক কিছুতে রসুন। তবে খাবারের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ খেলেই বেশি উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসকষ্ট কমাতে আধকাপ দুধ ও এক টেবিল চামচ রসুন কুচি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করুন।
- কড়া এক কাপ কফি পান করলে শ্বাসনালি খুলে যায়। বেশি উপকার পেতে দিনে তিনকাপ পর্যন্ত কফি পান করতে পারেন।

সুতির কাপড় পরিয়ে উলের পোশাক

উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। পোশাক যেন নরম কাপড়ের হয়। শিশুদের রাতে ঘুমোনোর আগে হালকা ফুলহাতা গেঞ্জি পরিয়ে রাখুন।

গরম জলেই চটপটে

শীতে শিশুরা একটু কাবু হয়ে পড়ে। কমে যায় ছটফটে ভাবও। পুঁচকেদের চটপটে রাখতে হালকা কুসুম গরম জল পান করান। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দাঁত ব্রাশ করা, হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়াসহ শিশুদের নানা কাজে হালকা কুসুম গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। শীতে শিশুকে স্নানের সময় শরীরের কাছাকাছি তাপমাত্রার হালকা গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। তবে নবজাতক কিংবা ঠান্ডার সমস্যা আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর মুছে দেওয়া যেতে পারে।

ডিম, স্যুপ, ফলের রস

শীতে শিশুদের খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়। ঘন ঘন পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। যেমন ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ, ফলের রস। বিশেষ করে গাজর, বিট, টমেটো শিশুদের জন্য বেশ উপকারী। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পারেন। শিশুরা এ সময় যেন কোনো ধরনের ঠান্ডা খাবার না খায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

পোশাকে থাক উষ্ণতা

শীতের দিনে শিশুদের উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে চিকিৎসকের মতে, শিশুদের সরাসরি উলের পোশাক পরানো ঠিক নয়। সুতির কাপড় পরিয়ে তার উপর উলের পোশাক পরানো উচিত। কারণ, উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। সুতির কাপড় পরিয়ে তার উপর উলের পোশাক পরানো উচিত। পোশাক যেন নরম কাপড়ের হয়। শিশুদের রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুলহাতা গেঞ্জি পরিয়ে রাখুন এবং সকালে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ও বিকালের দিকটাতে হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে রাখুন।

ত্বকের যত্ন

শিশুদের ত্বক বড়দের থেকে অনেক বেশি সেনসিটিভ। তাই তাদের ত্বক সহজে অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে যায়। শিশুর মুখে ও সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

গরম দুধে এক চা চামচ হলুদগুঁড়ো

আলসেমি। এ যেন শীতকালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। শীতের সকালে চটপট ঘুম ভাঙতে চায় না। তাই ঘুম তাড়াতে এবং একইসঙ্গে আরাম ও পুষ্টি পেতে চুমুক দিতে পারেন উষ্ণ কোনও পানীয়তে। শীতের সকালে কোন পানীয়গুলো উপকারী? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

আদা-লেবু চা

আদা এবং লেবু চা শীতের সকালের জন্য একটি উপকারী পানীয়। আদার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য শরীরকে উষ্ণ করতে এবং পেশী প্রশমিত করতে সাহায্য করে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মৌসুমী সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই চা তৈরি করার জন্য গরম জলে কয়েকটুকরো আদা দিন। অর্ধেক লেবু চেপে নিন। চুমুক দিন উষ্ণ পানীয়তে।

হলুদ দুধ

গোল্ডেন মিল্ক, হলুদ দিয়ে তৈরি একটি পানীয়। এটি প্রদাহ বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের জন্য পরিচিত। হলুদে কারকিউমিন রয়েছে, যা হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। গরম দুধে এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো মেশান, তার সঙ্গে যোগ করুন এক চিমটি কালো মরিচ (শরীরে কারকিউমিন শোষণ করতে সাহায্য করার জন্য), এবং ইচ্ছা হলে মধু দিয়ে মিষ্টি করুন।

দারুচিনি-মধুর পানি

দারুচিনি এবং মধুর মিশ্রণ আমাদের পরিপাক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। দারুচিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। এটি শীতের সকালে পানীয় হিসেবে দুর্দান্ত। শুধু একটি দারুচিনির টুকরো বা আধ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো গরম জলে যোগ করুন। এরপর এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নাড়ুন।

দারুচিনি ও মধুর মিশ্রণ আমাদের পরিপাক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। দারুচিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ও রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।

ক্যামোমাইল-ল্যাভেন্ডার চা

ক্যামোমাইল এবং ল্যাভেন্ডার শান্ত হতে সাহায্য করে। এই চা মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতেও কাজ করে। বিশেষ করে শীতের মাসগুলোতে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। এই চা তৈরি করার জন্য কয়েক মিনিটের জন্য গরম জলে ক্যামোমাইল এবং ল্যাভেন্ডার মিশিয়ে জ্বাল দিন। তৈরি হয়ে গেলে সামান্য মধু মিশিয়ে পান করুন।

ফলের স্যালাড

যা যা লাগবে :

আপেল কিউব করে কাটা এককাপ, পাকা আম কিউব করে কাটা এককাপ, আনারস কিউব করে কাটা এককাপ, স্ট্রবেরি কিউব করে কাটা এককাপ, কালো আঙুর আধকাপ, সবুজ আঙুর আধকাপ, কমলা আধকাপ, খেজুর আধকাপ, পুদিনাপাতাকুচি দুই টেবিল চামচ, লেবুর রস এক টেবিল চামচ, স্যালাড ড্রেসিং চার টেবিল চামচ, মধু দুই টেবিল চামচ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো এক চা-চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন :

সব ফল ও পুদিনাপাতাকুচি একসঙ্গে একটি বোলে সাজিয়ে নিন। এবার স্যালাড ড্রেসিংয়ের সঙ্গে বাকি উপকরণ মিলিয়ে ফলের ওপর দিয়ে পরিবেশন করুন।

জীবনের সবকিছু খোলা বইয়ের পাতার মতো সোশ্যাল মিডিয়ায়?

স্বামী-স্ত্রী নিজেদের দ্বন্দ্ব শেয়ার করে সহানুভূতি পেতে চান? সবচেয়ে বড় ভুলটা করবেন

জমানা বদলেছে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সেঁটে না থাকলে নাকি 'সোশ্যাল' হওয়া যায় না! অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন উলটো কথা। তাঁদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়াকে থেকে দূরে রাখুন যতটা সম্ভব। সব কিছুরই যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে কোন কিছু শেয়ার করাটা অবশ্যই খারাপ ন। তবে রিয়েল লাইফের চেয়ে বেশি ভার্চুয়াল লাইফে নির্ভরশীল হয়ে পড়াটা ব্যক্তি এবং সাংসারিক জীবনে মোটেই কাজের কাজ নয়।

অন্যের প্রভাব নিজের মনে?

সত্যিই আমরা কতটা আধুনিক? পাশাপাশি জেনারেশন গ্যাপ বলেও একটা কথা আছে। আমার বা আপনার কাছে যে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক, অনেকের কাছেই তা নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারে। সেখান থেকে তৈরি হতে পারে হিংসা, কথা কানাকানি, এমনকি অনেকে আপনার দোষ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর প্রভাব আপনার ব্যক্তিজীবন এবং সংসার জীবনে পড়বেই পড়বে।

দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন

আমরা অনেকেই সংসারের খুঁটিনাটি, এমন কী পান থেকে চুন খসলেও তা পরিবার বা বন্ধুদের বলতে ব্যস্ত হয়ে যাই। একসঙ্গে থাকতে গেলে ভালো-খারাপ এমন অনেক কিছুই ঘটবে। আজকে খারাপ কালকে ঠিকও হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যাকে আপনার কথাগুলো শেয়ার করছেন তিনি হয়তো আপনার কাছের মানুষটিকে আর আগের চোখে দেখবেন না বা সম্মান করবেন না। আপনি পরে চাইলেও তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাই সংসারের ভালো-মন্দ যে কোনও কিছুই চেষ্টা করুন স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে।

আপনার নিরানন্দ অন্যের আনন্দ

আপনি যখন খুব কষ্ট পেয়ে সাংসারিক কলহ নিয়ে কোনও একটা পোস্ট দিচ্ছেন তখন হয়তো অনেকেই তার স্ক্রিনশট কোনও গ্রুপে দিয়ে লিখবে, 'দেখছিস! বলছিলাম না? ভালো হয়েছে!' বলে আপনার পিছনে সেসব নিয়ে যা খুশি বলবে বা মজা করবে।

ভার্চুয়াল সম্পর্ক কেড়ে নেয় মুহূর্ত

আপনাকে একটি উপহার এনে দিল প্রিয়জন। আপনি তা ফেসবুকে আপলোড করতেই ব্যস্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গী যে আপনাকে একটা সুন্দর গল্প বলতে চেয়েছিল, তা আর হল না। আপনি যখন এমন মানুষগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত যারা আপনার হাতের ওই মুঠো ফোনটায় বন্দী। তখন হয়তো, আপনার প্রিয় মানুষটির 'থাক, পরে বলব' গল্পটা আপনাকে আর কোনও দিন শোনানো হবে না। এভাবেই কাছের মানুষগুলোর থেকে একটু একটু করে বাড়তে থাকে দূরত্ব!

সবাই আপনার সুখে কি সুখী?

আপনার আনন্দে সবাই শামিল হবে না, এটাই স্বাভাবিক। অনেকেই আপনাকে ঈর্ষা করবে, আপনাকে বিদ্রূপ করবে। তাদের মন্তব্য নিশ্চিতভাবে আপনারও মন্দ লাগবে।

রুচিবোধে মিল রাখুন

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আমরা আমাদের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করতেই পারি। তবে তা যেন কোনও ভাবেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবনে ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সজাগ হতে হবে।

অনুশীলনে শুভমান, জল্পনায় ব্যাটিং অর্ডার

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : হাতে ব্যাট। মুখে চওড়া হাসি।

এভাবেই আজ ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনে হাজির হলেন শুভমান গিল। পরে নেটে থ্রে ডাউন নিলেন লম্বা সময়। আর থ্রো ডাউন শেষে প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, যশ দয়ালদের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিং চর্চা শুরু করে দিলেন শুভমান। কোচ গৌতম গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকারী অভিষেক নায়ার শুভমানের ব্যাটিংয়ের পুরো সময়টা নজরে রাখলেন। দলের ফিজিও কমলেশ জৈনও শুভমানের ব্যাটিংয়ের দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। বারবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিতে চেয়েছেন, হাতের আঙুলে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা।

ক্যানবেরায় বৃষ্টি হচ্ছে। শনিবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এমন অবস্থার মধ্যে আগামীকাল থেকে মানুকা ওভালের মাঠে শুরু হচ্ছে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার গোলাপি বলে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, বৃষ্টি বাধা হয়ে না দাঁড়ালে আজই অনুশীলন শুরু করা শুভমান আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচে খেলতে পারেন। শুধু শুভমান নয়, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও কালকের অনুশীলন ম্যাচে খেলছেন। তিনিই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন। রোহিত-শুভমানের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ ও ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে তৈরি হয়েছে জট।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টের দুইদিন আগে অনুশীলনে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। পরে জানা যায়, তাঁর আঙুল ভেঙেছে। সেই ভাঙা আঙুলের অবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। আজ প্রসিধ-আকাশদের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিংয়ের সময় শুভমানকে দেখে মনে হয়নি তাঁর আঙুল ভাঙা রয়েছে বলে। ফলে মনে করা হচ্ছে, কালকের অনুশীলন ম্যাচের পাশে ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে ফিরতে চলেছেন শুভমান। সঙ্গে অধিনায়ক রোহিতও। তাঁরা ফিরলে পারথ টেস্টের প্রথম একাদশে বদল হবেই। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেল বাদ পড়বেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন কী হবে? অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিকদের দলের ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে সহকারি কোচ অভিষেক বলেছেন, 'আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। এখনও সময় রয়েছে। অনুশীলন ম্যাচ আগে শেষ হোক। তারপরও অ্যাডিলেড টেস্টের আগে আমাদের জন্য সময় থাকবে। দেখা যাক কী হয়।'

কোচ গম্ভীরের সহকারী কোনও মন্তব্য না করলেও ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচে হয়তো আগামীর ব্যাটিং অর্ডারের ইঙ্গিত মিলতে পারে। তার আগে আজ অনুশীলনের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমান বলেছেন, 'পারথ টেস্টের আগে আচমকা আঙুলে চোট পেয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আজ মাঠে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করছি, দ্রুত পুরো ফিট হয়ে দলে ফিরতে পারব।' শুভমান-রোহিতদের প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এমন টানাপোড়েন তৈরি হবে, কে আর জানত।

আজ শুরু গোলাপি বলের প্রস্তুতি ম্যাচ

ওয়ার্ম আপে ওয়াশিংটন সুন্দর ও জসপ্রীত বুমরাহ। নেটে বিরাট কোহলি।

জটেই আটকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

দুবাই, ২৯ নভেম্বর : বৈঠক শুরু হয়েছিল।

ভার্চুয়াল বৈঠকে হাজির ছিল একডজন পূর্ণসদস্য দেশ। অ্যাসোসিয়েটেড দেশের প্রতিনিধি সহ ছিলেন আইসিসির শীর্ষকর্তারা। যদিও মিনিট পনেরোর বেশি গড়ায়নি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জট কাটার বদলে আরও জটিল ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে শুরু হতে চলা আইসিসি টুর্নামেন্টের ভাগ্য।

একদিকে ভারতের দল না পাঠানোর অনড় মনোভাব, অপরদিকে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজনে পাকিস্তানের রাজি না হওয়া—দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে জারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট। এদিনও যার হেরফের

হাইব্রিডে এখনও না পিসিবি-র

আজ ফের বৈঠক

হয়নি। ফলস্বরূপ আজ বৈঠক স্থগিত। শনিবার ফের চেষ্টা চলবে অনিশ্চয়তা দূরের।

অনলাইনে বৈঠকে অংশ নেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সচিব তথা ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি-র শীর্ষপদে বসতে চলা জয় শা। অপরদিকে, বৃহস্পতিবার থেকেই আইসিসি-র সদর দপ্তর দুবাইয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। সশরীরে হাজির থেকে নিজেদের অবস্থান নিয়ে চাপ তৈরির কৌশল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পাকিস্তান বোর্ড ও সরকারের তরফে হাইব্রিড মডেল নাকচ করে চাপ বাড়িয়ে দেয়। শুক্রবারের ভেস্তে যাওয়া বৈঠকে যে অবস্থান থেকে একচুল নড়েনি পাকিস্তান। হাইব্রিড মডেল মানলে ভারতের গ্রুপ স্টেজের ম্যাচের সঙ্গে সেমিফাইনাল, ফাইনাল (৯ মার্চ) সরবে পাকিস্তান থেকে। নকভিরা যা খারিজ করে দিয়ে আসছেন শুরু থেকে। তবে এশিয়া কাপের মতো শেষপর্যন্ত বরফ গলবে মনে করা হলেও এদিনের আপৎকালীন বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় অনেকেই প্রমাদ গুনছেন ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পূর্ণসদস্য দেশের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চলতি পরিস্থিতি সবার কাছে তুলে ধরা হয়েছে। পিসিবিও তাদের অবস্থান জানিয়েছে। বিষয়গুলি নিয়ে আগামীকাল

ফের বসা হবে। সবাই আশাবাদী সমাধানসূত্র মিলবে। না মিললে আগামী কয়েকদিন আলোচনা জারি থাকবে। পিসিবি, বিসিসিআই, আইসিসি মিলিতভাবে চেষ্টা চালাবে সমাধানসূত্র বার করতে।

ভারত সরকারের তরফেও এদিন ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে ক্রিকেট দল পাঠানো নিয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হবে না সরকারের থেকে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কার কারণে দল পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হবে না।

রিকশায় চড়ে ঢাকা দেখতে বেরিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেটাররা। শুক্রবার।

পাকিস্তানে খেলতে না চাওয়া নিয়ে কটাক্ষ তেজস্বীর

'প্রধানমন্ত্রী যদি বিরিয়ানি খেতে যেতে পারেন...'

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আঁচ এবার ভারতীয় রাজনীতিতে। পাকিস্তানে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাঠানোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন তেজস্বী যাদব। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা আরজেডির শীর্ষ নেতা তেজস্বীর (রনজি ট্রফি, আইপিএলে খেলেছেন) কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রী যদি পাকিস্তানে (২০১৫) গিয়ে নওয়াজ শরিফের জন্মদিনের বিরিয়ানি খেয়ে আসতে পারেন, তাহলে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের খেলতে যেতে সমস্যা কোথায়?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চাপানউতোরে তেজস্বীর প্রতিক্রিয়া, 'ক্রীড়া নিয়ে কখনোই রাজনীতি করা উচিত নয়। পাকিস্তানের যেমন উচিত ভারতে খেলতে আসা, তেমনই পাকিস্তানে যাওয়া উচিত আমাদের ক্রিকেটারদেরও। এই নিয়ে বিতর্ক অনুচিত। এমন নয় যে খেলাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ চলছে। তাহলে পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে অসুবিধা কোথায় ভারতের?

যদি প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে গিয়ে বিরিয়ানি খেয়ে আসতে পারেন এবং যা ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তো ভারতীয় ক্রিকেট দলেরও পাকিস্তানে যাওয়া উচিত। কেন তা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হবে। এটা মোটেই সঠিক ভাবনা নয়।'

তৃণমূলের ক্রিকেটার-সাংসদ কীর্তি আজাদের বক্তব্য যদিও সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মতে, ক্রিকেট, কূটনীতি আর জঙ্গি হানা একসঙ্গে চলতে পারে না। ভারত পাকিস্তানে গিয়ে খেলবে আর পাকিস্তান ভারতে জঙ্গি পাঠাবে, এটা মানা যায় না। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয়। শেষবার ২০০৮-এ পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে গিয়েছিল ভারত।

বিরাটকে 'ছাড়' কেন

সিডনি, ২৯ নভেম্বর : দরকার আর ঠিক ১০২ রান।

অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে লক্ষ্যপূরণ মানে মুকুটে নয়া পালক। বিদেশি ব্যাটার হিসেবে অ্যাডিলেডে সবাধিক টেস্ট রানের নজির গড়বেন বিরাট কোহলি। ভাঙবেন ব্রায়ান লারার (৬১০ রান) রেকর্ড। অ্যাডিলেডে রানের নিরিখে বিদেশিদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে বিরাট (৫০৯)। সামনে দুই ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি লারা ও ভিভিয়ান রিচার্ডস (৫৫২)।

কামিন্সকে তোপ বর্ডার-হেডেনের

সফরের প্রথম ম্যাচে শতরান হাঁকিয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৪৩ বলে অপরাজিত ১০০-তে বিরাটকে নিয়ে ফের ঊর্ধ্বমুখী প্রত্যাশার পারদ। উলটো ছবি অজিশিবিরে। অফ ফর্মে থাকা কোহলিকে সফরের শুরুতেই রানে ফিরতে দেওয়া নিয়ে প্রাক্তনদের তোপের মুখে ক্যাঙারু ব্রিগেড। যুক্তি, বিরাট চাপে ছিল। চাপ বজায় রাখতে যতটা চেপে ধরার দরকার ছিল, তা করেনি প্যাট কামিন্সরা।

মাইকেল ক্লার্ক বলেন, 'প্রতিপক্ষের সেরা প্লেয়ারদের শুরুতে ছন্দে ফিরতে দিলেই বিপদ। তৃতীয়-চতুর্থ টেস্টে শতরান পেলে ঠিক আছে। বোলারদের সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রাপ্য হত। কিন্তু প্রথম টেস্টেই

> প্রতিপক্ষের সেরা প্লেয়ারদের শুরুতে ছন্দে ফিরতে দিলেই বিপদ। তৃতীয়-চতুর্থ টেস্টে শতরান পেলে ঠিক আছে। বোলারদের সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রাপ্য হত। কিন্তু প্রথম টেস্টেই বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া পালটা চাপে ফেলবে আমাদেরই। আত্মবিশ্বাসী বিরাটকে এবার আটকানো রীতিমতো কঠিন হবে।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া পালটা চাপে ফেলবে আমাদেরই। আত্মবিশ্বাসী বিরাটকে এবার আটকানো রীতিমতো কঠিন হবে।' প্রাক্তন অজি অধিনায়কের মতে, দ্বিতীয় ইনিংসে পরিস্থিতি অনুকূল ছিল বিরাটের জন্য। ওপেনাররা ভিত গড়ে দিয়েছিল। চাপ ছিল না। ম্যাচের রাশ তখন ভারতের হাতে। অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে রান করার জন্য বিরাটও ছটফট করছিল। জানত, আত্মবিশ্বাস ফেরাতে রানের বিকল্প নেই। ঠিক সেটাই দেখা গিয়েছে বিরাটের ইনিংসজুড়ে। বোলারদের জন্য বার্তা পরিষ্কার- 'বিরাট ইজ ব্যাক'।

কার্যত একই সুর অ্যালান বর্ডার, ম্যাথু হেডেনেরও। বর্ডারের অভিযোগ, 'বিরাটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি আমরা। যেভাবে ও সহজেই শতরান তুলে নিয়েছে, আমি হতাশ। বিরাট বাকি সিরিজে পুরোদস্তুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামুক, আমরা চাইনি।' আর এক কিংবদন্তি ম্যাথু হেডেনের কথায়, 'বিরাটের বিরুদ্ধে যেভাবে রণনীতি সাজানো উচিত ছিল, তা হয়নি। ক্রিজে নামার পর অল আউট আক্রমণে যাওয়া উচিত ছিল। যদিও তা হয়নি। প্যাট কামিন্সরা যখন ভুল শুধরেছে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বিরাট সেট হয়ে গিয়েছে।' কামিন্সের দিকে আঙুল তুলে হেডেনের আরও অভিযোগ, যশস্বী জয়সওয়ালকে পরীক্ষায় ফেলতে যেভাবে শর্ট পিচ ডেলিভারি প্রয়োগের দরকার ছিল, তা হয়নি।

রাহুলকে তিন নম্বরে চাইছেন পূজারা

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : মিশন অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। কিন্তু পথ চলার এখনও অনেক বাকি।

এগিয়ে চলার লক্ষ্যে কাল থেকে ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার গোলাপি বলে অনুশীলন ম্যাচ শুরু হচ্ছে। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা সেই ম্যাচে দলের অধিনায়ক হিসেবে ফিরতে চলেছেন রোহিত শর্মা। হিটম্যান প্রথম একাদশে ফেরা মানে তিনিই যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করবেন। প্রশ্ন এখানেই, লোকেশ রাহুল কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন?

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ধারাভাষ্যের কাজে আপাতত অস্ট্রেলিয়ায় থাকা চেতেশ্বর পূজারা আজ এই প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, রোহিত-যশস্বী ওপেন করলে রাহুল তিন নম্বরে ব্যাটিং করুক। অন্য কোনও জায়গায় যেন রাহুলকে ব্যবহার করা না হয়। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট শেষ পর্যন্ত পারথ টেস্টে ছন্দে ফেরা রাহুলকে কত নম্বরে ব্যাটিং করাবে, আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া অনুশীলন ম্যাচে তার আভাস মিলতে পারে। তার আগে আজ রোহিতদের পরামর্শ দিয়েছেন পূজারা। দীর্ঘসময় জাতীয় দলের বাইরে থাকা ভারতীয় টেস্ট দলের তিন নম্বর ব্যাটার বলছেন, 'রোহিত ফিরলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডার বদলাবে। যশস্বীর সঙ্গে রোহিতই ওপেন করবে। এমন অবস্থায় রাহুলকে তিন নম্বরে খেলানো হোক। অন্তত আমার তাই মনে হয়। কারণ, নতুন বল সামলানোর পাশে ইনিংস গড়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে রাহুলের। পারথ টেস্টে ও রানও করেছে। তাই ওকেই তিন নম্বরে ব্যবহার করা হোক।'

পারথ টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। তাঁর প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা। তার মধ্যেই পূজারা আজ টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে বলেছেন, 'শুভমানের ফিটনেস নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। শুনলাম আজ ও অনুশীলন করেছে। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে যদি শুভমান গিল ফিট হয়ে যায়, তাহলে ভারতীয় দলের টপ অর্ডারে ওর জায়গা পাওয়া কঠিন হতে পারে। তেমনটা হলে শুভমানকে পাঁচ নম্বরে ব্যবহারের কথা ভাবা যেতে পারে।' শুভমান শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট খেলবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শুভমানকে পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ের পরামর্শ নিয়ে হইচই ফেলেছেন পূজারা। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার বোলিং নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। পারথ টেস্টের মতোই বাকি সিরিজেও ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছে পূজারা। ফলে রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও রবীন্দ্র জাদেজাকে বাকি সিরিজেও প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হতে পারে।

চোখের সামনে সতীর্থ ইমরান প্যাটেলের মৃত্যু দেখে বিস্মিত ক্রিকেটাররা।

খেলা চলাকালীন ক্রিকেটারের মৃত্যু

পুনে, ২৯ নভেম্বর : খেলা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ক্রিকেটারের। ঘটনাটি ঘটেছে গারওয়ারে স্টেডিয়ামে। প্রয়াত ক্রিকেটারের নাম ইমরান প্যাটেল। ৩৫ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার বৃহস্পতিবার একটি ম্যাচে ওপেনার হিসেবে খেলতে নামেন। কিছুক্ষণ খেলার পর বুক ও হাতে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলে তিনি প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটতে থাকেন। কিছুটা যাওয়ার পরেই আচমকা মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইমরানকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইমরানের সতীর্থ নাসির খান বলেছেন, 'ইমরান যথেষ্ট ফিট ক্রিকেটার ছিলেন। কোনও অসুস্থতা ছিল না। ওঁর এভাবে মৃত্যুটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।' প্রয়াত এই ক্রিকেটারের বাড়িতে স্ত্রী ও তিন মেয়ে রয়েছে। পেশায় ইমরান একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

হৃদরোগে মৃত্যু বডিবিল্ডারের

ব্রাসিলিয়া, ২৯ নভেম্বর : শারীরিক কসরত করার সময় অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান বডি বিল্ডার জোসে ম্যাথিয়াস কোরেয়া সিলভা। তিনি জিমে শরীরচর্চা করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর এক বন্ধু জোসেকে স্থানীয় দমকলকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু দমকলকেন্দ্রে এক ঘণ্টা চেষ্টা করার পরেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

প্রয়াত ২৮ বছর বয়সি এই বডি বিল্ডার পেশায় একজন আইনজ্ঞ, পুষ্টিবিদ ও জিম ট্রেনার ছিলেন। জোসের ভাই থিয়াগো বলেছেন, 'যাঁরা আমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ওঁরা সবরকমভাবে চেষ্টা করেছেন।' লাতিন আমেরিকায় বডি বিল্ডিংয়ের জগতে বেশ পরিচিত মুখ ছিলেন জোসে। তিনি সাউথ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপেও অংশগ্রহণ করেছেন। জোসের মৃত্যুতে ব্রাজিলের ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শারীরিক কসরত করার সময় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ব্রাজিলিয়ান বডি বিল্ডার জোসে ম্যাথিয়াস কোরেয়া সিলভার।

অকাল প্রয়াণ দুই ক্রীড়াবিদের

বড় জয়ের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

ডারবান, ২৯ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিততে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুক্রবার তৃতীয় দিনের শুরুতে ৩ উইকেটে ১৩২ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে প্রোটিয়ারা। ক্রিস্টান স্টাবস ও টেম্বা বাভুমার জোড়া শতরানের দৌলতে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৬৬ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার দেয় তারা। স্টাবস ১২২ ও বাভুমা ১১৩ রান করেন। ফলে শ্রীলঙ্কার সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৫১৬ রান। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯১ রানের জবাবে মাত্র ৪২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজরা। পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতেই ফিরে যান দুই ওপেনার দিমুথ করুণারত্নে (৪) ও পাথুম নিসাঙ্কা (২৩)। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১০৩। ক্রিজে রয়েছেন অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা (০) ও দীনেশ চান্ডিমল (২৯)। দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন কাগিসো রাবাদা ও মার্কো জানসেন।

টেস্ট কেরিয়ারের সপ্তম শতরান করে উচ্ছ্বাস হ্যারি ব্রুকের। শুক্রবার।

ব্রুকের শতরানে স্বস্তিতে ইংল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চ, ২৯ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ভালো জায়গায় ইংল্যান্ড। পাঁচ নম্বরে নামা হ্যারি ব্রুকের অপরাজিত ১৩২ রানের সৌজন্যে ইংল্যান্ডের স্কোর ৩১৯/৫। নিউজিল্যান্ডের থেকে তারা মাত্র ২৯ রান দূরে।

দিনের শুরুটা যদিও একদমই ভালো হয়নি ব্রুকদের। প্রথম তিন ঘণ্টা আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে হালকা ঠান্ডা বাতাস সুইং বোলিংয়ের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করেছিল। যার পরিণতিতে ইংল্যান্ডের প্রথম ৪ উইকেট চলে যায় মাত্র ৭১ রানে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আবার রৌদ্রোজ্জ্বল হলে পিচ ব্যাটিং সহায়ক হয়ে ওঠে। সেই সুবিধা নিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান ব্রুক। পঞ্চম উইকেটে তিনি ওলি পোপকে (৭৭) সঙ্গে নিয়ে ১৫১ রান জোড়েন। পোপ ফিরলে বেন স্টোকস (অপরাজিত ৩৭) যোগ্য সংগত দেন ব্রুককে। তবে ব্রুকের সপ্তম টেস্ট শতরানে কিউয়ি ফিল্ডারদের অবদানও কম নয়। চারবার জীবনদান পান ব্রুকে। শুক্রবার সারাদিনে মোট ছয়টি ক্যাচ ফেলেন তাঁরা।

পাক লিগে নিষেধাজ্ঞা ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন নিয়ে এই মুহূর্তে এমনিতেই চাপে রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই পরিস্থিতিতে আরও একটা বড় ধাক্কা খেল পিসিবি। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড।

আইপিএলে খেলার অনুমতি দেওয়া হলেও পিএসএল, শ্রীলঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ সহ বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে ইংলিশ ক্রিকেটারদের খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড।

PSL Pakistan Super League

জানানো হয়েছে, পিএসএল যে সময় অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় ঘরোয়া ক্রিকেট চলে ইংল্যান্ডে। সেক্ষেত্রে দেশের টুর্নামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসিবি জানিয়েছে, 'দুইটি সমান্তরাল লিগে ক্রিকেটাররা অংশ নিতে পারবেন না। একইসঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য কোনও ক্রিকেটার জাতীয় দলের খেলা মিস করলে সেটাও বরদাস্ত করা হবে না।'

ইসিবি-র চিফ এগজিকিউটিভ রিচার্ড গোল্ড জানিয়েছেন, 'ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থই আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। সেই সব কিছু খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।'

পাতিদার-ভেঙ্কটেশের কাছে হার বাংলার

বাংলা-১৮৯/৯ মধ্যপ্রদেশ-১৯০/৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ইতিমধ্যেই জয়ের হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে বাংলার। আজ গ্রুপ পর্বের চার নম্বর ম্যাচে আচমকা থমকে গেল বাংলার বিজয়রথ। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারের পরও সুদীপ ঘরামির বাংলা দলের পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার ও মেঘালয়ের বিরুদ্ধে বাকি থাকা দুই ম্যাচেই জিততে হবে বাংলাকে। পাশাপাশি গ্রুপের বাকিদের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। সোজাকথায়, মুস্তাক আলির নকআউট পর্বে যাওয়ার পথটা কঠিন হয়ে গেল বাংলা দলের।

টসে জিতে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক সুদীপ। অভিষেক পোড়েল (১৪ বলে ২৫), করণ লাল (৩০ বলে ৪৪), শাহবাজ আহমেদ (১৬ বলে ৩৭), অধিনায়ক সুদীপদের (২১ বলে ২৯) দাপটে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৮৯/৯-এর বড় স্কোর করেছিল টিম বাংলা। বাস্তবে দেখা গেল মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সেই রান যথেষ্ট ছিল না। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দলের অধিনায়ক রজত পাতিদার (৪০ বলে ৬৮) ও শুভ্রাংশু সেনাপতির (৩৩ বলে ৫০) দাপটে দুই বল বাকি থাকতেই ১৯০/৪ করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মধ্যপ্রদেশ। মহম্মদ সামির (৪-০-৩৮-০) নেতৃত্বে বাংলার বোলাররা আজ হতাশ করেছেন। সামিও কোনও উইকেট পাননি। বাকিরা চেষ্টা করলেও বাংলার জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রদেশ ইনিংসের শেষ ওভারে পা দিয়ে একটি শট রুখতে গিয়ে সামি যন্ত্রণা অনুভব করেন। এরপরই তাঁকে দেখা যায় কোমর চেপে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ম্যাচ হারের পর সন্ধ্যার দিকে হতাশা নিয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে বলছিলেন, 'কুড়ির ক্রিকেটের কোনও ম্যাচ নিয়েই পূর্বাভাস কঠিন। ছেলেরা চেষ্টা করেছিল। বাস্তবে আমরা হেরে গিয়েছি। বোলারদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও আরও অন্তত ২৫ রান করার দরকার ছিল।'

'বাংলা বনাম কেকেআর' এভাবেই দেখা হচ্ছিল মধ্যপ্রদেশ ম্যাচকে। সেই ম্যাচের শেষে কেকেআরের আগামী মরশুমের অধিনায়ক তকমা পাওয়া ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (৯ বলে অপরাজিত ১২) ব্যাটেই এল মধ্যপ্রদেশের জয়ের রান। মধ্যপ্রদেশ ও কেকেআরের কোচ পণ্ডিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'ভালো ম্যাচ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা জিতেছি। দলের জয়ে সকলেরই সমান অবদান রয়েছে।'

> কুড়ির ক্রিকেটের কোনও ম্যাচ নিয়েই পূর্বাভাস কঠিন। বোলারদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও আরও অন্তত ২৫ রান করার দরকার ছিল।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

মুস্তাক আলি ট্রফি

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ দেবরূপা রায় প্রামাণিক : আজ তোমার অষ্টম জন্মবার্ষিকীতে রইলো প্রাণভরা আশীর্বাদ ও ভালোবাসা- **মা ও বাবা (পায়েল ও দেবল), দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ Swapan Kr. Chanda (Baba) & Purnima Chanda (Maa) : Happy 35th Marriage Anniversary.

☺ শুভ ৫০তম বিবাহবার্ষিকী বাবা ও মা : তোমাদের দুজনকে বাবা মা ডাকতে পেরে আমরা গর্বিত। তোমাদের দুজনের সুস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তোমাদের আশীর্বাদের হাত আমাদের মাথার ওপর সবসময় থাকুক। - **মামন, বাপ্পা, মান্টি ও সকল পরিবারবর্গ। লেকটাউন, শিলিগুড়ি।**

মসনদ হারিয়ে দাদাকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মসনদ হারালেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থার নির্বাচনে চন্দন রায়চৌধুরীর কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে সভাপতি পদ খোয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই। তারপরই রিটার্নিং অফিসার তথা দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিদায়ি সভাপতি। স্বপন বলেছেন, 'আমাকে হারানোর ব্যাপারে দাদার হাত থাকতেই পারে। আমি ক্রীড়া প্রশাসনে এগিয়ে যাচ্ছি, সেটা দেখে হিংসা হতেই পারে। ১০০ শতাংশ হিংসা হচ্ছে দাদার। গত কয়েকবছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে আসছে।' উল্লেখ্য, অজিতের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নতুন সভাপতি চন্দন। সেদিকে ইঙ্গিত করেই সম্ভবত স্বপনের এই মন্তব্য।

শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় বিওএ-র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন। চার বছর আগে দাদা অজিতকে হারিয়েই সভাপতি পদে বসেছিলেন স্বপন ওরফে বাবুন। এবার বিদায়ি সভাপতির লড়াই ছিল ভারোত্তোলন সংস্থার কর্তা চন্দনের সঙ্গে। নির্বাচনে কার্যত একপেশেভাবেই পরাস্ত হলেন বাবুন। ৬৮টি ভোটের মধ্যে এদিন ৬৭ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ব্যক্তিগত কাজে বাইরে থাকায় ভোট দেননি ফেন্সিং সংস্থার কর্তা রাজেশ কুমার। এছাড়া ২ ভোট বাতিল হয়। নির্বাচনে চন্দন ৪৫-২০ ব্যবধানে হারান বাবুনকে।

স্বপনের গোটা প্যানেলই হেরে গিয়েছে। বিওএ-র বিদায়ি কোষাধ্যক্ষ জহর দাস হলেন সংস্থার নতুন সচিব। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোষাধ্যক্ষ পদে বসছেন কমল মৈত্র। নতুন সাত সহ সভাপতি হলেন- অনিল ভার্গব, বিশ্বরূপ দে, গৌতম সিনহা, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, রামানুজ মুখোপাধ্যায়, রূপেশ কর ও ভিকে ঢালি। এছাড়া চার সহসচিব হলেন, দিলীপ পালিত, শম্ভু শেঠ, সুরভি মিত্র ও তপন বক্সী।

দুইজন সরকারি অবজার্ভারের উপস্থিতিতে অজিত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। যদিও বাবুন গোষ্ঠীর তরফে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'সরকারি অবজার্ভার রেখে বিওএ-র নির্বাচন পরিচালনা করা নিয়মবহির্ভূত।' এই ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি। হারের পর বাবুন বলে গেলেন, 'খেলায় হারজিত থাকেই। আমি ময়দানের মানুষ। এত সহজে ময়দান ছাড়ব না। খেলা হবে।'

জয়ের পর নবনির্বাচিত সভাপতি বললেন, 'সবাই পরিবর্তন চেয়েছে তাই হয়েছে। অজিতদার আশীর্বাদ তো ছিলই। সকলের সাহায্য নিয়ে ছোট খেলাগুলোকে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাই।' ডিসেম্বরের শুরুতেই প্রথম বৈঠকে বসবে নতুন কমিটি।

রিটার্নিং অফিসার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে জয়ের শংসাপত্র নিচ্ছেন চন্দন রায়চৌধুরী। ছবি : প্রতিবেদক

কমিটিতে উত্তরের একমাত্র প্রতিনিধি শিলিগুড়ির রজত

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যনির্বাহী সমিতিতে (ইসি) উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জায়গা করে নিলেন শিলিগুড়ির রজত দাস। শুধু তাই নয়, শুক্রবার কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত নির্বাচনেও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের রজত উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে উত্তরের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগও তিনি করেছেন। যা তাঁর দাবি মতো সভার মিনিটসেও নথিভুক্ত করা হয় বলে রজত জানিয়েছেন।

অভিযোগ করলেন বঞ্চনার

নির্বাচনের আগে ওপেন ফোরামে রজত বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি আমি। অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি-যুগ্ম সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' পরে রজত জানিয়েছেন, তাঁর এই অভিযোগ সমর্থন করেন বিশ্বরূপ দে (যিনি সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন)। এই স্বর তিনি আগামীদিনেও ধরে রাখার পরামর্শ দেন। ইসি-তে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাকে প্রতিযোগিতার সুযোগ না দেওয়া নিয়েও প্রতিবাদ করেন বলে রজত জানান।

বিদায়ি সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য মন্তব্য, 'এটা আমাদের বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাজেন্ডায় তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী দেখা হবে।'

বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক মান্তু ঘোষও সমর্থন করেছেন রজতের করা অভিযোগকে। বলেছেন, 'আমি মনে করি সঠিক অভিযোগই তুলে ধরেছেন তিনি। আমরা বরাবরই বঞ্চনার শিকার। দেখা যাক রজতের এই বক্তব্যের পর উত্তরবঙ্গের টেবিল টেনিস নিয়ে ওঁরা উৎসাহী হয় কিনা।'

দলে একাধিক পরিবর্ত, সমস্যা নয় মোলিনার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : একটা সময়ে দায়িত্ব নিয়ে সামাল দিয়েছেন স্পেন ফুটবলের ডামাডোল। এহেন একজনের কাছে দলে একাধিক পরিবর্ত থাকা ও তাঁদের মানসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখা খুব বড় কোনও কাজ নয়, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না।

একই পজিশনে একাধিক ফুটবলার থাকায় কাকে বসিয়ে কাকে খেলাবেন, এটা যে কোনও কোচের কাছে সমস্যা। কিন্তু উলটো পথে হেঁটে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ফুটবলার হাতে না থাকলেই মাথাব্যথা বাড়ত বলে জানিয়ে দিলেন। তাঁর মন্তব্য, 'এই রকম যদি হত যে দিমি (পেত্রাতোস) নেই, তাহলে কাকে খেলাব? যদি অনিরুদ্ধ থাপার পরিবর্ত খুঁজতে হত তাহলেই সেটা সমস্যার। কিন্তু একই পজিশনে একাধিক ফুটবলার থাকা সুবিধাই। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী যাঁকে প্রয়োজন তাঁকেই নামানোর সুবিধা আমি নিতে পারছি, এর থেকে ভালো অবস্থা একজন কোচের আর কী হতে পারে? বরং আমার দল নামানোর ক্ষেত্রে কোনও ভুল করা চলবে না।' তিনি মুখে যতই বলুন না কেন, আগের দুই ম্যাচেই নিজের পুরোনো ফর্মে ফেরার প্রাণপণ চেষ্টা যে দিমি করছেন, এটা দেখা গিয়েছে। আবার ফিট হয়ে ওঠা গ্রেগ স্টুয়ার্টের সঙ্গে জেমি ম্যাকলারেনের বোঝাপড়ায় গোলমুখে অজি তারকাকে অনেক বেশি কার্যকরী লেগেছে। তাই ওয়েন কোয়েলের মতো পোড়খাওয়া কোচের দলের বিরুদ্ধে দুইজনের মধ্যে কাকে খেলাবেন, সেটা নিয়ে মোলিনাকে রাতভর ভাবতে হতে পারে।

এই মরশুমে কোয়েলের দলে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। আবার বেশ কিছু কঠিন ম্যাচ সবাইকে অবাক করে তারা জিতেওছে। জামশেদপুর এফসি-কে পাঁচ গোল দেওয়ার পর একটা ম্যাচও জেতেনি চেন্নাইয়ান এফসি। মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র ও কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে ০-৩ গোলে হার। তাই চেন্নাইয়ান কোচ চাইছেন এই ম্যাচকে কাজে লাগাতে হবে। বলেছেন, 'নিজেদের সেরা ফর্মে ফিরতে এটাই সেরা ম্যাচ। কেরালা ম্যাচটা ড্র করতে পারতাম কিন্তু হয়নি। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আমাদের পরীক্ষা করবে। আর আমাদের ওদের বিরুদ্ধে সেই পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তাছাড়া মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আইএসএলের সব দলই তো জিততে চায়!' যা শুনে আবার মুচকি হাসি মোলিনার মুখে, 'আমি এখানে আগে এটিকেতে কোচিং করিয়ে গিয়েছি। তখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছি কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। কিন্তু এবার এসে কী দেখলাম... না, মোহনবাগান এমন একটা ক্লাব যাদের বিপক্ষে দেশের সব দল জিততে চায়। তাই চেন্নাইয়ানও চাইবে, এ আর নতুন কথা কী! তবে আমার দলে সকলেই পেশাদার। ওরা জানে ৩ পয়েন্ট পেতে হলে কী করতে হয়।' গত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটেতেই ক্লিনশিট ও জয়। স্বাভাবিকভাবেই এটা বাড়তি উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে মোহনবাগানকে। শনিবার ম্যাচ জিতলে আবার এক নম্বরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু এই তথ্যকে গুরুত্বই দিচ্ছেন না মোলিনা। যা ছেলেদের বলেছেন সেটাই সম্ভবত এদিনও বললেন, 'এখনই এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। লম্বা লিগ। অনেক উত্থানপতন হবে।'

প্রথম দফা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। যত লম্বা লিগই হোক না কেন, এই পরিস্থিতিতে শুরুর দিকেই যত বেশি পয়েন্ট তুলে নিতে চাইবে যে কোনও কোচই। নিশ্চিতভাবেই চেন্নাইয়ানকে হারিয়ে শীর্ষেই থাকতে চাইবেন বাগান কোচও।

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম চেন্নাইয়ান এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

ইস্টবেঙ্গলের প্রথম জয়ের কৃতিত্ব ব্রুজোঁর

হেডে বল জালে রাখছেন ইস্টবেঙ্গলের দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল-১ (দিয়ামান্তাকোস)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : কথায় বলে, ডাক্তাররা রোগ ধরে ফেললে তা সারানো সহজ হয়ে যায়।

ইস্টবেঙ্গলের নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দলটার রোগ ধরে ফেলায় তাঁর পক্ষে সেটা সারাতে সময় লাগছে না। তাই ৯ জনেও পারেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে রুখে দিতে। তেমনি আবার এদিন স্রেফ অঙ্ক কষে হারিয়ে দিলেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র মতো এই মরশুমের অন্যতম সেরা দলকেও। আইএসএলে অবশেষে প্রথমবার ১-০ গোলে জয়ের জন্য তাই ফুটবলারদের থেকে বাড়তি কৃতিত্ব প্রাপ্য লাল-হলুদ কোচেরই।

ব্রুজোঁ এসেই বুঝেছিলেন, এই দলটার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমে গিয়েছে অনেক। আর সমর্থকরাও না পেতে পেতে অল্পতেই খুশি। তিনি তাই ফুটবলারদের মানসিকতায় সম্ভবত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বাড়তি খাটাখাটনি করেছেন। এদিন তাই নর্থইস্টের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই অন্য ইস্টবেঙ্গলকে চোখে পড়ল। যার ফলস্বরূপ ২৩ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। কর্নার থেকে অনেক পা ঘুরে বল বাঁদিকে দাঁড়ানো মাদিহ তালালের কাছে এলে তিনি দ্বিতীয় পোস্টের সামনে দাঁড়ানো দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসকে তুলে দিলেন। গ্রিক স্ট্রাইকার হেডে গোল করতে ভুল করেননি। ১ মিনিটে জিকসন সিংয়ের তোলা বল পিভি বিষ্ণু ট্যাপ করেও গোলে রাখতে পারেননি। ৪ মিনিটে তালালের ফ্রি কিক ভালো বাঁচান গুরমিত সিং। ইস্টবেঙ্গল কোচের হোমওয়ার্কের জেরে খেলার জায়গাই পেলেন না আলাদিন আজারেই। সবসময় তাঁকে জোনাল মার্কিংয়ে রেখে গেলেন আনোয়ার আলি ও মহম্মদ রাকিপ। তবু তিনি অসাধারণ বলেই হয়তো এরই ফাঁকে একবার প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। ৩৭ মিনিটে ভুয়ানথাঙ্গলুন সামতের তোলা বলে তাঁর হেড ক্রস পিসে লাগে।

এর বাইরে এদিন নর্থইস্টকে বেশ ছন্নছাড়া লেগেছে। তবে শুধু আজারেই নন, নেস্টর অ্যালবিয়াক বা জিতিন এমএসরাও সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। বিরতির পর নেস্টরের বদলে গুইলেরমো ফার্নান্ডেজকে নামানোয় খানিকটা গতি এলেও নর্থইস্টের আক্রমণের ধার বাড়েনি। ৬৮ মিনিটে বিষ্ণুকে বক্সের ঠিক মাথায় ওরাম বেকে ফেলে দিলে ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি দাবি করলেও তা দেননি রাহুলকুমার গুপ্তা। ৭২ মিনিটে বিষ্ণুকে ফের দ্বিতীয়বার ধাক্কা মারায় রেফারি দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখান মহম্মদ আলি বেমাম্মারকে। ১০ জন হয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসার সুযোগও ছিল না নর্থইস্টের কাছে। এদিন হিজাজি মাহেরের বদলে হেক্টর ইউস্তেকে ডিপ ডিফেন্সে খেলানোটাও তাঁর মাস্টার স্ট্রোক। বয়স হলেও তিনি দায়িত্ব নিয়ে খেলেন। ফলে আনোয়ারও সাহসী হতে পেরেছেন। লালচুঙ্গনুঙ্গাও সাইডব্যাক পজিশনে অনেক বেশি ভালো খেলছেন স্টপারের থেকে। তবে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে অকারণে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখাটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। প্রতি ম্যাচে লাল কার্ড দেখাটা যেন নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। তবু এভাবে খেলতে পারলে দলটা কতটা উপরে উঠতে পারবে, তা সময়ই বলবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবের প্রাপ্য সম্মানটা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

এদিনের পর ৮ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট দাঁড়াল চার। এক ধাপ উপরে উঠে মহমেডানকে ধরতে পরের ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে অন্তত ড্র তো দরকারই। নর্থইস্ট ১০ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরেই থাকল।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, হেক্টর, নুঙ্গা, বিষ্ণু (সায়ন), সাউল, জিকসন (লাকড়া), শৌভিক, তালাল ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।

ফিট হচ্ছেন আদজেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : শুক্রবার থেকে বল পায়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করলেন তিনি। শনিবার দলের সঙ্গে তিনি জামশেদপুর যাচ্ছেন। তবে তিনি প্রথম একাদশে থাকবেন কি না, এখনও ঠিক করেননি কোচ। এদিন অনুশীলনে আন্দ্রেই চেরনিশভ সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করালেন। বারংবার প্র্যাকটিস থামিয়ে ফুটবলারদের ভুলত্রুটি শুধরে দিতে দেখা গেল তাঁকে। শনিবার দুপুরের ট্রেনে জামশেদপুর যাচ্ছে মহমেডান। সোমবার ইস্পাতনগরীর দলটির বিরুদ্ধে খেলবে সাদা-কালো শিবির।

বিশ্ব দাবায় ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ২৯ নভেম্বর : দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। এর ফলে

গুকেশ ও ডিং লিরেন দুই দাবাড়ুর পয়েন্ট দাঁড়াল ২। এদিন ৪২ চালের পর খেলা ড্র হয়। লিরেন বলেন, 'গতকালের বিশ্রাম হারের ধাক্কা কাটিয়ে ভালো খেলতে সাহায্য করেছে।' অন্যদিকে গুকেশের মন্তব্য, 'আমি ভালো চাল দেওয়াতে বিশ্বাস করি। চেষ্টা করি ভালো চাল দিতে।'

অনুশীলনের ফাঁকে হালকা মেজাজে জেসন কামিংস ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

রুবেনের কোচিংয়ে প্রথম জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : ইউরোপা লিগের গ্রুপ পর্বের খেলায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৩-২ গোলে হারিয়েছে বোরোগ্লিমটকে। অন্যদিকে, আরেক ইংলিশ জায়েন্ট টটেনহ্যাম ২-২ গোলে ড্র করেছে এএস রোমার সঙ্গে।

ড্র টটেনহ্যামের

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ঘরের মাঠে বোরোগ্লিমটের মুখোমুখি হয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ম্যাচের শুরুতেই আলেহান্দ্রো গারনাচোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যাঞ্চেস্টার। পরে বিপক্ষের হাকন ইভজেন ও ফিলিপের গোলে পিছিয়ে পড়ে রেড ডেভিলস। ৪৫ ও ৫০ মিনিটে জোড়া গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারকে জয় এনে দেন রাসমাস

বল দখলের লড়াইয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের রাসমাস হোজলুন্ড।

হোজলুন্ড। এটাই নয়া কোচ রুবেন অ্যামোরিমের অধীনে প্রথম জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের। ম্যাচের পর পর্তুগিজ কোচ বলেছেন, 'ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলা দেখতে আসা অর্ধেক মানুষ আমাকে জানে না। আমি পর্তুগাল থেকে এসে এখনও ক্লাবের জন্য বিশেষ কিছু করিনি। তারপরেও দর্শকরা যেভাবে আমায় স্বাগত জানিয়েছে, সেটা ভোলার নয়।'

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড জিতলেও ঘরের মাঠে রোমার বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছে টটেনহ্যাম। তাদের হয়ে গোল করেন কোরিয়ান তারকা সন হিউং-মিন ও ব্রেন্নান জনসন। অন্যদিকে, রোমার হয়ে গোল করেন ইভান ডিকা ও ম্যাট হামেলস। পাশাপাশি অন্য ম্যাচে রিয়াল সোসিয়াদাদ ২-০ গোলে আয়াক্সকে হারিয়েছে। অলিম্পিক লিয়ঁ ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে কোয়ারাবাগ এফকে-কে।